এছলাম ও মোহামেডান-ল

— ০০০০—

ফারাএজ ও এক মজলিশে তিন তালাকের ব্যবস্থা সম্বন্ধে
খাঁ সাহেবের প্রতিবাদ

— ০০০০—

বঙ্গের আওলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শায়খোল মিল্লাতে অদ্দীন হাদিয়ে জামান
এমামোল হোদা সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহ্ সুফি আলহাজ্জ হজরত মাওলানা

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)
কর্ত্তৃক অনুমোদিত

— ০০০০—

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী-
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, ফকিহ্
শাহ্ সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা-

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)
কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র
পীরজাদা আল্‌হাজ্জ **মোহাম্মদ শরফুল আমিন**
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

(প্রথম মুদ্রন ১৩৪৫), (দ্বিতীয় মুদ্রন ১৪১৫)

বর্ণ সজ্জায়ঃ **আরকো এন্টারপ্রাইজ**, (শিয়ালদহ)
মূদ্রণেঃ **প্রিন্টেক্স ইন্ডিয়া**, (শিয়ালদহ)

মূল্যঃ ১০০ টাকা মাত্র।

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على

رسوله سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين

এছলাম

ও

মোহামেডান-ল

— ০০০০ —

মৌঃ আকরম খাঁ ছাহেব মাসিক মোহাম্মদীর ৮ম বর্ষের ৪র্থ সংখ্যার এছলাম ও মোহামেডান-ল' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, —

"এই টুকু বলা যাইতে পারে যে, আল্লাহর কোরাণ ও হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (ছাঃ) হাদিছ হইতে স্পষ্ট বা পরোক্ষভাবে যে বিধি ব্যবস্থাগুলির মনজুরী পাওয়া যায়, শরিয়ত বলিতে একমাত্র তাহাকেই বুঝিতে হইবে। যে আদেশ নিষেধের পশ্চাতে কোরাণ বা হাদিছে এই রূপ মনজুরী নাই, অথবা যে বিধি-ব্যবস্থাগুলি তাহার নীতি, শি... ও ভাব ধারার বিপরীত, তাহা কখনই মোহম্মদীর আইন বলিয়া কথিত বা গৃহীত হইতে পারে না?

আমাদের উত্তর,—

ইহাতে যদি খাঁ ছাহেবের এইরূপ দাবি হয় যে, শরিয়তের কেবল দুইটা দলীল, কোরাণ ও হাদিছ, ইহা ব্যতীত অন্য দলীল নাই

তবে তিনি মস্ত ভুল করিয়াছেন, তাঁহার এই বাতীল দাবী দুনইয়ার দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন কোন ন্যায়-পরায়ণ আলেম সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। খাঁ ছাহেব আমাদের দেশস্থ মজহাব অমান্যকারিদের নেতা, তাঁহাদের মতগুলি খাঁ ছাহেব শনৈঃ শনৈঃ অজ্ঞ হানাফী সমাজে প্রচার করিয়া সারা-বাঙ্গালাকে নিজের মজহাবের দিকে আকর্ষণ করিবার জন্য এইরূপ চালবাজি করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে, তাঁহার এই চালবাজি ধরিয়া দিবার অনেক যোগ্য লোক খোদার দুনইয়াতে এখনও জীবিত আছেন ও কেয়ামত অবধি থাকিবেন,—

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন,—

لا تزال طائفة من امتى علي الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى امر الله ـ (رواه ابو داؤد والترمذى)

“আমার এক দল উম্মত সর্ব্বদা সত্যের উপর প্রবল থাকিবেন, যে ব্যক্তি তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, সে তাহাদের ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না, এমন কি আল্লাহতায়ালার হুকুম (কেয়ামত) উপস্থিত হইবে। আবুদাউদ ও তেরমেজি ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।”

মেশকাত, ৪৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কোরাণ ও হাদিছে স্পষ্টভাবে যে বিধিব্যবস্থাগুলি না পাওয়া যায়, উহার ব্যবস্থা এজমায়-মোজতাহেদীন কিম্বা কেয়াছ দ্বারা প্রমাণিত হইবে। ইহার বহু অকাট্য প্রমাণ আছে।

কোরাণ ছুরা নেছা,—

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين قوله ما تولى ونصله جهنم وسآءت مصيرا ـ

কোরাণের এই আয়তে বুঝা যায় যে, এজমায়-মোছলেমিনের তাবেদারি করা ওয়াজেব, ইহার বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম, এজমার

বিরুদ্ধাচরণ করিলে, জাহান্নামি হইতে হইবে।

তফছিরে-বয়জাব, ১/১১৬ পৃষ্ঠা,

والاية تدل على حرمة مخالفة الاجماع الخ -

উপরোক্ত আয়তে বুঝা যায় যে, এজমার খেলাফ করা হারাম, কেননা খোদাতায়ালা (রাছুলের) খেলাফ করার এবং ইমানদারগণের পথের বিরুদ্ধ পথে গমন করার প্রতি কঠিন শাস্তি নিদ্ধারণ করিয়াছেন।"

তফছিরে আহমদী, ৩১৭/৩১৮ পৃষ্ঠা ঃ—

والحاصل ان هذه الاية هي التي تدل على ان الاجماع

كالكتاب والسنة الخ -

"মূল কথা, উক্ত আয়তে বুঝা যায় যে, এজমা কোর-আন ও হাদিছের তুল্য। অছুল-তত্ত্ববিদ ও তফছিরকারক বিদ্বানগণ সকলেই ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।"

এইরূপ তফছিরে-কবিরের ৩/৩৩২ পৃষ্ঠায়, নায়ছাপুরী ৫/১৭৫ পৃষ্ঠায়, মাদারেকের ১/১৯৭, এবনো-কছিরের ১/১৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, উপরোক্ত আয়তে বুঝা যায় যে, এজমা শরিয়তের দলীল, উহার খেলাফ করা হারাম।

এমাম বোখারি ছহিহ বোখারির ২/১০৯২ পৃষ্ঠায়

قال الله تعالى جعلناكم امة وسطا وما امر النبى صلعم

بلزوم الجماعة وهم اهل العلم -

"আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে মধ্যম উম্মত স্থির করিয়াছি।" আর নবী (ছাঃ)র জামায়াতের তাবেদারি করা

ওয়াজেব হওয়ার আদেশ করিয়াছেন। জামায়াতের অর্থ আলেম (মোজতাহেদ) সম্প্রদায়।"

এমাম বোখারি উক্ত আয়ত উল্লেখ করতঃএজমাকে শরিয়তের প্রামাণ্য দলীল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

তওজিহ, ২৮৩ পৃষ্ঠা, —

"উম্মতে-মোহাম্মদীর মোজতাহেদগণের কোন সময়ে কোন এক শরিয়তের হুকুমের প্রতি একমত হওয়াকে এজমা বলা হয়।

মোছাল্লামোছ-ছবুতের টীকা,—

"এমাম এছফেরাইনি বলিয়াছেন, ২০ সহস্র মছলা এজমা কর্ত্তৃক আবিস্কৃত আছে।"

খাঁ সাহেব কেবল কোরআন ও হাদিছকে শরিয়তের দলীল দাবী করতঃ শরিয়তের তৃতীয় দলীল এজমাকে হজম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি এজমা প্রমাণিত শরিয়তের সহস্র সহস্র মছলাকে একেবারে অস্বীকার করিয়া বলিলেন, এক্ষণে তিনি সত্যপরায়ণ আলেম পদবাচ্য হইতে পারেন কি?

কোরআন শরিফে আছে,—
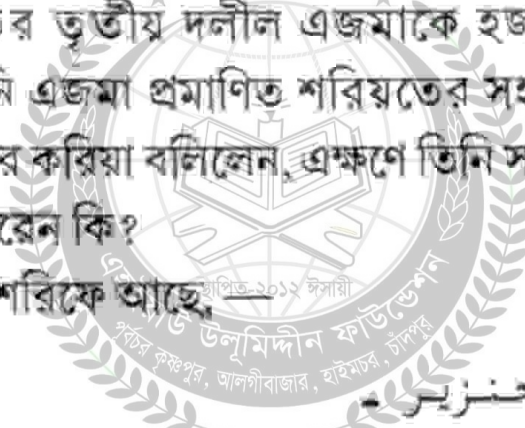
ولحم الخنزير-

এবং (তোমাদের উপর) শূকরের মাংস (হারাম করা হইয়াছে।)

খাঁ ছাহেবের দলের মানিত গুরু কাজি শওকানি- তফছিরে-ফৎহোল কদীরের ১/১৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, —

ظاهر هذه الاية ان المحرم انما هو اللحم فقط وقد اجمعت الامة على تحرير شحمه ٥

"এই আয়তে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, কেবল শূকরের মাংস হারাম করা হইয়াছে। উম্মত উহার চর্ব্বি হারাম হওয়ার প্রতি এজমা করিয়াছেন।"

একণে আমাদের প্রশ্ন এই যে, এজমা অমান্যকারী খাঁ ছাহেবের পক্ষে শুকরের চর্ব্বি হালাল হইবে কি?

কোরাণ,—

حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم ٥

"তোমাদের উপর তোমাদের মাতা ও কন্যা হারাম করা হইয়াছে।"

তফছিরে মাদারেক, ১/১৭০ পৃষ্ঠা,—

والجدة من قبل الام والاب ملحقة بهن وبنات الابن وبنات البنت ملحقات بهن ٥

"নানী ও দাদীকে মাতার উপর কেয়াছ করিয়া হারাম স্থির করা হইয়াছে এবং পুথনি ও নাৎনীকে কন্যার উপর কেয়াছ করিয়া হারাম স্থির করা হইয়াছে।"

এই কেয়াছের উপর এমামগণের এজমা হইয়াছে। এজমা ও কেয়াছ অমান্যকারি খাঁ ছাহেবের পক্ষে নানী, দাদী, পুৎনী ও নাৎনী হালাল হইবে কি?

কোরাণ ছুরা নেছা,—

ولو ردوه الى الرسول والي اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ٥

"এবং যদি তাহারা উহা রাছুল ও উলোল-আমরের দিকে উপস্থিত করিতেন, তবে অবশ্য তাহাদের মধ্যে যাহারা এজতেহাদ দ্বারা উহা আবিস্কার করিতে পারেন, তাঁহারা উহা অবগত হইতে পারিতেন।"

এমাম রাজি তফছিরে কবিরের ৩/২৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

الآية دالة علي امور (احدها) ان في احكام الحوادث ما لايعرف بالنص بل بالاستنباط (وثانيها) ان الاستنباط حجة

(وثالثها) ان العالي يجب عليه تقليد العلماء في احكام الحوادث (ورابعها) ان النبى صلعم كان مكلفاً باستنباط الاحكام ٥

"উক্ত আয়তে কয়েকটী বিষয় সপ্রমাণ হয় প্রথম এই যে, কতকগুলি ঘটনার ব্যবস্থা স্পষ্ট কোরাণ ও হাদিছে অবগত হওয়া যায় না, বরং কেয়াছ দ্বারা অবগত হওয়া যায়। দ্বিতীয় নিশ্চয় কেয়াছ (শরিয়তের) একটী দলীল তৃতীয় নিশ্চয় কতকগুলি মছলার ব্যবস্থায় সাধারণ লোকের প্রতি বিদ্বান্‌গণের (কেয়াছকারী বিদ্বান্‌গণের) তকলিদ (অনুসরণ) করা ওয়াজেব। চতুর্থ—নিশ্চয় নবী (ছাঃ) কেয়াছ করিয়া ব্যবস্থা প্রকাশ করিতে আদিষ্ট হইয়া ছিলেন।"

এইরূপ তফছিরে নায়ছাপুরীর ৫/১১৪ পৃষ্ঠায় ও খাজেনের ১/৪৭০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

খাঁ ছাহেবের দলের অগ্রণী নবাব ছিদ্দিক হাছান ছাহেব তফছিরে ফৎহোল-বায়নের ২/২৮৩/২৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, —

وفي الآية دليل علي جواز القياس ومن العلم ما ادرك بالنص وهو الكتاب والسنة ومنة ما يدرك بالاستنباط وهو القياس عليهما ٥

"উক্ত আয়তে কেয়াছ জায়েজ হওয়া সপ্রমাণ হয়, কতক এল্‌ম স্পষ্ট দলীল অর্থাৎ কোরাণ ও হাদিছ দ্বারা অবগত হওয়া যায়। আর কতক এলম 'ইস্তেম্বাৎ' কর্ত্তৃক অবগত হওয়া যায়, কোরাণ ও হাদিছের নজিরে ব্যবস্থা দেওয়াকে (কেয়াছ করাকে) ইস্তেম্বাৎ বলা হয়।"

আরও নবাব ছিদ্দিক হাছান ছাহেব উক্ত তফছিরের ২/২৬৬ পৃষ্ঠায় ছুরা নেছার একটী আয়ত দ্বারা কোরাণ, হাদিছ, এজমা ও কেয়াছকে শরিয়তের দলীল বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন।

তফছিরে আজিজি, ১২৯ পৃষ্ঠা, —

او امر الهيه بچهار طريق توان دريافت كتاب الله يا سنت پيغمبران يا اجماع مجتهدين يا قياس جلى واصل اين امور كتاب الله است ـ

"আল্লাহতায়ালার হুকুম চারি প্রকারে অবগত হওয়া যাইতে পারে (প্রথম) কোরাণ, (দ্বিতীয়) হাদিছ, (তৃতীয়) এমাম মোজতাহেদগণের এজমা ও (চতুর্থ) স্পষ্ট কেয়াছ। হাদিছ, এজমা ও কেয়াছের মূল কোরাণ শরিফ।"

শাহ অলিউল্লাহ দেহলবী 'একদোল জিদের ৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

ادراك الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية الراجعة كلياتها الي اربعة اقسام الكتاب والسنة والاجماع والقياس ٥

"শরিয়তের 'ফরুয়াত' আহকাম যে সমস্ত তফছিলি (বিস্তারিত) দলীল হইতে অবগত হওয়া যায় উহা মূলে চারিটী বিষয় কোরাণ, হাদিছ, এজমা ও কেয়াছ।"

তলবিহ, ৩৬৭ পৃষ্ঠা, —

اشارة الي الدليل علي حجة القياس بوجهين احدهما انه ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم العمل بالقياس عند عدم النص الخ وثانيهما ان عملهم ومباحثتهم فيه بترجيح البعض تكرر وشاع من غير نكير وهذا رفاق واجماع علي حجة القياس ٥

"কেয়াছের দলীল হওয়া দুই প্রকারে সপ্রমাণ হওয়ার প্রতি ইশারা করা হইয়াছে, প্রথম এই যে বহু সংখ্যক ছাহাবা হইতে অকাট্যভাবে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, তাঁহারা কোরাণ ও হাদিছের প্রমাণ অভাবে কেয়াছের প্রতি আমল করিতেন। দ্বিতীয়, তাঁহারা কেয়াছি মছলাতে তর্ক বিতর্ক করিয়া একটীর স্থানে অন্যটী সিদ্ধান্ত স্থির করতঃ তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন, ইহা বারম্বার সংঘটিত হইয়াছে এবং বিনা এনকারে প্রচলিত হইয়াছে। ইহাতে কেয়াছের দলীল হওয়ার প্রতি এজমা হইয়াছে।"

এমাম হাফেজে হাদিছ আবু ওমার ইউছফ এবনো আবদুল বার্র 'মোখতাছার-জামেয়োল এলমে'র ১২৪/১২৭/১২৮ পৃষ্ঠায় হজরত আবুবকর, ওমার, এবনো-মছউদ, এবনো-আব্বাছ, এবনো-ওমার ও আবুহোরায়রা, আলি, জয়েদ বেনে ছাবেত ও ওবাই বেনে কা'ব প্রভৃতি মোজতাহেদ ছাহাবাগণের কেয়াছ করার প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন।

তিনি উক্ত কেতাবের ১৩০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

ছহিহ প্রমাণে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, নিম্নোক্ত বিদ্বান্‌গণ যে যে স্থলে কোরাণ ও হাদিছের স্পষ্ট প্রমাণ না পাইতেন, কোরাণ ও হাদিছের নজির ধরিয়া নিজেরাই কেয়াছ করিয়া ব্যবস্থা বিধান করিতেন, তাবেয়ি (ও তাবা-তাবেয়ি) সম্প্রদায়ের মধ্যে মদিনার ছইদ বেনে মোছায়েব, ছোলায়মান বেনে এছার, কাছেম বেনে মোহাম্মদ, ছালেম বেনে আবদুল্লাহ, আবুছালাম বেনে আবদুর রহমান, খারেজা বেনে জায়েজ, আবুবকর বেনে আবদুর রহমান, ওরওয়া বেনে জোবাএর, আবাল বেনে ওছমান, এবনো শেহাব (জুহরি), আবু জোন্নাদ, রফিয়া, মালেক, তাঁহার শিষ্যগণ, আবদুল আজিজি বেনে আবিছালমা ও এবনো আবিজে'র।

মক্কা ও ইমন বাসিদিগের মধ্যে আতা, মোজাহেদ, তাউছ, একরামা, আমার বেনে দীনার, এবনো জোরাএজ, এহইয়া বেনে আবি

কাছির, মোয়াম্মার বেনে রাশেদ, ছইদ বেনে ছালেম, এবনো ওয়ায়না, মোছলেম বেনে খালেদ ও শাফেয়ি। কুফা বাসিদিগের মধ্যে আক্‌লামা, আছওয়াদ, ওবায়দা, কাজি শোরাএহ, মছরুক, শা'বি, এবরাহিম নখয়ি, ছইদ বেনে জোবাএর, হারেছ ও'কালি, হাকাম বেনে ওতায়বা, হাম্মাদ বেনে আবি ছোলায়মান, আবু হানিফা, তাঁহার শিষ্যগণ, ছওরি, হাছান বেনে ছালেহ, (আবদুল্লাহ) বেনেল মোবারক ও কুফার সমস্ত ফকিহ্‌গণ। বাসরা বাসিদিগের মধ্যে হাছান (বাসারি), এবনো ছিরিন, জাবের বেনে জায়েদ, এয়াছ বেনে মোয়াবিয়া, ওছমান বত্তি, ওবায়েদুল্লাহ বেনেল হাছান ও কাজি ছাওয়ার। শামদেশের মকহুল, ছোলায়মান বেনে মুছা, আওজায়ি, ছইদ বেনে আবদুল আজিজ, এজিদ বেনে জাবের। মিসরের এজিদ বেনে আবিহাবিব, আমর বেনেল হারেছ, লাএছ বেনে ছা'দ, আবদুল্লাহ বেনে অহহাব, মালেকের অবশিষ্ট শিষ্যগণ, এবনোল কাছেম, আশহাব, এবনো আবদুল হাকাম, এছবাগ, শাফেয়ির শিষ্যগণ, মোজান্না, রোওয়াএতি, হারমালা, রাবি।

বাগ্‌দাদ ইত্যাদি স্থানের ফকিহ আবুছওর, এছহাক বেনে রাহওয়ায়হে, আবুওয়াএদ, কাছেম বেনে ছাল্লাম, আবুজাফর তাবারি। উপস্থিত ঘটনা-বলীতে কোরাণ ও হাদিছের নজিরে কেয়াছ করা যে মোবাহ, তাহা আহমদ বেনে হাম্বল হইতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন ও পরবর্ত্তী আলেমগণ কোন ঘটনা উপস্থিত হইলে, এইরূপ ভাবে কার্য্য করিতেন এবং সর্ব্বদা কেয়াছ সমর্থন করিতেন, তৎপরে (ভ্রান্ত) মো'তাজেলা এবরাহিম বেনে ছাইয়ার নাজ্জাম ও আরও কয়েক জন আগমণ করিয়া শরিয়তের আহকামে কেয়াছ করা অস্বীকার করিলেন এবং প্রাচীন (ছাহাবা, তাবেয়ি ও তাবা তাবেয়ি) বিদ্বান্‌গণের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন। জা'ফর বেনে হরব, জাফর বেনে মোবাশ্‌শার, মোহাম্মদ বেনে আবদুল্লাহ নাজ্জামের অনুসরণ করিলেন, ইহারা মো'তাজেলা ছিলেন। দাউদ এছবেহানি তাহাদের

অনুসরণ করিলেন, কিন্তু তিনি যে মতাবলম্বন করিয়াছেন, তাহাও এক প্রকার কেয়াছ, ইহা পরে বর্ণনা করিব। আবুল কাসেম ওবায়দুল্লাহ ''কেতাবোল-কেয়াছে'' বর্ণনা করিয়াছেন, এবরাহিম বেনে নাজ্জামের পূর্ব্বে বাসরা কিম্বা অন্যান্য স্থানের দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন কোন আলেমকে কেয়াছ ও এজতেহাদ অমান্য করিতে দেখি নাই। বিরাট দল আলেম তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। উক্ত মো'তাজেলাদিগের মধ্যে আবুল হোজাএল ও বেশর বেনেল মো'তামের প্রভৃতি উক্ত নাজ্জামের মত সম্পূর্ণরূপে রদ করিয়া দিয়াছিলেন।

আরও ১৩৩ পৃষ্ঠা,—

قال المزنى الفقهاء من عصر رسول الله صلعم الى يومنا وهلم جراً استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الاحكام في امر دينهم ـ فلا يجوز لاحد انكار القياس ٥

''মোজাল্লা বলিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর জামানা হইতে অদ্যাবধি ফকিহগণ তাঁহাদের দীনি-সংক্রান্ত কার্য্য সমস্ত আহকামে ফেকহ সম্বন্ধে কেয়াছ ব্যবহার করিয়াছেন, কাজেই কাহারও পক্ষে কেয়াছের প্রতি এনকার করা জায়েজ হইবে না।''

আরও ১৩৯ পৃষ্ঠা —

لا خلاف بين فقهاء الامصار وسائر اهل السنة وهم اهل الفقه والحديث فى نفي القياس في التوحيد واثباته في الاحكام ٥

''সমস্ত শহরের ফকিহগণ ও অবশিষ্ট ছুন্নি সম্প্রদায় অর্থাৎ ফকিহগণ ও মোহাদ্দেছগণের এসম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই যে, তওহিদ

সম্বন্ধে কেয়াছ করা জায়েজ নহে এবং আহকাম সম্বন্ধে কেয়াছ করা জায়েজ হইবে।"

আরও ১৪১ পৃষ্টা, —

و حديث معاذ صحيح مشهور رواه الائمة العدول وهو اصل في الاجتهاد و القياس علي الاصول و سائر الفقهاء قالوا في هذه الآثار و ما كان مثلها في دم القياس انه القياس على غير اصل والقول في دين الله بالظن الا ترئ الي قول من قال منهم اول من قال ابليس لان ابليس رد اصل العلم بالرأى الفاسد والقياس لا يجوز عند احد ممن قال به الا في رد الفروع الى اصولها لا في رد الاصول بالرأى و الظن واذا صح النص من الكتاب و الاثر بطل القياس ٥

"মোয়াজের হাদিছ ছহিহ মশহুর, উহা সত্যপরায়ণ এমামগণ রেওয়াএত করিয়াছেন, কোরাণ, হাদিছ ও এজমার নজির ধরিয়া ব্যবস্থা করার পক্ষে উহা মূল দলীল। সমস্ত ফকিহ কেয়াছের নিন্দাবাদে কথিত এইরূপ হাদিছ গুলির সম্বন্ধে বলিয়াছেন, উহা কোরাণ, হাদিছ ও এজমার নজির না ধরিয়া কেয়াছ করা ও আল্লাহতায়ালার দীন সম্বন্ধে আনুমানিক কথা বলা সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। তুমি কি উক্ত ব্যক্তির কথার দিকে লক্ষ্য কর না যিনি বলিয়াছেন, ইবলিছই প্রথমে কেয়াছ করিয়াছিল। কেননা ইবলি[illegible] বাতীল কেয়াছ দ্বারা খোদার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিল, যাহা[illegible] কেয়াছ জায়েজ হওয়ার পক্ষপাতি তাঁহাদের নিকট ইহা ব্যতী[illegible]

منكرى ا[illegible]
معاندون م[illegible]

কেয়াছের অর্থ নাই যে, ফরুযাত মছলাগুলিতে কোরাণ, হাদিছ ও এজমার নজির ধরিয়া ব্যবস্থা করা। ইহার অর্থ নহে যে, রায় ও অনুমান করিয়া কোরাণ, হাদিছ ও এজমা অমান্য করা। যখন কোরাণ ও হাদিছ হইতে স্পষ্ট কথা সাবাস্ত হয়, তখন কেয়াছ বাতিল হইবে।"

আরও ১৪২ পৃষ্ঠা,—

و اما القياس علي الاصول و الحكم للشئي بحكم نظيره فهذا اما لا يختلف فيه احد من السلف بل كل من روى عنه ذم القياس قد وجد له القياس الصحيح منصوصاً لا يدفع هذا الا جاهل او متجاهل مخالف للسلف في الاحكام ٥

"কিন্তু কোরাণ, হাদিছ ও এজমার নজিরে কেয়াছ করা এবং কোন বিষয়ের নজিরের হুকুম অনুসারে এই বিষয়ের হুকুম দেওয়া, এতদ সম্বন্ধে প্রাচীনদিগের মধ্যে কেহই মতভেদ করেন নাই, বরং যে কোন ব্যক্তি হইতে কেয়াছের নিন্দাবাদ বর্ণনা করা হইয়াছে। স্পষ্টভাবে তাঁহার কেয়াছ ছহিহ করা সপ্রমাণ হইয়াছে, জাহেল (অনভিজ্ঞ) কিম্বা অনভিজ্ঞ ভাবে ভাবাপন্ন ও আহকাম সম্বন্ধে প্রাচীনদিগের বিরুদ্ধাচরণকারী ব্যক্তি ব্যতীত কেহ ইহা অস্বীকার করিতে পারে না।"

এমাম নাবাবী 'তহজিবোল-আছমা-অল্লোগাত' কেতাবের ১/১৮৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

قال امام الحرمين الذى ذهب اليه اهل التحقيق ان منكرى القياس لا يعدون من علماء الامة وحملة الشريعة لانهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضة و تواتراً ولان معظم

الشريعة صادرة عن الاجتهاد ولا تفي النصوص بعشر معشارها

وهؤلاء ملتحقون بالعوام ○

"এবনোল-হোমাম এ বলিয়াছেন, কিয়দংশ বিদ্বানগণের মত এই যে, কেয়াছ অমান্যকারিগণ উম্মতের আলেম শরিয়তবেত্তা শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইতে পারে না, কেননা তাহারা প্রবল প্রমাণে প্রমাণিত কেয়াছকে তাহারা অমান্য ও অস্বীকার করিয়া থাকে। আরও শরিয়তের অধিকাংশ মছলা কেয়াছ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে এবং স্পষ্ট কোরাণ ও হাদিছ উক্ত শরিয়তের এক-দশমাংশের জন্য যথেষ্ট নহে। এই কেয়াছ অমান্যকারিগণ সাধারণ লোকদিগের শ্রেণীভুক্ত।"

"শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব একদোল-জিদের ৮৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"এজমা অমান্যকারী দল খারেজী ও কেয়াছ অমান্যকারী দল 'শিয়া' ফেরকাভুক্ত।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, খাঁ ছাহেব কেবল কোর-আন ও হাদিছকে শরিয়ত মান্য করায় আলেম শ্রেণী হইতে খারিজ হইয়া আ'ম লোকদিগের অন্তর্গত হইলেন, বরং খারিজি, মো'তাজেলা ও শিয়া দলভুক্ত হইলেন। এইরূপ লোকের কথা গ্রহণের যোগ্য নহে।

খাঁ ছাহেবের দাবী এই যে আদেশ নিষেধের পশ্চাতে কোরাণ ও হাদিছের এইরূপ মঞ্জুরী নাই,—তাহা কখনও মোহাম্মদীর আইন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, একেবারে বাতীল দাবি।

আমাদের দাবী—যে আদেশ নিষেধের পশ্চাতে কোরাণ, হাদিছ, এজমা ও এমামগণকে কেয়াছের মঞ্জুরী আছে, তাহাই মোহাম্মদীর আইন বলিয়া কথিত হইতে পারে।

এক্ষণে খাঁ ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, এমাম বোখারি, মোছলেম, আবু-দাউদ, তেরমেজি, নাছায়ি প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ এক একরূপ

কাল্পনিক শর্ত্ত স্থির করতঃ হাদিছের সত্যাসত্য নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তৎসমস্তের প্রমাণ কোরান হাদিছে আছে কি?

তাঁহারা হাদিছকে ছহিহ, হাছান, জইফ, মোয়াল্লাল, মোয়ানয়ান, শাজ্জ মোদরাজ, মোয়াল্লাক, মোনকাতা, মোরছাল, মরফু, মকতু, মোত্তাছেল ইত্যাদি কয়েক ভাগে বিভক্ত করিয়া কতককে গ্রহণ ও কতককে ত্যাগ করিয়াছেন, এই সমস্তের মঞ্জুরী কোরান ও হাদিছে আছে কি? খাঁ ছাহেবের দাবী অনুসারে দুনইয়ার কোন হাদিছ গ্রহণ যোগ্য হইতে পারে না।

খাঁ ছাহেবের উক্তি —

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কোন মুসলমানই নীতির হিসাবে এই সত্যটীকে অস্বীকার করিতে পারিবেন না। মুসলমান বলিয়া পরিচয় দেওযার পর এই নীতিকে অস্বীকার করার অধিকার আমাদের থাকে না।

আমাদের উত্তর—

খাঁ ছাহেবের দাবি সত্য নহে, কাজেই সমস্ত মুসলমান তাঁহার দাবি অস্বীকার করিতে পারেন এবং সকলের এইরূপ বাতিল দাবীর অস্বীকার করার অধিকার আছে।

খাঁ ছাহেবের উক্তি,—

"যাহারা স্বীকার করেন যে, আল্লাহ কোরান এবং হজরতের হাদিছই এছলামের সমস্ত আদেশ নিষেধ ও সকল বিধি ব্যবস্থা সম্বন্ধে মূল কথা, প্রথম কথা ও শেষ কথা, তাঁহাদের সঙ্গে এই প্রবন্ধের অবতারণা।

আমাদের উত্তর,—

শরিয়তের ব্যবস্থা কেবল কোরাণ ও হাদিছের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, যখন কোরান, হাদিছ এজমা ও কেয়াছকে তৃতীয় ও চতুর্থ দলিল বলিয়া প্রকাশ করিতেছে, আর শরিয়তের অধিকাংশ মছলা এজমা ও কেয়াছ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, দুনইয়ার সমস্ত হাদিছ

কেয়াছের উপর সংস্থাপিত, কাজেই কোরান ও হাদিছ প্রথম কথা হইলেও এজমা ও কেয়াছ শেষ কথা, এজমা ও কেয়াছ অমান্য করিলে, কোরান ও হাদিছ অমান্য করা হইবে, সমস্ত হাদিছ বাতীল হইয়া যাইবে, শরিয়তের অধিকাংশ মছলা বাদ পড়িয়া যাইবে।

খাঁ ছাহেবের উক্তি,—

"এই প্রশ্নের বিচার আলোচনার দ্বারা যদি প্রতিপন্ন হয় যে, বস্তুতঃ এদেশের মোহম্মদীয় আইনে এমন কতকগুলি নির্দ্দেশ বিদ্যমান আছে, যাহার পশ্চাতে আল্লার কোরান বা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার হাদিছের কোন সমর্থন নাই, অথবা যদি দেখা যায় যে, বস্তুতই তাহার কোন কোন ব্যবস্থা কোরান বা হাদিছের বিপরীত, অথচ জাতীয় জীবনের শান্তি সুশৃঙ্খলা ও পবিত্রতার এবং তাহার পুষ্টি ও উন্নতির পক্ষে সেগুলি অতি মাত্রায় বিঘ্নকর, তাহা হইলে দেশের ব্যবস্থাপক সভাগুলির সাহায্যে তাহার সংশোধন চেষ্টা করা মুছলমানের সমাজের চিন্তাদায়ক ও রাজনৈতিক নেতাদিগের পক্ষে ধর্ম্মের হিসাবেও অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে কিনা, আমাদের দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য ইহাই।"

আমাদের উত্তর,—

মোহাম্মদীয় আইনের সমস্ত কথাই হয় কোরান ও হাদিছ হইবে, না হয় এজমা কিম্বা কেয়াছে মোজতাহেদীন হইতে সমর্থিত হইয়াছে। আর এজমা ও কেয়াছ কোরান হাদিছের অস্পষ্টাংশ, কাজেই উহার কোনটাই কোরান ও হাদিছের বিপরীত নহে। এইরূপ প্রস্তাব খাঁ ছাহেবের মুখে শোভা পায় না, কেননা তিনি বাজে কল্পনার (বাতীল কেয়াছের) বশবর্ত্তী হইয়া মোস্তফা চরিতে ছিনা চাক ইত্যাদির বহু ছহিহ হাদিছের এবং এই প্রবন্ধে ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের হাদিছের মুন্ডুপাত করিয়াছেন, তিনি সময় সময় হানাফীদের বিরুদ্ধে বলেন, প্রথমেই ইবলিছ কেয়াছ করিয়াছিল, এদিকে আবার তিনি কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া কত ছহিহ হাদিছ রদ

করিয়া দিয়াছেন, এইরূপ বাতীল মতের লোকের কথা কি কোন সত্যপরায়ণ লোক বিশ্বাস করিতে পারেন? আবার তিনি মোজাদ্দেদ (সংস্কারক) হওয়ার ভাণ করিয়া লিখিতেছেন যে, যাহাতে জাতীয় জীবনের শান্তি সুশৃঙ্খলা ও পবিত্রতার ও তাহার পুষ্টি ও উন্নতির পক্ষে অতিমাত্রায় বিঘ্নকর হয়, তাহার সংশোধন করা জরুরি। তিনি ত মোজাদ্দেদগণের আবির্ভাবের হাদিছটীর মুণ্ডপাত করিয়াছেন, আবার ইহা কিরূপ দাবি। যাহার বাক্যাবলীর মধ্যে এরূপ অসামঞ্জস্য বিদ্যমান, তিনি কেন বৃথা কালি কলম খরচ করেন?

তিনি কি এমন মোজতাহেদ যে, তাঁহার কথা লোকে শুনিতে বাধ্য হইবেন।

শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেছ দেহলবী ছাহেব তফছিরে আজিজির ১২৮ পৃষ্ঠা,—

آنانکه اطاعت آنها بحکم خدا فرض است شش کرده اند ۔ از آنجمله مجتهدین شریعت و شیوخ طریقت اند که حکم ایشان بطریق واجب مخیر لازم الاتباع است بر عوام امت زیراکه فهم اسرار شریعت و دقائق معرفت ایشان را میسر است فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون ٥

"যাহাদের আদেশ পালন করা খোদার হুকুমে ফরজ, তাঁহারা ছয় দল। তন্মধ্যে শরিয়তের এমামগণ ও তরিকতের পীরগণ একদল তাঁহাদের একজনের আদেশ পালন করা সাধারণ উম্মতের উপর ওয়াজেব, কেননা শরিয়তের গুপ্ত তত্ত্ব ও মা'রেফাতের সুক্ষ্ম মর্ম্ম বুঝা তাঁহাদের পক্ষে সহজ হইয়াছিল, (ইহার প্রমাণ এই আয়াত) "যদি তোমরা না জান, তবে আহলে-জেকরকে জিজ্ঞাসা কর।"

আল্লাহয়াতালা—এমাম মোজতাহেদগণের আদেশ মান্য করিতে হুকুম করিয়াছেন। খাঁ ছাহেব ত এমাম মোজতাহেদ নহেন, কাজেই এমামগণের মত ত্যাগ করতঃ এমামত্ব-বিহীন মো'তাজেলা, খারেজি ও শিয়া মত ধারি খাঁ ছাহেবের মত কেন দুনইয়ার লোকে গ্রহণ করিবেন?

খাঁ ছাহেবের উক্তি,—

বাঙ্গালার মুছলমান, হানাফী ও আহলে হাদিছ এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত, দুর্ভাগ্য বশতঃ এই শ্রেণীর কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইলেও চারি দিক হইতে সাম্প্রদায়িক এছলামের দোহাই দিয়া একটা শোচনীয় কোলাহলের সৃষ্টি করা হয়।

আমাদের উত্তর,—

খাঁ ছাহেব এদেশের মোহাম্মদী (আহলে-হাদিছ) দলভুক্ত, তাঁহার পিতা মৌলবী আবদুল বারি ছাহেব ঐ দলের গোঁড়া ছিলেন, এক মজলিশে তিন তালাক দিলে, এক তালাক হয়, ইহা খাঁটি এদেশের মোহাম্মদীদলের মত, চারি এমামের মতে তিন তালাক হইয়া থাকে, শরিয়তের দুইটি দলীল কোরান ও হাদিছ, ইহা খাঁটি এদেশের মজহাব অমান্যকারি দলের মত, ছাহাবা, তাবিয়ি, তাবা-তাবেয়ি ও দুনইয়ার যাবতীয় সত্যপরায়ণ সম্প্রদায়ের মতে শরিয়তের চারিটী দলীল, কোরান, হাদিছ, এজমা ও ছহিহ কেয়াছ। খাঁ ছাহেবের পৈত্রিক মজহাবের অবস্থা কখন কখন কাগজে কলমে ধরা পড়িয়া থাকে, এই জন্য তিনি এক মজলিশে তিন তালাক দিলে, এক তালাক হওয়ার মত কেবল কোরান ও হাদিছ শরিয়তের দলীল হওয়ার মত মাসিক মোহম্মদীতে প্রকাশ করিয়াছেন। আবার তিনি নিজের তফছিরে কখন নেচারি দলের মত, কখন কাদিয়ানি মিষ্টার মোম্মদ আলির মত সমর্থন করিয়াছেন, ইহা যথা সময়ে প্রকাশ করিব। যে হেতু তিনি মজহাব অমান্যকারি দলের হইয়া ছিনাচাকের ছহিহ হাদিছগুলি রদ করিয়াছেন, কখন নেচারি ও কাদিয়ানি মত, কখন বেদয়াতি মাইজ ভাণ্ডারি দলের

মত সমর্থন করিয়া থাকেন, এই হেতু মজহাব অমান্যকারি আহলে-হাদিছ দলও তাহার বিরুদ্ধে হৈ চৈ করিয়া থাকেন।

আবার বাংলার বিরাট হানাফী সম্প্রদায় মজহাব মান্য করা কোরান ও হাদিছের হুকুম জানিয়া এক মজহাব মান্য করিয়া থাকেন, কাজেই তাঁহারা কাদিয়ানি, নেচারি, মাইজভাণ্ডারি, খারিজি, শিয়া ও মো'তাজেলা মতাবলম্বী খাঁ ছাহেবের মতটী তুচ্ছ জানিয়া রাশি রাশি, প্রতিবাদ প্রকাশ করতঃ তাঁহার কলাই খুলিয়া দিয়া থাকেন, পাছে এবারও তাঁহার কলাই খুলিয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, এই হেতু পূর্ব্ব হইতে তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

খাঁ ছাহেবের উক্তি,—

স্পষ্ট করিয়া বলিয়া রাখিতছি যে, এই সব নামের পুজারী আমরা নহি। এছলাম ব্যতীত কোন মজহাব আমরা মানিনা, আর মুছলমান ব্যতীত কোন মজহাবী উপাধি আমরা জানি না।

আমাদের উত্তর,—

হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মত ৭৩ ফেরকা হইবে, এক ফেরকা বেহেশতী, অবশিষ্ট ৭২ ফেরকা দোজখী। মেশকাত, ৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এক্ষণে খাঁ ছাহেব কেবল এছলাম ও মুছলমান দোহাই দিয়া কিরূপে পরিত্রাণ পাইবেন?

তিনি কি নাজি মুছলমান? তাঁহার এছলাম কি নাজি এছলাম? না তিনি দোজখি মুছলমান ও তাঁহার এছলাম দোজখী এছলাম?

হজরত নবি (ছাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, নাজি ফেরকা কাহারা? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি ও আমার ছাহাবাগণ যে পথে আছি, ইহার অনুসরণকারিগণ নাজি ফেরকা?

এই হেতু নাজি ফেরকার নাম ছুন্নত অল্-জামায়াত হইয়াছে।

হজরত বড় পীর ছাহেব গুনইয়াত্তোলেবিন কেতাবের ১৯৬ পৃষ্ঠায় ছুন্নত অল্-জামায়াতের এইরূপ অর্থ লিখিয়াছেন,—

فالسنة ما سنه رسول الله والجماعة ما اتفق عليه

اصحاب رسول الله صلعم ٥

"রাছু ল যাহা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাই ছুন্নত, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এ ব. ছাহাবাগণ যাহার উ প ব. একমতকরিয়াছেন,তাহাইজামায়াত।

৭৩ ফেরকা সকলই আহলে-কোরান, আহলে-হাদিছ ও মোহাম্মদী বলিয়া দাবি করিয়া থাকেন, ইহাতে নাজি ও দোজখী ফেরকার স্বরূপ প্রকাশ হয় না, যাহারা ছুন্নতে রাছুল জামায়াতে ছাহাবার তা বদারি, তাঁহারাই নাজী। হজরতের কথাতে নাজী ফেরকা ছ ন্নত অল্-জমায়াত নাম রাখিতে বাধ্য। খাঁ ছাহেব যেহেতু বা তীল ফেরকা ভুক্ত, এই হেতু কেবল মুছলমান নাম লইয়া গোলেমালে জীবন কাটাইতে চাহেন। যখন হ হুদী খ্রীষ্টান ও হিন্দুদের সঙ্গে মজহাবের পরিচয় দিতে হয়, তখন মুছলমান পরিচয় দিলে, যথেষ্ট হইবে। আর যখন মুছলমানদিগের ৭৩ ফেরকার মধ্যে কোন্ ফেরকা জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন মুছলমান বলিয়া পরিচয . দেওয়া প্রলাপোক্তি নহে কি?

হাদিছের কয়েক প্রকার নাম—যথা ছহিহ, হাছান, জইফ, মরফু, ম ব. কুফ, মকতু, মোয. াল্লাক, আজিজ, গরিব, মশহুর মোতাওয়াতে ব. মোয়ান য়ান ইত্যাদি ইহা কোরান ও হাদিছে আছে কি? খাঁ ছাহেব এইরূপ নামগুলির পূজারী হইলেন কেন?

খাঁ ছাহেব শেখ, ছৈয়দ, মোগল, পাঠান, খাঁ ইত্যাদি উপাধিগুলির পূজারী হইতেছেন কি না?

মূলকথা, কিছু আবল তাবল লিখিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করার নাম কি সংস্কার?

এই সংস্কারের ধন্যবাদ দিতে হইবে কি?

খাঁ ছাহেবের উক্তি, —

এই মোহাম্মদীয় আইন নামে প্রচলিত বিধানগুলি মূলতঃ হানাফী যে ফেক্হ শাস্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের উত্তর—

ইহা খাঁ ছাহেবের মিথ্যা দাবি, ফারাএজ শাস্ত্র কোরান, হাদিছ এজমা ও ছাহাবাগণের মতের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত আমি ইহা পরে সপ্রমাণ করিব।

খাঁ ছাহেবের উক্তি;

মোহাম্মদীর আইনে সর্ব্বত্র হানাফী ফেকহেরও সম্পূর্ণ অনুসরণ করা হয় নাই, বরং স্থানে স্থানে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবস্থাকে মোহাম্মদীয় আইনে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

আমাদের উত্তর।—

ইহাও খাঁ ছাহেবের মিথ্যা দাবি, যথা স্থলে ইহার আলোচনা হইবে?

খাঁ ছাহেবের উক্তি—

"একমাত্র 'এক মজলিশে তিন তালাক' সংক্রান্ত প্রশ্নে হানাফীদের সহিত তাঁহাদের মধ্যে বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে।"

আমাদে উত্তর।

এই প্রতিবাদের প্রধান পাণ্ডা খাঁ ছাহেব, যেহেতু তিনি তাঁহার মাসিকে উহার আলোচনা করিয়াছেন।

খাঁ ছাহেবের উক্তি,—

"আহলে-হাদিছেরা বলিয়া থাকেন, কোন 'গায়ের মাছুমের' তকলিদ বা নির্দ্দিষ্টের অনুসরণ করা ঘোর অধর্ম্ম ও ভীষণ মহা পাতক। সেই জন্য এমামদিগের বা অন্য কাহারও আদেশ নিষেধকে বিনা বিচারে অবশ্য মান্য বলিয়া গ্রহণ করা অবৈধ, হারাম, পরন্তু তাহা শেরক।

আমাদের উত্তর।

আহলে-হাদিছ সম্প্রদায়ের এইরূপ দাবি একেবারে বাতীল, আমি ইহার বাতীল হওয়ার অকাট্য প্রমাণ মৎপ্রণীত 'মজহাব মীমাংসা' কেতাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

খাঁ ছাহেবের উক্তি,—

"হানাফীগণ দাবি করিয়া থাকেন—আমরা হানাফী, এমাম আবু হানিফার তকলিদই আমরা করিয়া থাকি। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, কমবেশী দুই তৃতীয়াংশ মছলার হানাফী সমাজ এমাম আবু হানিফা ছাহেবের সিদ্ধান্তগুলিকে অমান্য করিয়া এমাম মোহাম্মদ, এমাম আবু ইউছফ প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যগণের অভিমতের অনুসরণ করিয়া থাকেন। শিষ্যগণ ত দূরেই বড় কথা, এমাম আবু হানিফা ছাহেবের ও তাঁহার [illegible] শিষ্যবর্গের সহস্রাধিক বৎসর পরে খোরাছান ও মা-অরাউন্নাহারের মোল্লাদিগের ফৎওয়া-গুলি দ্বারা পূর্ব্ব প্রচলিত মতগুলির পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়া লইলেও তাঁহাদের কোন আপত্তি নাই। এমন কি, সাময়িক গরজের তাকিদে নিজেদের এমামকে ও মজহাবকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়া অন্য এমামের মতানুসারে ফৎওয়া তাঁহাদের কখনও বাধে নাই।"

আমাদের উত্তর।

এস্থলে খাঁ ছাহেব কয়েকটী ভ্রান্তিমূলক কথা লিখিয়াছেন, প্রথম এই যে, তিনি এই স্থানে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে, এমাম আজম ছাহেবের শিষ্য আবু ইউছফ, মোহাম্মদ প্রভৃতি দুই তৃতীয়াংশ

মছলায় এমাম আজমের খেলাফ করিয়াছেন, আবার বৈশাখ সংখ্যার ৪৫১ পৃষ্ঠায় রদ্দোল-মোহতারের বরাত দিয়া লিখিতেছেন যে, আবু ইউছফ ও মোহাম্মদ একতৃতীয়াংশ মছলায় এমাম আজমের খেলাফ করিয়াছেন। খাঁ ছাহেবের প্রথম কথা ভ্রান্তিমূলক, শেষ কথা সত্য। খাঁ ছাহেবের লেখনীর একটী গুণ এই যে, প্রথম ও শেষ কথার মধ্যে সামঞ্জস্য অতি কম দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়—তিনি যে লিখিয়াছেন, হানাফীগণ দুই তৃতীয়াংশ মছলায় এমাম আবু হানিফার মত ত্যাগ করতঃ তাঁহার শিষ্যগণের মত গ্রহণ করিয়া থাকেন, যখন তাঁহারা এক তৃতীয়াংশ মছলার মতভেদ করিয়াছেন, তখন খুব বেশী হইলে এইরূপ দাবি করা যাইতে পারে যে, এক তৃতীয়াংশ তাঁহারা এমাম আজমের মত ত্যাগ করিয়াছেন, দুই তৃতীয়াংশের দাবি কিরূপে সম্ভব হইবে?

তৃতীয়—এমাম আবু ইউছফ, মোহাম্মদ যে এক তৃতীয়াংশে এমাম আজমের বিপরীত মত ধারণ করিয়াছেন, হানাফীগণ তৎসম্বন্ধে কি করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলে, খাঁ ছাহেবের দাবির অসারতা অনায়াসে বুঝা যাইবে।

আল্লামা শামী 'রদ্দোল-মোহতারে'র ১/৬৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

ولكن الاكثر فى الاعتماد على قول الامام ০

"সেই মতভেদ ঘটিত এক তৃতীয়াশের অধিকাংশ স্থলে এমাম আজমের মতই গ্রহণ যোগ্য, ইহা তাহাবি বর্ণনা করিয়াছেন।"

ইহাতেই খাঁ ছাহেবের মতের অসায়তা অনেকটা প্রকাশ হইয়াছে।

তৎপরে যে অল্প সংখ্যক মছলাতে তাঁহার শিষ্যগণের মত গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাও এমাম আজমের মত।

রদ্দোল-মোহতার, ১/৬৯ পৃষ্ঠা,—

قال فى الولوالجية قال ابو يوسف ما قلت قولا خالفت

فيه ابا حنيفة الا قولا قد كان قاله و روى عن زفر انه قال ما حا
لفت ابا حنيفة فى شئي الا قد قاله ثم رجع عنه وفى آخر
الحاوى القدسى واذا اخذ بقول واحد منهم يعلم قطعاً انه
يكون به آخذا بقول ابى حنيفة فانه روى عن جميع اصحابه
من الكبار كابى يوسف ومحمد وزفر والحسن انهم قالوا ما
قلنا فى مسئلة قولا الا وهو روايتنا عن ابى حنيفة و اقسموا
عليه ايمانا غلاظا فلم يتحقق اذا فى الفقة جواب ولا
مذهب الا له كيفما كان ٥

"আল্‌ওয়ালজিয়া কেতাবে আছে, আবু ইউছফ বলিয়াছেন, আমি যে কোন কথায় আবু হানিফার খেলাফ করিয়া মতগঠন করিয়াছি, উহা তাঁহার পূর্ব্বকার কথিত মত। জোফার হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, নিশ্চয় তিনি বলিয়াছেন, আমি যে কোন বিষয়ে আবু হানিফার বিপরীত মত ধারণ করিয়াছি, উহা তাঁহার কথিত মত, তিনি উহা হইতে রুজু করিয়াছেন। হাবিল-কুদছির শেষাংশে আছে, যদি আবু হানিফার কোন শিষ্যের মত গ্রহণ করা হয়, তবে নিশ্চয় বুঝা যাইবে যে, আবু হানিফার মত গ্রহণ করা হইবে, কেননা আবু ইউছফ, মোহাম্মদ, জোফার ও হাছানের ন্যায় তাঁহার বড় বড় সমস্ত শিষ্য হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, নিশ্চয় তাঁহারা বলিয়াছেন, আমরা যে কোন মছলাতে কোন মত ধারণ করিতেছি, উহা আবু হানিফার এক রেওয়াএত তাহা হইতে আমরা (বর্ণনা করিয়াছি)। তাঁহারা এই কথার উপর কঠিন শপথ করিয়া

ছিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে ফেকাহ তত্ত্বে যে কোন জওয়াব ও মত যে ভাবে থাকুক না কেন, উহা আবু হানিফার জওয়াব ও মত।”

উপরোক্ত প্রমাণে বুঝা গেল, হানাফীগণ যে অল্প সংখ্যক স্থলে তাঁহার শিষ্যগণের মত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও এমাম আজমের মত। ইহাতে খাঁ ছাহেবের দাবি সমূলে উৎপাটিত হইয়া গেল।

তৎপরে তিনি যে খোরাছান ও মা-অরাওন-নাহারের মোল্লা-দিগের ফৎওয়াগুলি দ্বারা পূর্ব্ব প্রচলিত মতগুলির পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়া লওয়ার দাবি করিয়াছেন, তাহাও ভ্রান্তিমূলক দাবি। আল্লামা শামী রদ্দোল-মোহতারের ১/৭৯৮ পৃষ্ঠায় যে সাত তবকা ফকিহ দিগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে দুই তবকার কথা উল্লেখ করিয়াছি। “তৃতীয় তবকার ফকিহ্‌গণকে মোজতাহেদ ফিল-মাছায়েল বলা হয়, যথা—খাছ্‌ছাফ, আবুল হাছান কারখি, সামছোল-আএম্মায়ে-হোলোওয়ানি, শামছোল-আএম্মায় ছারাখছি, ফখরোল-ইছলাম বজদবি, কাজিখান প্রভৃতি। তাঁহারা অছুল ও ফরুয়াতে এমাম আজমের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সক্ষম ছিলেন না, কিন্তু যে সমস্ত মছলাতে এমাম আজমের কোন মত উল্লিখিত হয় নাই, তাঁহারা এমাম আজমের নির্দ্ধারিত নিয়ম কানুন অনুসারে উক্ত মছলাগুলির জওয়াব প্রকাশ করিয়াছেন।”

এই ফকিহ্‌গণ যে মছলাগুলি এমাম আজমের নির্দ্ধারিত নিয়ম কানুন অনুসারে আবিস্কার করিয়াছেন তাহাও এমাম আজমের মজহাব হইবে।

চতুর্থ—আছহাবে-তখরিজ, যেরূপ রাজি প্রভৃতি। ইহারা আদৌ এজতেহাদ করার শক্তি রাখেন না, এই হেতু মোকাল্লেদ, কিন্তু যেহেতু তাঁহারা এমাম ছাহেবের নির্দ্ধারিত নিয়ম কানুন এবং ফরুয়াত মছলা মাছায়েলের গ্রহণ স্থল (কোরাণ, হাদিছ ও এজমা) পূর্ণভাবে আয়ত্ব করিয়াছেন, এই হেতু এমাম ছাহেব বা তাঁহার শিষ্যগণ কর্ত্তৃক কোন শব্দ কিম্বা ব্যবস্থা দ্ব্যর্থবচক হইলে, উহার প্রকৃত অর্থটী প্রকাশ

করিয়া দিয়াছেন।

পঞ্চম—আছহাবে তরজিহ, ইহারাও মোকাল্লেদ, যথা আবুল হাছান কদুরি, হেদায়া প্রণেতা প্রভৃতি। ইহারা এমাম আজমের রেওয়াএতগুলির মধ্যে কোন্‌টী সমধিক উত্তম, সমধিক ছহিহ রেওয়াএত, লোকদিগের পক্ষে সমধিক সহজ, তাহাই নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন।

ষষ্ঠ—মোকাল্লেদ সম্প্রদায়, তাঁহারা কোন্‌ রেওয়াএতটী সমধিক ছহিহ কোনটী ছহিহ, কোনটী জইফ, কোনটী জাহেরে রেওয়াএত, কোন্‌টী নাদের রেওয়াএত, তাহা নির্ব্বাচন করিতে পারেন, যথা—কাঞ্জ, মোখতার, বেকায়া, মজমুয়া প্রণেতাগণ, ইহারা কোন মরদুদ ও জইফ রেওয়াএত উদ্ধৃত করেন না।

সপ্তম—বিশুদ্ধ মোকাল্লেদ, তাহারা ছহিহ ও জইফ প্রভেদ করিতে একেবারে অক্ষম।

খাঁ ছাহেব খোরাছান ও মা-অরাওন্নাহরের মোল্লাগণ বলিয়া উল্লিখিত কয়েক তবকার ফকিহগণের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

প্রিয় পাঠকগণ, আপনারা উল্লিখিত বিবরণে বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, উল্লিখিত ফকিহগণ এমাম আজমের দ্বার্থবাচক রেওয়াএতের প্রকৃত অর্থ নির্ব্বাচন করিয়াছেন, অথবা রেওয়াএতের হিসাবে কোন্‌টী সমধিক ছহিহ প্রমাণে প্রমাণিত বা সমধিক উৎকৃষ্ট অথবা লোকদের পক্ষে সুবিধাজনক তাহাই স্থির করিয়াছেন। অথবা ছহিহ জইফ, জাহেরে রেওয়াএত ও নাদের রেওয়াএতের মধ্যে প্রভেদ করিয়া দেখাইয়াছেন, তাঁহারা ত এমাম আজমের মতের পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করেন নাই, কাজেই খাঁ ছাহবের দাবি একেবারে বাতীল।

তৎপরে খাঁ ছাহেব লিখিয়াছেন, সাময়িক গরজের তাকিদে নিজেদের মজহাব ত্যাগ করিয়া অন্য এমামের মতানুসারে ফৎওয়া দিয়া থাকেন, আমাদের বক্তব্য, হানফী মজহাবের নিয়ম এই,—

الضرورات تبيح المحظورات -

"জরুরতের জন্য নিষিদ্ধ জিনিষ মোবাহ হইয়া যায়। ইহা কোরাণের এই আয়ত হইতে আবষ্কৃত হইয়াছে,—

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ০

এই হানাফী মজহাবের নিয়ম অনুসারে 'জরুরত' স্থলে ছুন্নত অল-জামায়াতের অন্য কোন মজহাবের মত ধরিলে, হানাফী মজহাব হইতে খারিজ হইতে হয় না, বরং ইহাও হানাফী মজহাব।

উপরোক্ত বিবরণে খাঁ ছাহেবের দাবির অসারতা দিবালোকের মত প্রকাশিত হইয়া গেল।

খাঁ ছাহেবের উক্তি,—

"আহলে হাদিছ সম্প্রদায় তকলিদ করাকে অন্যায় অধর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এক মজলিশে তিন তালাক দিলে, তাহা তিন তালাক বলিয়া পরিগণিত হইবে, হজরত ওমরের এই সিদ্ধান্তকে তাঁহারা অমান্য করিয়া থাকেন, এই নীতি অনুসারে খুব সুন্দর কথা। কিন্তু অশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, সর্ব্বত্র এই নীতির অনুসরণ করিয়া চলা তাঁহারা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না।"

আমাদের বক্তব্য,—

আহলে-হাদিছ সম্প্রদায় একমাত্র প্রচলিত হাদিছ গ্রন্থগুলি মান্য করিতে গেলে, লক্ষ লক্ষবার তকলিদ করিয়া থাকেন, প্রচলিত হাদিছ তত্ত্ব যে কেয়াছের সমুদ্র, ইহা আমি মৎপ্রণীত 'কেয়াছের অকাট্য দলীল' গ্রন্থে সপ্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছি। তকলিদ অধর্ম্ম ও অন্যায় হইলে, হাদিছ গ্রন্থগুলি মান্য করা অধর্ম্মের ভাণ্ডার হইবে।

এক মজলিশে তিন তালাক দিলে, তিন তালাক হওয়া একমাত্র হজরত ওমারের সিদ্ধান্ত নহে, বরং হজরত নবি (ছাঃ) ও এজমায় ছাহাবার সিদ্ধান্ত। ইহা অমান্য করিলে হজরতের হাদিছ ও ছাহাবাগণের এজমায়ি মতের সিদ্ধান্তকে অমান্য করা হইবে।

এমাম বোখারি মিসরে মুদ্রিত ছহিহ বোখারি'র ৩/১৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

من اجاز طلاق الثلاث ـ (الى) فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلعم عن عائشة ان رجلا طلق امرأة ثلاثا فزوجت فطلق فسئل النبى صلعم اتحل للاول قال لاحتى يدرق عسيلتها كما ذاق الاول ٥

(১) "যে ব্যক্তি (এক মজলিশে) তিন তালাক হওয়ার জায়েজ রাখিয়াছেন, তাহার দলীল—ওয়ায়মের (হজরত) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর হুকুম করার জন্য পূর্ব্বেই আপন স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়াছিলেন।"

(২) "আএশা (রাঃ) হইতে রেওয়াএত, সত্যই এক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়াছিল। তৎপরে সেই স্ত্রীলোক নেকাহ করিয়াছল, অবশেষে তাহার স্বামী তালাক দিয়াছিল। তৎপরে নবি (ছাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, প্রথম স্বামীর পক্ষে উক্ত স্ত্রীলোকটী হালাল হইবে কি? তদুত্তরে হজরত বলিয়াছিলেন, যতক্ষণ না দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামীর ন্যায় তাহার সহিত সঙ্গম করে (ততক্ষণ হালাল হইবে না)।"

এমাম এবনো-হাজার আস্কালানি 'ফৎহোল-বারির ৯/২৯৪/২৯৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"ছাহাবা ওয়ায়মের এক মজলিশে তিন তালাক দিয়াছিলেন, হজরত এনকার করেন নাই, যদি উহা নিষিদ্ধ হইবে, তবে তিনি এনকার করিতেন।

হজরত আএশার হাদিছের স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে, একজন লোক এক মজলিশে তিন তালাক দিয়াছিল, (হজরত ইহার উপর এনকার করেন নাই।)"

ইহাতে বুঝা যায়, হজরতের স্থির সিদ্ধান্ত মতে এক মজলিশে তিন তালাক দিলে, তিন তালাক হইয়া থাকে।

প্রতি পক্ষগণ এস্থানে দুইটী হাদিছ পেশ করিয়া থাকেন। প্রথম আবুদাউদের হাদিছ—রোকানার পিতা আব্দ এজিদ রোকানার মাতাকে তালাক দিয়া মোজায়েনা বংশের একটী স্ত্রীলোকের সহিত নেকাহ করিয়াছিল। উক্ত স্ত্রীলোকটী হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হুজুর, আমার স্বামী পুরুষত্ব বিহীন, আমাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিন। তখন হজরত আব্দ এজিদকে তালাক দিতে আদেশ করিলেন, তিনি তালাক দিলেন। তৎপরে হজরত তাহাকে বলিলেন, তুমি রোকানার মাতা ও ভাইদিগকে ফিরাইয়া লও। ইহাতে তিনি বলিলেন আমি তাহাকে তিন তালাক দিয়াছি। হজরত বলিলেন, আমি উহা অবগত আছি, তুমি তাহাকে ফিরাইয়া লও। তৎপরে তিনি ছুরা তালাকের এই আয়ত পড়িলেন।

আবুদাউদ, ১/২৯৯/৩০০ পৃষ্ঠায়— يايها النبى ازاطلقتم النساء فطلقو هن لعد تهن

আমাদের উত্তর,—

আবুদাউদ এই হাদিছের জইফ হওয়া নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন, কেননা তিনি উহার ৩০০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছে,—

قال ابو داؤد وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن على بن يزيد بن ركانة عن ابيه عن جده ان طلق امرأته البتة فردها اليه النبى صلعم اصح لانهم ولد الرجل واهله اعلم به ان ركانة انما طلق امرأته البتة فجعلها النبى صلعم واحدة ٥

"আবু দাউদ বলিয়াছেন নাফে বেনে ওজাএর এবং আবদুল্লাহ বেনে আলি বেনে এজিদ বেনে রোকানা তাহার পিতা হইতে, তাঁহার দাদা হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, নিশ্চয় রোকানা নিজের স্ত্রীকে বলিয়াছিল, তোমাকে আলবাত্তা البتة তালাক দিলাম। তৎপরে নবি (ছাঃ) উক্ত স্ত্রীলোককে তাহার নিকট ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। এই

হাদিছটী প্রথম হাদিছ অপেক্ষা সমধিক ছহিহ, কেননা তাহারা (রাবিগণ) উক্ত ব্যক্তির বংশধর, তাহার পরিজন তৎসম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ যে, রোকানা আলবাত্তা শব্দে তালাক দিয়াছিল, এই হেতু হজরত উহাকে এক তালাক স্থির করিয়াছিলেন।"

এমাম নাবাবী ছহিহ মোছলেমের টীকার ১/৪৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

واما الرواية التى رواها المخالفون ان ركانة طلق ثلثا فجعلها واحدة فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين وانما الصحيح منها ما قد مناه انه طلقها البتة ولفظ البتة محتمل للواحدة وللثلاث ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد ان لفظ البتة يقتضى الثلاث فرواه بالمعنى الذى فهم وغلط فى ذلك ٥

"যে রেওয়াএতটী প্রতিপক্ষগণ উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, নিশ্চয় রোকানা তিন তালাক দিয়াছিল, তৎপরে নবি (ছাঃ) উহা এক তালাক স্থির করিয়াছিলেন, ইহা জইফ রেওয়াএত, কতকগুলি অপরিচিত লোক হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে। ছহিহ হাদিছটী ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, যে নিশ্চয় উক্ত রোকানা 'আলব্বাত্তাতা' শব্দে তাঁহার স্ত্রীকে তালাক দিয়াছিলেন। 'আলবাত্তা' শব্দে এক তালাক হইতে পারে, তিন তালাক হইতেও পারে। বিশেষ সম্ভব এই জইফ রেওয়াএত বর্ণনাকারী ধারণা করিয়াছিলেন যে, 'আলবাত্তা' শব্দে তিন তালাকই হইয়া থাকে, তিনি উহার যে অর্থ বুঝিয়া ছিলেন, সেই অর্থে রেওয়াএত করিয়াছিলেন, অথচ ইহাতে তিনি ভ্রম করিয়াছেন।"

কাজি শওকানি 'তাফছিরে ফৎহোল কদীরের ৫/২৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

قال الذهبي اسناده اه والخبر خطأ فان عبد يزيد لم يدرك الاسلام ٥

"জাহাবী বলিয়াছেন, এই হাদিছের ছনদ জইফ, হাদিছটী ভ্রান্তিমূলক কেননা আবদ এজিদ ইছলামের সময় প্রাপ্ত হইয়াছিল না।

তেরমেজি, ১/১৪০ পৃষ্ঠা,—

"রোকানা বলিয়াছেন, আমি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, সত্যই আমি আলাবাত্তাতা আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়াছি। ইহাতে হজরত বলিলেন, তুমি উহাতে কি নিয়ত করিয়াছিলে? আমি বলিলাম, এক তালাক। হজরত বলিলেন, খোদার কছম করিয়া বলিতে পার? আমি বলিলাম, খোদার কছম। হজরত বলিলেন, তুমি যাহা নিয়ত করিয়াছ।

ইহাতে স্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে যে, রোকানার হাদিছে তিন তালাকের কথা সত্য নহে।

মছনদে আহমদ, ১/২৬৫ পৃষ্ঠা,—

"মোহাম্মদ বেনে এছহাক বলেন, দাউদ বেনেল হোছাএন এবনো আব্বাছের মুক্ত গোলাম হইতে, তিনি এবনো আব্বাছ হইতে, তিনি বলিয়াছেন, রোকানা বেনে আবদ এজিদ-বনি মোত্তালেবের ভ্রাতা নিজের স্ত্রীকে এক মজলিশে তিন তালাক দিয়াছিলেন, তিনি ইহাতে মহা দুঃখিত হইয়াছিলেন। ইহাতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তুমি তাহাকে কিরূপ তালাক দিয়াছিলে? তিনি বলিলেন, আমি তাহাকে তিন তালাক দিয়াছি। হজরত বলিলেন, কি এক মজলিশে। তিনি বলিলেন, হাঁ। হজরত বলিলেন, উহা এক তালাক, তুমি যদি ইচ্ছা কর, তবে উহাকে ফিরাইয়া লও। তৎপরে তিনি তাহাকে ফিরাইয়া লইলেন।"

ফৎহোল-বারী, ৭/২৯০ পৃষ্ঠা,—

ان ابا داؤد رجح ان ركانة انما طلق امرأته البتة كما

اخرجه هو من طريق ال بيت ركانة وهو تعليل قوى لجواز ان يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث فقال طلقها ثلاثا فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس ٥

"নিশ্চয় আবুদাউদ প্রবল প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, নিশ্চয়ই রোকানা নিজের স্ত্রীকে 'আলবাত্তাতা' শব্দে তালাকা দিয়াছিলেন, যেরূপ তিনি উহা রোকানার বংশধরগণের ছনদে উল্লেখ করিয়াছেন। উহা প্রবল জওয়াব কেননা ইহা হইতে পারে যে, উহার কতক রাবি 'আলবাত্তাতা' শব্দের অর্থ তিন তালাক লইয়াছেন, এইহেতু বলিয়াছেন যে, তিনি তাহাকে তিন তালাক দিয়াছেন। এই নিগুঢ় তত্ত্বের জন্য এবনো-আব্বাছের হাদিছ দ্বারা দলীল গ্রহণ রহিত হইয়া যাইবে।"

এমাম নাবাবী ছহিহ মোছলেমের টীকায় ১/৪৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, —

প্রতিপক্ষগণ বলিয়াছেন, হজরত এবনো-ওমার নিজের স্ত্রীকে হায়েজের সময় তিন তালাক দিয়াছিলেন। উহাকে তালাক বলিয়া গণনা করা হয় নাই। (ইহা ছহিহ নহে), তৎসম্বন্ধে ছহিহ রেওয়াএত যাহা মোছলেম প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন, উহা এই যে, তিনি নিজের স্ত্রীকে এক তালাক দিয়াছিলেন।"

এমাম জাহবী 'মিজানোল-এতেদালে'র ৩/২১/২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, —

"দারকুৎনি ও এহইয়াকাত্তান বলিয়াছেন, মোহাম্মদ বেনে এছহাক যুদ্ধ বৃত্তান্ত অনেক মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন। এবনো-মইন বলিয়াছেন, তাহার হাদিছ দলীল নহে। নাছায়ি প্রভৃতি বলিয়াছেন, তিনি সবল নহেন (জইফ)। দারকুৎনি বলিয়াছেন, তাহার হাদিছ প্রামাণ্য নহে। আবুদাউদ বলিয়াছেন, তিনি কাদরিয়া ও মো'তাজেলা

ছিলেন। ছোলায়মান তয়মি বলেন, তিনি মিথ্যাবাদী। হেশাম বেনেওরওয়া বলিয়াছেন, তিনি মিথ্যাবাদী। এমাম মালেক তাহাকে মিথ্যা দোষে দোষান্বিত বলিয়াছেন। এহইয়া বেনে-ছইদ আনছারি তাহার উপর দোষারোপ করিতেন। এমাম মালেক তাহাকে দাজ্জাল বলিয়াছেন। এবনো ওয়ায়না বলিয়াছেন, লোকে তাহাকে কদরিয়া বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন। মছনদে-আহমদের হাদিছের একজন রাবি মোহম্মদ বেনে এছহাক, তাঁহার জইফ হওয়া প্রতিপন্ন হইল।

এই হাদিছের অন্য এক রাবির নাম দাউদ বেনেল হোছাএন, আলি বেনে মদিনি বলিয়াছেন, দাউদ একরামা হইতে যাহা রেওয়াত করেন, উহা জইফ। এবনো-ওয়ায়না বলিয়াছেন, আমরা দাউদের হাদিছ হইতে পরহেজ করিতাম। আবুজোরয়া তাহাকে জইফ বলিয়াছেন। আবুহাতেম বলিয়াছেন তিনি জইফ। আবুদাউদ বলিয়াছেন, তিনি একরামা হইতে যে হাদিছগুলি রেওয়াএত করিয়াছেন, তৎসমস্ত জইফ। এবনো হাব্বান বলিয়াছেন, দাউদ খারিজিদের মত ধারন করিতেন। ছাজি বলিয়াছেন, তাহার হাদিছ জইফ, তিনি খাবেছি মতধারি। জওজাকানি বলেন, লোকে তাহার হাদিছ পছন্দ করেন নাই।

পাঠক, উক্ত হাদিছের দুই জন রাবি জইফ, ঐ হাদিছ ছহিহ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারেনা।

ছোনানে-দারকুৎনি ২/৪২৭ পৃষ্ঠা,—

আবুজ্জোবাএর বলিয়াছেন, আমি এবনো-ওমারের নিকট উক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, যে নিজের স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তিন তালাক দিয়াছিল। ইহাতে তিনি বলিলেন, তুমি কি এবনো-ওমরকে জান? আমি বলিলাম, হাঁ। তখন তিনি বলিলেন, আমি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর জামানায় নিজের স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তিন তালাক দিয়া ছিলাম। ইহাতে তিনি তাহাকে ছুন্নতের দিকে ফিরাইয়া ছিলেন।"

هؤلاء كلهم من الشيعة والمحفوظ ان ابن عمر طلق امرأته واحدة فى الحيض ٥

"দারকুৎনি বলিয়াছেন, এই হাদিছের রাবিগণ সমস্তই শিয়া, ছহিহ হাদিছ এই যে, নিশ্চয় এবনো-ওমার নিজের স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় এক তালাক দিয়াছিলেন।"

প্রতিপক্ষগণ ছহিহ মোছলমের এই হাদিছটী প্রমাণ স্বরূপ পেশ করিয়া থাকেন, হজরত এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ ও আবুবকরের জামানায় ও ওমারের খেলাফতের দুই বৎসর পর্য্যন্ত তিন তালাক এক তালাক ছিল।

আমাদের উত্তর,—

যদি হজরত নবী (ছাঃ) হজরত আবুবকরের জামানায় ও হজরত ওমারের খেলাফতের দুই বৎসর পর্য্যন্ত তিন তালাক এক তালাক হইত, তবে ইহার প্রমাণ হজরতের লক্ষ লক্ষ হাদিছে পাওয়া যাইত, লক্ষাধিক ছাহাবার মধ্যে কেহ এইরূপ বলেন নাই যে, উক্ত দীর্ঘ সময়ে তিন তালাক এক তালাক হইত। হজরতের কোন কওলি হাদিছে একথা নাই যে, তিন তালাকে এক তালাক হইবে। হজরতের ফে'লি হাদিছে নাই যে তিনি তিন তালাক দিয়া স্ত্রীকে ফিরাইয়া লইয়াছিলেন। কোন তকরিরে হাদিছে নাই যে, তাঁহার জ্ঞাতসারে কেহ নিজের স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়া ফিরাইয়া লইয়াছিলেন, অথচ ইহার প্রতি এনকার করেন নাই। ইহা কেবল হজরত এবনো আব্বাছের কেয়াছি কথা, তিনি এই রায়ে ভ্রম করিয়াছেন।

এইরূপ ভ্রমের নজির হাদিছ গ্রন্থে আরও আছে,—

ছহিহ মোছলেম ১/৪৫১ পৃষ্ঠা,—

فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلعم وابى بكر و عمر ٥

তৎপরে জাবের বেনে আবদুল্লাহ বলিয়াছেন, আমরা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) অবুবকর ও ওমারের জামানায় মো'তা নেকাহ করিতাম।

আরও জাবের বেনে আবদুল্লাহ বলিয়াছেন, আমরা এক মুষ্টি খোর্ম্মা ও ময়দা দ্বারা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবুবকরের জামানায় মো'তা নেকাহ করিতাম, এমন কি ওমার উহা নিষেধ করিয়াছিলেন।

ছহিহ (বাখারি, ২/৭৬৭ পৃষ্ঠা,—

عن ابن جمرة قال سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص ٥

আবিজামরা বলিয়াছেন, আমি শ্রবণ করিয়াছি, এবনো আব্বাছ স্ত্রীলোকদিগের সহিত মো'তা নেকাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, ইহাতে তিনি অনুমতি দিয়াছিলেন।

মছনদে আহমদ, ১/৩৩৭ পৃষ্ঠা,—

عن ابن عباس قال تمتع النبي صلعم فقال عروة بن الزبير نهى ابوبكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس ما يقول عروية قال يقول نهى ابوبكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس اواهم سيهلكون اقول قال النبى صلى الله عليه وسلم ويقول نهى ابوبكر و عمر ٥

এবনো আব্বাছ বলিয়াছেন, নবি (ছাঃ) মো'তা নেকাহ করিয়াছিলেন, ইহাতে ওরওয়া বেনে জোবাএর বলিলেন, আবুবকর ও ওমার মো'তা নিষেধ করিয়াছেন। ইহাতে এবনো আব্বাছ বলিলেন, ওরওয়া কি বলেন? রাবি বলেন, ওরওয়া বলিতেছেন, আবুবকর ও ওমার মো'তা নিষেধ করিয়াছেন। তৎশ্রবণে এবনো আব্বাছ বলিলেন, আমরা ধারণা করি, অচিরে তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, কেননা আমি

বলিতেছি, নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন। আর ওরওয়া বলেন আবুবকর ও ওমার নিষেধ করিয়াছেন।”

ছহিহ বোখারি, ২/৭৬৭ পৃষ্ঠা,—

ان عليا رضى الله عنه قال لابن عباس ان النبى صلعم نهى عن المتعة قال ابو عبد الله وقد بينه على عن النبي صلعم انه منسوخ ٥

“নিশ্চয় আলি (রাঃ) এবনো আব্বাছকে বলিয়াছিলেন, সত্যই নবি (ছাঃ) মো’তা নিষেধ করিয়াছিলেন। আবু আবদুল্লাহ (বোখারি) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আলি নবি (ছাঃ) হইতে উহা মনছুখ হওয়ার কথা বর্ণনা করিয়াছেন।”

পাঠক, কিছু অর্থ দিয়া কয়েক দিবসের জন্য নেকাহ করাকে মো’তা নেকাহ বলে। হজরত উহার অনুমতি দিয়াছিলেন, অবশেষে উহা নিষেধ করিয়াছিলেন।

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, হজরত নবি (ছাঃ) এর জামানাতে উহা নিষিদ্ধ হইয়াছিল, কাজেই হজরত জাবের বেনে আবদুল্লাহ ছাহাবার এই দাবি যে, আবুবকর ও ওমারের জামানা পর্য্যন্ত মোতা নেকাহ করা হইত ইহা ভ্রান্তিমূলক কথা হইল। আর মছনদে আহমদের রেওয়াএতে বুঝা যায় যে, হজরত আবুবকর ও ওমার উহা নিষেধ করিতেন, তবে তাহাদের জামানায় উহা প্রচলিত থাকার অর্থ কি?

হজরত এবনো আব্বাছ উহা হজরতের কথা বলিয়া যে দাবি করিয়াছেন তাহাও ভ্রান্তিমূলক। ইহা হজরত আলির হাদিছ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

পাঠক, এক্ষণে আসুন, হজরত এবনো আব্বাছ (রাঃ) এর এই দাবি যে হজরত নবি (ছাঃ) ও হজরত আবুবকরের জামানায় ও হজরত ওমারের খেলাফতের দুই বৎসর পর্য্যন্ত তিন তালাক, এক তালাক ছিল ইহা তাঁহার ভ্রান্তিমূলক কেয়াছ, যেরূপ মো’তা সম্বন্ধে

তাঁহার মত ভ্রান্তিমূলক। তাঁহার এই ভ্রান্তি তাঁহার নিজের ফৎওয়া ও অন্যান্য ছাহাবাগণের ফৎওয়া দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।

মোয়াত্তায় মালেক ১৯৯ পৃষ্ঠা,—

ان رجلا قال لابن عباس انى طلقت امراتى مائة تطليقة فماذا ترى على فقال له ابن عباس طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها ايات الله هزوا ٥

"এক ব্যক্তি এবনো আব্বাছকে বলিল, নিশ্চয় আমি আমার স্ত্রীকে এক শততালাক দিয়াছি। আপনি আমার সম্বন্ধে কি ধারণা করেন? ইহাতে (হজরত) এবনো আব্বাছ তাহাকে বলিলেন, সেই স্ত্রীলোকটী তোমা হইতে তিন তালাক হইয়া গিয়াছে। আর তুমি ৯৭ তালাক দ্বারা আল্লাহতায়ালার আয়তগুলিকে বিদ্রুপ করিয়াছ।

আরও উক্ত পৃষ্ঠা,—

ان رجلا جاء الى عبد الله بن مسعود فقال انى طلقت امرأتى بمائتى تطليقات فقال ابن مسعود فماذا قيل لك قال قيل انها قد بانت منى فقال ابن مسعود صدقوا ٥

"নিশ্চয় এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ বেনে মছউদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, সত্যই আমি আমার স্ত্রীকে দুই শত তালাক দিয়াছি, ইহাতে এবনো মছউদ বলিলেন, তোমার সম্বন্ধে কি ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে? সে ব্যক্তি বলিল, ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে যে, নিশ্চয় উক্ত স্ত্রীলোকটী আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তখন এবনো মছউদ বলিলেন, তাঁহারা সত্য কথা বলিয়াছেন।"

আবুদাউদ ১/৩০০ পৃষ্ঠা,—

عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل

فقال انه طلق امرأته ثلاثا قال فسكت حتى ظننت انه رادها اليه ثم قال ينطلق احدكم فيركب المحموته ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وان الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا عصيت ربك وبانت منك امراتك ٥

"মোজাহেদ বলিয়াছেন, আমি এবনো আব্বাছের নিকট ছিলাম, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, নিশ্চয় সে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়াছে। মোজাহেদ বলেন, তিনি নিস্তব্দাবস্থায় থাকিলেন, এমন কি আমি ধারণা করিলাম যে, নিশ্চয় উক্ত স্ত্রীলোকটীকে তাহার নিকট ফিরাইয়া দিবেন। তৎপরে তিনি বলিলেন, তোমাদের একজন চলিয়া গিয়া নির্ব্বোধের কার্য্য করে, পরে বলিতে থাকে, হে এবনো-আব্বাছ, হে এবনো-আব্বাছ। নিশ্চয় আল্লাহ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাহার নিস্কৃতির পথ স্থির করেন। সত্যই তুমি আল্লাহকে ভয় কর নাই, কাজেই আমি তোমার নিস্কৃতির পথ পাইতেছি না, তুমি আল্লাহর আদেশ অমান্য করিয়াছ এবং তোমার স্ত্রী তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।"

আবুদাউদ বলিয়াছেন, (১) হামিদ আ'রাজ প্রভৃতি মোজাহেদ হইতে, তিনি এবনো আব্বাছ হইতে (২) শো'বা, আমর বেনে মোরা হইতে তিনি ছইদ বেনে জোবাএর হইতে, তিনি এবনো আব্বাছ হইতে (৩) আইউব ও এবনো-জোরাএজ, একরামা বেনে খালেদ হইতে তিনি ছইদ বেনে-জোবাএর হইতে, তিনি এবনো আব্বাছ হইতে, (৪) এবনো-জোরাএজ, আবদুল-হামিদ বেনে রাফে হইতে, তিনি আতা হইতে, তিনি এবনো-আব্বাছ হইতে, (৫) আ'মাশ মালেক বেনেল হারেছ হইতে, তিনি এবনো-আব্বাছ হইতে, (৬) এবনো-জোরাএজ, আমর বেনে দীনার হইতে তিনি এবনো-আব্বাছ

হইতে তাঁহারা সকলেই তিন তালাক সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, নিশ্চয় উক্ত এবনো-আব্বাছ উক্ত তিন তালাক জায়েজ রাখিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, উক্ত স্ত্রীলোক তোমা হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে, যেরূপ এছমাইল, আইউব ও আবদুল্লাহ বেনে কছিরের হাদিছে বুঝা যায়। আবুদাউদ বলিয়াছেন, হাম্মাদ বেনে জায়েদ আইউব হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি একরামা হইতে, তিনি এবনো-আব্বাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—যদি কেহ একই শব্দে বলে, তুমি তিন তালাক, তবে এক তালাক হইবে।

এছমাইল বেনে এবরাহিম, আইউব হইতে, তিনি একরামা হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, উহা একরামার কথা, তিনি এবনো আব্বাছের নাম উল্লেখ করেন নাই, উহা একরামার কথা স্থির করিয়াছেন। আবুদাউদ বলেন.........এবনো আব্বাছ, আবুহোরায়রা ও আবদুল্লাহ বেনে আমর বেনেল আছ একটী কুমারীর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, যদি তাহার স্বামী তাহাকে তিন তালাক দেয়। তাহারা সকলেই বলিলেন, যতক্ষণ সেই স্ত্রীলোকটী অন্য স্বামীর, সহিত নেকাহ (ও সঙ্গম) না করে, ততক্ষণ প্রথম স্বামীর পক্ষে হালাল হইবে না।

এমাম মালেক উহা এবনো-আব্বাছ ও আবুহোরায়রার ফৎওয়া বলিয়াছেন। আবুদাউদ বলিয়াছেন, এবনো-আব্বাছের মত এই যে, তিন তালাকীয় স্ত্রী স্বামী সঙ্গম করিয়া থাকুক, আর নাই থাকুক, স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, সে যতক্ষণ অন্য স্বামীর সহিত নেকাহ (ও সঙ্গম) না করে, প্রথম স্বামীর পক্ষে হালাল হইবে না। ইহা স্বর্ণ রৌপ্য বিক্রয়ের মছলার তুল্য, এসম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়া পরে উহা হইতে রুজু করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি প্রথমতঃ তিন তালাকে এক তালাক হওয়া মত ধারণ করিতেন, পরে উহা হইতে রুজু করিয়া তিন তালাক হওয়ার মত ধারণ করিয়াছিলেন।''

আবুদাউদ, এবনে আব্বাছ হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন, স্বামী সঙ্গম করিবার পূর্ব্বে স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে, এক তালাক হইবে।

আওনোল-মা'বুদ, ২/২২৮ পৃষ্ঠা, —

قال المنذرى الرواه عن طاؤس مجاهيل ٥

"মোঞ্জরি বলিয়াছেন, তাউছের পরের রাবিগণ অপরিচিত অর্থাৎ উক্ত হাদিছটী জইফ।"

ইতিপূর্ব্বে হজরত এবনো আব্বাছ, আবুহোরয়রা ও আবদুল্লাহ বেনে আমরের ফৎওয়া উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কুমারীকে তিন তালাক দিলে তিন তালাক হইবে।

মোয়াত্তায় মালেকের ২০৭/২০৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

মোহাম্মদ বেনে-এয়াছ বলিয়াছেন,এক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে সঙ্গম করার পূর্ব্বে তিন তালাক দিয়াছিল, তৎপরে সে তাহার সহিত নেকাহ করার সঙ্কল্প করিয়া ফৎওয়া জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিল, আমি তাহার সঙ্গে তাহার পক্ষ হইতে জিজ্ঞাসা করিতে রওয়ানা হইলাম। সে ব্যক্তি আবদুল্লাহ-বেনে-আব্বাছ ও আবুহোরায়রাকে এতদসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল। ইহাতে তাহারা উভয়ে বলিলেন, যতক্ষণ না সেই স্ত্রীলোকটী অন্য স্বামীর সহিত নেকাহ (ও সঙ্গম) না করে, ততক্ষণ তোমার পক্ষে নেকাহ জায়েজ ধারণা করিও না। সে ব্যক্তি বলিল উহাকে এক তালাক দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল। এবনো-আব্বাছ বলিলেন, যে অতিরিক্ত কার্য্য তোমার হস্তে ছিল তুমি তাহা ছাড়িয়া দিয়াছ।

আতা বেনে এছার বলিয়াছেন একটী লোক আবদুল্লাহ বেনে-আমর বেনেল আছের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, এক ব্যক্তি সঙ্গম করার পূর্ব্বে নিজের স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়াছে, ইহার ব্যবস্থা কি? আতা বলেন, আমি বলিলাম, কুমারীর তালাক এক হইয়া থাকে। তখন আবদুল্লাহ বেনেল-আমর বেনেল-আছ আমাকে বলিলেন, তুমি কেবল ওয়াজকারী, (কেতাবের জ্ঞান তোমার নাই), এক তালাকে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে, আর তিন তালাক তাহাকে হারাম

করিয়া দেয়—যতক্ষণ সে অন্য স্বামীর সহিত নেকাহ ও সঙ্গম না করে।

এইরূপ তিনি এবনো-আব্বাছ ও আবু হোরায়রা হইতে উল্লেখ করিয়াছেন।

এমাম আবু জা'ফর তাহাবী-শরহে-মায়ানিয়োগ-আছালের ২/৩৩/৩৪ পৃষ্ঠা লিখিয়াছেন,—

এক ব্যক্তি এবনো-আব্বাছ আবু হোরায়রা এবনো-ওমারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কুমারীকে তিন তালাক দিলে কি হইবে? তাহারা সকলেই বলিলেন, হারাম হইয়া যাইবে। হজরত আবদুল্লাহ বেনে-মছউদ ও আনাছ এইরূপ তিন তালাক হওয়ার ফৎওয়া দিতেন। এমদাদোল-ফাতাওয়ার ২/৬০ পৃষ্ঠায় ও মজমুয়া ফৎওয়ার লাক্ষ্ণৌবির ২/২৮ পৃষ্ঠায় ওবাদা বেনে-ছামেত, ওছমান ও আলি (রাঃ) হইতে মছনদে আবদুর রাজ্জাকের বরাতে তিন তালাক হওয়ার ফৎওয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

ছোনানে-দারকুৎনি ২/৪৩০ পৃষ্ঠা,—

ان عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الاصبغ الكلبية وهى ام ابى سلمة ثلث تطليقات فى كلمة واحدة فلم يبلغنا ان احدا من اصحابه عاب ذلك ٥

"নিশ্চয় আবদুর রহমান বেনে আওফ নিজের স্ত্রীকে আবু ছালমার মাতা তামাজোর বেন্তে এছবাগ কলবিয়াকে একেবারে তিন তালাক দিয়াছিলেন, হজরতের ছাহাবাগণের মধ্যে কেহই উহার উপর দোষারোপ করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা অবগত হই নাই।"

ان حفص بن المغيرة طلق امرأته فاطمة بنت قيس على عهد رسول الله صلعم ثلث تطليقات فى كلمة

واحدة فابانها منه النبی صلعم ولم يبلغنا ان النبی صلعم عاب ذلك عليه ٥

"নিশ্চয় হাফছবেনেল মোগিরা নিজের স্ত্রী ফাতেমা ও কয়েছকে নবি (ছাঃ) এর জামানায় একেবারে তিন তালাক দিয়াছিলেন, ইহাতে নবি (ছাঃ) তাহার স্বামী হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছিলেন এজন্য নবি (ছাঃ) যে তাহার উপর দোযারোপ করিয়াছিলেন বলিয়া অমরা অবগত নহি।"

আরও ৪৩৩ পৃষ্ঠা,—

جاء رجل الی علی بن ابی طالب فقال انی طلقت امرأتی الفا قال علی یحرمها علیك ثلث وسائرهن اقسمهن بین نساءك ٥

"এক ব্যক্তি আলি বেনে আবিতালেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, সত্যই আমি আমার স্ত্রীকে সহস্র তালাক দিয়াছি। আলি বলিলেন, তিন তালাকে তাহাকে তোমার উপর হারাম করিয়া দিবে। অবশিষ্টগুলিকে তোমাদের স্ত্রীদিগের মধ্যে বন্টন করিয়া দিব।

হজরত ওমর এক মজলিশে তিন তালাক দিলে, তিন তালাক হওয়ার ফৎওয়া ছাহাবাগণের সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছিলেন, কোন ছাহাবা ইহার প্রতিবাদ করেন নাই, ইহাতে বুঝা যায় যে, হজরত নবি (ছাঃ) ও হজরত আবুবকরের জামানায় এক মজলিশে তিন তালাক দিলে, এক তালাক হওয়ার ব্যবস্থা ছিল না, নচেৎ এত বড় বড় ছাহাবা কি তিন তালাক হওয়ার ফৎওয়া দিতেন?

এমাম নাবাবী ছহিহ মোছলেমের টীকার ১/৩৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলেন,—

শাফেয়ি, মালেক, আবু হানিফা, আহমদ ও প্রাচীন ও পরবর্ত্তী অধিক সংখ্যক বিদ্বান উহাতে তিন তালাক হওয়ার মত ধারণ

করিয়াছেন।

এমাম বদরদ্দিন ছহিহ বোখারির টীকার ৯/৫৯৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"আওজায়ি, নখয়ি, ছওরি, চারি এমাম ও তাঁহার শিষ্যগণ, এছহাক,আবুছওর, আবু ওবাএদ, অন্যান্য বহু সংখ্যক বিদ্বান, বরং অধিকাংশ তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়ি বলিয়াছেন, এক মজলিশে তিন তালাক দিলে, তিন তালাক হইবে, কিন্তু গোণাহগার হইবে। তাঁহারা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইহার বিরুদ্ধাচরণ করে, সে ছুন্নত-অল্-জামায়াতের বিরুদ্ধবাদী। বেদয়াতি দল ও নগণ্যদল ইহা অবলম্বন করিয়াছে, কেননা এইরূপ ব্যক্তি এইরূপ বিরাটদলের পথ হইতে বহির্গত হইয়া পড়িল যে, তাঁহাদের একযোগে কোরান ও হাদিছ পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব।

এক্ষণে স্বীকার করিতে হইবে যে, ছহিহ মোছলেমে উল্লিখিত এবনো-আব্বাছের রেওয়াএত হয় বাতীল, না হয় উহার অন্য প্রকার অর্থ হইবে।

আল্লামা এবনো-হাজার 'ফৎহোল-বারির ৭/২৯১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

الجواب الثانی دعوی شذوذ روایته طاوس وهی طریقة البیهقی فانه ساق الروایات عن ابن عباس بلزوم الثلاث ثم نقل عن ابن المنذر انه لایظن بابن عباس انه یحفظ عن النبی شیأ ویفتی بخلافه فیتعین المصیر الی الترجیح والاخذ بقول الاکثر اولی من الاخذ بقول الواحد اذا خالفهم وقال ابن العربی هذا حدیث مختلف فی صحته فکیف یقدم علی الاجماع قال ویعارضه حدیث

محمود بن بعيد يعني الذى نقدم ان النسائي اخرجه فان فيه التصريح بان الرجل طلق ثلاثا مجموعة ولم يرده النبي صلعم ٥

দ্বিতীয় জওয়াব-এমাম বয়হকি বলিয়াছেন, এবনো-আব্বাছ হইতে তাউছ যে রেওয়াএত করিয়াছেন, উহা শাজ্জ شاذ কেননা তিনি এবনো আব্বাছ হইতে তিন তালাক হওয়া সংক্রান্ত অনেক রেওয়াএত বর্ণনা করিয়াছেন, তৎপরে তিনি এবনোল-মোঞ্জর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, (হজরত) এবনো-আব্বাছ সম্বন্ধে এরূপ ধারণা করা যাইতে পারে না যে, তিনি নবি (ছাঃ) হইতে একটী বিষয় স্মরণ করতঃ উহার বিপরীত ফৎওয়া দিবেন, কাজেই এস্থলে তরজিহ্, দেওয়ার পন্থা অবলম্বন করা নির্দ্ধারিত হইবে। একজনের মত গ্রহণ করা অপেক্ষা অধিকাংশের মত গ্রহণ করা শ্রেয়ঃ-যখন সেই একজন তাহাদের বিপরীত বলেন। এবনোল আরাবী বলিয়াছেন, এই ছহিহ মোছলেমের মত ছহিহ কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, কাজেই উহা এজমা অপেক্ষা সমধিক অগ্রগণ্য হইবে কিরূপে?

নাছায়ি, মাহমুদ বেনে লাবিদের হাদিছে রেওয়াএত করিয়াছেন, এক ব্যক্তি এক মজলিশে তিন তালাক দিয়াছিল, হজরত উহা রদ করিয়া দেন নাই।"

চতুর্থ মোজতারেব হওয়ার দাবি

আরও ফৎহোল-বারি, উক্ত খণ্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা,—

الجواب الرابع دعوى الاضطراب قال القرطبى في المفهم وقع فيه مع الاختلاف على ابن عباس الاضطراب في لفظه وظاهر سياقه يقتضي النقل عن جميعهم ان معظمهم كانوا يرون ذلك والعادة في مثل ذلك ان يفشو

الحكم و ينتشر فكيف ينفرد به واحد عن واحد قال فهذا يقضي التوقف عن العمل بظاهره ان لم يقتض القطع يبطلانه ٥

"কোরতবি মোফহেমে বলিয়াছেন, একেত এবনো-আব্বাছ হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কথা রেওয়াএত করা হইয়াছে, দ্বিতীয় উহার শব্দের অসামঞ্জস্য হেতু মোজতাবের নামে আঘাত হইয়াছে। উক্ত হাদিছের ভাবা প্রবাহে বুঝা যায় যে, তিনি যখন সমস্ত ছাহাবার অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন, তখন অধিকাংশ ছাহাবার মত তাহাই হইবে। এইরূপ ঘটনায় স্বভাবতঃ হুকুমটী সর্ব্বজন বিদিত ও অতি প্রসিদ্ধ হইবে, এইরূপ ক্ষেত্রে কেবল একজন হইতে এক জনের রেওয়াত করা কিরূপে যুক্তি সঙ্গত হইবে। যদিও নিশ্চিতরূপে এই হাদিছটী বাতীল হওয়া প্রতিপন্ন হয় না, তথাচ ইহার প্রকাশ্য অর্থের প্রতি আমল করা রহিত হইয়া যাইবে।"

অর্থাৎ এবনো-আব্বাছের এক শিষ্য তাউছ এক মজলিশে তিন তালাক দিলে, এক তালাক হওয়া এবনো-আব্বাছের মত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আবার তাঁহার শিষ্য মোজাহেদ, ছইদ বেনে জোবাএর, আতাবেনে-ইয়াছার, মালেক বেনেল-হারেছ, আমর বেনে দীনার, মোহম্মদ বেনে ইয়াছ, মোয়াবিয়া বেনে আবিআইয়াশ বলিয়াছেন, তাঁহার মতে এক মজলিশে তিন তালাক দিলে, তিন তালাক হইবে। মোয়াত্তা, আবু দাউদ ও মায়ানিয়োল-আছার দ্রষ্টব্য।

হাম্মাদ বেনে জায়েদ বলেন, হজরত এবনো-আব্বাছের মতে এক মজলিশে তিন তালাক দিলে, এক তালাক হইবে। আর এছমাইল বেনে এবরাহিম বলিয়াছেন, উহা এবনো-আব্বাছের মত নহে, বরং একরামার মত।

মোকাদ্দামায় শেখ আবদুল হক, ৪ পৃষ্ঠা,—

والشاذ ما روى مخالفا لما رواه الثقات وان كان ثقة فسبيله الترجيح بمزيد حفظ و ضبط او كثرة عدد و وجوه اخر من الترجيحات فالراجح يسمى محفوظا والمرجوح شاذا ٥

"বিশ্বাসী লোকেরা যাহা রেওয়াএত করিয়াছেন, ইহার বিপরীত যাহা রেওয়াএত করা হইয়াছে, উহাকে শাজ্জ বলা হয়। যদি এই হাদিছের রাবী বিশ্বাসী হয়, তবে উভয়ের মধ্যে প্রবলটী স্থির করিতে হইবে, যাহার স্মৃতিশক্তি, হাদিছ আয়ত্ত করার শক্তি বেশী, কিম্বা যে হাদিছের রাবিগণের সংখ্যা অধিক, ইত্যাদি দ্বারা একটী প্রবল স্থির করিতে হইবে, প্রবলটী তোফানুজ বলা হয়, দুর্ব্বলটীকে শাজ্জ বলা হয়।

এইস্থলে একা তাউছের এক প্রকার রেওয়াএত পক্ষান্তরে বহু রাবিদের অন্য প্রকার রেওয়াএত, সকল রাবি বিশ্বাসী, এই হেতু তিন তালাককে এক তালাক হওয়ার রেওয়াএত মরজুহ (দুর্ব্বল) ও শাজ্জ।

অছুলে জোর-জোরজানির ১ পৃষ্ঠায় ছহিহ হাদিছের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে,—

هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله و سلم عن شذوذ وعلة ٥

ইহাতে বুঝা যায়, শাজ্জ হাদিছ ছহিহ হইতে পারে না।

আবার ছহিহ মোছলেমের ১/৪৭৭ পৃষ্ঠায় আছে, হজরত নবি (ছাঃ) ও আবুবকরের জামানায় ও ওমারের খেলাফতের দুই বৎসর পর্য্যন্ত তিন তালাক এক তালাক ছিল।

উহার ১/৪৭৮ পৃষ্ঠায় আছে, হজরত নবি (ছাঃ)ও আবু বকরের জামানায় ও ওমারের খেলাফতের তিন বৎসর পর্য্যন্ত তিন তালাক এক তালাক ছিল।

মোছনাদে আহমদের ১/৩১৪ পৃষ্ঠায় দুই বৎসরের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

শাজারির ২/১০০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, ওমারের খেলাফতের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এইরূপ ছিল। ইহাতে বুঝা যায়, হজরত আবুবকরের খেলাফতের পরেই ওমারের খেলাফত আরম্ভ হইলেই উহার পরিবর্ত্তন হয়, ইহাতে দুই তিন বৎসর বুঝা যায় না।

ছহিহ মোছলেমের ১/৪৭৮ পৃষ্ঠায় আছে,—

"হজরত নবি (ছাঃ) ও আবুবকরের জামানায় তিন তালাক এক তালাক ছিল, ওমারের জামানায় লোকেরা তালাকে বাড়াবাড়ি করিলে, তিন তালাকের ব্যবস্থা দিলেন।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, ওমারের জামানায় তিন তালাক এক তালাক ছিল না।

এইরূপ শব্দের বিভিন্ন ভাব হইলে, হাদিছ মোজতারাব নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় ছহিহ মোছলেমের হাদিছে বুঝা যায় যে, স্বামী সঙ্গম করুক, আর না করুক, উভয় প্রকার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে এক তালাক হয়।

আবার আবু দাউদের হাদিছে আছে,—

اذا طلق امرائه ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة علي عهد رسول الله صلعم و ابي بكر و صدرا من امارة عمر ٥

"যদি কেহ নিজের স্ত্রীকে তাহার সহিত সঙ্গম করার পূর্ব্বে তিন তালাক দেয়, তবে তাহারা উহাকে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও

আবুবকরের জামানায় ও ওমারের খেলাফতের প্রারম্ভে এক তালাক স্থির করিতেন।''

আবু দাউদ, ১/৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ইহাতে বুঝা যায়, যে স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করা হইয়াছে, তাহার ব্যবস্থা ইহা নহে। অর্থাৎ তিন তালাক হইবে।

পক্ষান্তরে আবু দাউদের ১/২৯৮ পৃষ্ঠায় আছে,—

عن ابن عباس قال و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قرؤ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن الاية وذلك ان الرجل كان اذا طلق امرأته فهو احق برجعتها وان طلقها ثلثا فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان الآية ٥

এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন,—''তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোকেরা তিন ঋতুপর্য্যন্ত নিজেদিগকে বিরত রাখিবে এবং আল্লাহ তাহাদের জরায়ুতে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা গোপন করা তাহাদের পক্ষে জায়েজ নহে।'' এই আয়তে বুঝা যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি নিজের স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে সে যদিও তাহাকে তিন তালাক দেয়, তবু তাহাকে ফিরাইয়া লইতে সমধিক যোগ্য পাত্র। তৎপরে উহা মনছুখ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এই হেতু আল্লাহ বলিয়াছেন, ''তালাক দুইবার (শেষ পর্য্যন্ত)।''

ইহাতে বুঝা যায় যে, কোন স্ত্রীলোককে সঙ্গমের পূর্ব্বে বা পরে তিন তালাক দিলে, ফিরাইয়া লওয়ার ব্যবস্থা তাঁহার মতে হজরতের জামানায় কোরানের আয়ত দ্বারা মনছুখ হইয়া গিয়াছে। হজরত এবনো-আব্বাছ ইহা প্রথমতঃ অবগত না হওয়ার জন্য এক তালাকের ব্যবস্থা করা প্রচার করিতেন, পরে ইহা অবগত হইয়া তিন তালাকের ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছিলেন।

ফৎহোল-বারি, উক্ত খণ্ড, ২৯১ পৃষ্ঠা—

الثالث دعوى النسخ فنقل البيهقي عن الشافعي انه
يكون ابن عباس علم شيأ نسخ ذلك قال البيهقي ويقويه
ما اخرجه ابو داؤد من طريق يزيد النحوي عن عكرمة
عن ابن عباس قال كان الرجل اذا طلق امرأته فهو احق
برجعتها وان طلقها ثلاثا فنسخ ذلك ه

তৃতীয়, মনছুখ হওয়ার দাবী—বয়হকি, শাফেয়ি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, ইহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় যে, এবনো-আব্বাছ উহা মনছুখ হওয়া সংক্রান্ত কোন সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন। বয়হকি বলিয়াছেন, আবু দাউদ এজিদ নহবি, একরামা ও একরামার ছনদে যে রেওয়াএত করিয়াছেন, উহা এই মতের সমর্থন করে। উক্ত এবনো আব্বাছ বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি যখন নিজের স্ত্রীকে তালাক দেয়, তখন সে তাহাকে ফিরাইয়া লইতে সমধিক যোগ্য পাত্র-যদিও তাহাকে তিন তালাক দিয়া থাকে, তৎপরে ইহা মনছুখ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এমাম নাবাবী লিখিয়াছেন, মাজুরী বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রকৃত ঘটনা অবগত নহে, সেই ব্যক্তি ধারণা করিয়া থাকে যে, ইহা এক সময় ছিল, পরে মনছুখ হইয়াছে ইহা মস্ত ভ্রম, কেননা ওমার (রাঃ) মনছুখ করিতে পারেন না, খোদা না করুন, যদি তিনি মনছুখ করিতেন, তবে ছাহাবাগণ তাঁহার উপর এনকার করিতে অগ্রসর হইতেন। আর যদি এইরূপ দাবিকারী এইরূপ ধারণা করে যে, নবি (ছাঃ) এর জামানায় মনছুখ হইয়াছিল, তবে ইহা অসম্ভব নহে, কিন্তু হাদিছে স্পষ্টভাবে ইহা বুঝা যায় না, কেননা যদি ইহা হইত, তবে ইহা রাবির পক্ষে আবুবকরের খেলাফত কালে ও ওমারের খেলাফতের কতক সময়ে উক্ত হুকুম বাকী থাকার সংবাদ দেওয়া জায়েজ হইত

না। যদি বলা হয়, কখন চাহাবাগণ মনছুখ হওয়ার প্রতি এজমা করিয়া থাকেন, ইহা গ্রহণীয় হইয়া থাকে, তদুত্তরে আমরা বলি, উহা এই হেতু গ্রহণীয় হইয়া থাকে যে, তাঁহাদের এজমাতে মনছুখকারী (আয়ত বা হাদিছ) থাকা সপ্রমাণ হয়, কিন্তু তাঁহারা যে নিজেদের কল্পিত মতে মনছুখ করিয়া দিবেন, মায়াজল্লাহ, ইহা হইতে পারে না, কেননা ইহাতে ভ্রমের উপর এজমা করা হইবে, তাঁহাদের এজমা উহা হইতে পবিত্র। যদি কেহ বলেন, হজরত ওমারের জামানায় মনছুখ হওয়ার হুকুম প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাও ভ্রমাত্মক কথা, কেননা ইহাতে আবু বকরের জামানাতে তাঁহাদের ভ্রমাত্মক কথার উপর এজমা করা প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে।

আল্লামা এবনো-হাজার ফৎহোল-বারির ৭/২৯১/২৯২ পৃষ্ঠায় মাজুরীর দাবীর প্রতিবাদে লিখিয়াছেন,—

(১) যে ব্যক্তি উক্ত হুকুম মনছুখ হওয়ার দাবী করিয়াছেন, সে ব্যক্তি ইহা বলেন নাই যে, (হজরত) ওমার উহা মনছুখ করিয়া দিয়াছেন, কাজেই উল্লিখিত প্রশ্ন উঠিতে পারে না। তিনি কেবল ইহাই বলিয়াছেন, ইহা সমীচীন বলিয়া অনুমিত হয়, হজরতের মরফু হাদিছ উল্লিখিত হুকুমের মনছুখকারী (কোন হাদিছ বা আয়ত) অবগত হইয়া উহার বিপরীত ফৎওয়া দিয়াছেন। মাজুরী নিজেই কথা প্রসঙ্গে স্বীকার করিয়াছেন, ছাহাবাগণের এজমা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তথায় মনছুখকারী কোন আয়াত বা হাদিছ আছে। যে ব্যক্তি মনছুখ হওয়ার দাবী করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় মাজুরী যে হাদিছের স্পষ্ট মর্ম্ম ত্যাগ করার প্রতি এনকার করিয়াছেন, ইহাও বিস্ময়কর ব্যাপার, কেননা যিনি বিভিন্ন প্রকার হাদিছের মধ্যে সমতা স্থাপন করিতে অন্য প্রকার অর্থ নির্দ্দেশ করেন। তিনি নিশ্চয় স্পষ্ট মর্ম্মের বিপরীত মর্ম্ম নির্দ্দেশ করিবেন। তৃতীয়, হজরত ওমারের জামানাতে মনছুখ হওয়ার সংবাদ প্রকাশ হওয়াকে যে তিনি ভ্রান্তিমূলক মত বলিয়াছেন, ইহাও বিস্ময়কর দাবী, কেননা হজরত ওমারের সময়ে

প্রকাশিত হওয়ার অর্থ অতিশয় প্রসিদ্ধ হইয়া পড়া, এবনো-আব্বাছ যে বলিয়াছেন, আবুবকরের জামানায় করা হইত উহার অর্থ— যে ব্যক্তি মনছুখ হওয়ার সংবাদ অবগত ছিল, সেই উহা করিত, ইহাতে (হজরত আবুবকরের সময়) তাঁহাদের ভ্রান্তিমূলক কথার উপর এজমা হওয়া প্রতিপন্ন হয়।

মূল কথা, এবনো-আব্বাছের উল্লিখিত দ্বিবিধ মতের মধ্যে মিল নাই। এইরূপ মোজতারাব হাদিছ ছহিহ হইতে পারে না।

মোকাদ্দমায় শেখ আবদুল হক, ৩ পৃষ্ঠা,—

و ان وقع في اسناد او متن اختلاف من الرواة بتقديم و تاخير او زيادة ونقصان او ابدال راد مكان راد آخر و متن مكان متن .... فالحديث مضطرب فان امكن الجمع فيها والا فالتوقف ٥

"যদি ছনদে কিম্বা মূল হাদিছে অগ্রপশ্চাতে কিম্বা কম বেশী করায়, এক রাবির স্থলে অন্য রাবি পরিবর্তন করায় ও এক মর্ম্মের হাদিছের স্থলে অন্য মর্ম্মের হাদিছ পরিবর্তন করায় রাবিদিগের মতভেদ হয়, তবে সেই হাদিছটী মোজতারেব হইবে। যদি উভয়ের মধ্যে সমতা স্থাপন করা সম্ভব হয়, তবে ভাল নচেৎ হাদিছটীর উপর আমল করা রহিত হইবে।

আবার এবনো-আব্বাছের কথায় বুঝা যায় যে, তিন তালাকে এক তালাক হওয়া নবি (ছাঃ) ও আবুবকরের জামানায় সর্ব্বজন বিদিত অতি প্রসিদ্ধ মত, ইহা অধিকাংশ ছাহাবার মত, কিন্তু লক্ষাধিক ছাহাবার মধ্যে কেবল এবনো-আব্বাছ উহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাবেয়িদিগের মধ্যে কেবল তাউছ উহা বর্ণনা করিয়াছেন, এতদুভয় ব্যতীত আর কেহই উহা বর্ণনা করেন নাই, কোন ছহিহ হাদিছে অন্য কাহারও ছনদে ইহা বর্ণিত হয় নাই। এই হেতু এই হাদিছটী মোয়াল্লাল

হইবে, ইহার দ্বারা হালাল ও হারামের মছলা সপ্রমাণ হইতে পারে না, ইহার স্পষ্ট মর্ম্মের উপর আমল করা জায়েজ হইত পারে না।

অছুলে-জোরজানি, ৩ পৃষ্ঠা.—

المعلل ما فيه اسباب خفية غامضة قادحة والظاهر اسلامة ويستعان على ادراكها بتفرد الراوى ومخالفة غيره له مع قرائن تنبه العارف على ارسال فى الموصول و وقف فى المرفوع و دخول حديث فى حديث او وهم و اهم بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به او يتردد فيتوقف وكل ذلك مانع عن الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه ٥

"যে হাদিছে গুপ্ত অস্পষ্ট ও বিঘ্নজনক কারণ সকল লিখিত থাকে ও উহার বাহ্যিক ভাব নির্দ্দোষ উহাকে 'মোয়াল্লাল' বলা হয়। রাবি একজন হইলেও অন্যে তাহার বিপরীত কথা বর্ণনা করিলে, ইহা বুঝা সহজ হইয়া পড়ে, ইহা সত্ত্বেও আরও কতকগুলি চিহ্নদ্বারা বিচক্ষণ ব্যক্তি উহা ধরিয়া ফেলেন যথা—মওছুল স্থলে, মোরছাল মরফু স্থলে মওকুফ বলা এক হাদিছের মধ্যে অন্য হাদিছকে সহযোগ করা কিম্বা ভ্রমকারীর ভ্রম করা, এমন কি সে ব্যক্তি উহা প্রবল ধারণা করিয়া হুকুম করে কিম্বা সন্দেহ করিয়া দ্বিদাভাব ব্যক্ত করে। যে হাদিছে এইরূপ ভাব পাওয়া হয়, উহার প্রতি ছহিহ হওয় . াব হুকুম করা যাইবে না।

হজরত এবনো-আব্বাছের ছহিহ মোছলেমে উল্লিখিত হাদিছটী এইরূপ গুপ্ত দোষে দোষান্বিত কাজেই উহার উপর আমল করা যাইতে পারে না। যদি এবনো-আব্বাছের হাদিছটী ছহিহ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তবে অন্য প্রকার অর্থ হইবে, এইরূপ হাদিছকে 'মোয়াওয়াল' বলা হয়। আল্লামা-এবোন-হাজার 'ফৎহোল-বারি'র ৭/২৯২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

الجواب الخامس دعوى انه ورد فى صورة خاصة
فقال ابن سريج وغيره يشبه ان يكون ورد فى تكرير اللفظ
كان يقول انت طالق انت طالق انت طالق وكانوا اولا
على سلامة صدورهم يقبل منهم انهم ارادوا التاكيد فلما
كثر الناس فى زمن عمر و كثر فيهم الخداع ونحوه مما
يمنع قبول من ادعى التاكيد حمل عمر اللفظ علي ظاهر
التكرار فامضاه عليهم وهذا الجواب ارتضاه القرطبي وقواه
بقول عمر ان الناس استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة
وكذا قال النووى انه اصح الاجوبة ٥

"পঞ্চম জাওয়াবে দাবী করা হইয়াছে যে, উক্ত হাদিছ কোন বিশিষ্ট ঘটনায় কথিত হইয়াছে। এবনো-ছোরাএজ প্রভৃতি বলিয়াছেন, ইহাই যুক্তি সঙ্গত মত বলিয়া বোধ হয় যে, উহা (তালাক) শব্দ কয়েকবার উল্লেখ করার স্থলে কথিত হইয়াছে, যথা—তুমি তালাকপ্রাপ্তা, তুমি তালাক প্রাপ্তা, তুমি তালাকপ্রাপ্তা। ছাহাবাগণ প্রথমতঃ লোকদিগের অন্তর বিশুদ্ধ থাকার জন্য তাহাদের এই দাবি মঞ্জুর করিয়া লইতেন যে, সত্যই তাহারা তাকিদ করায় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। যখন ওমারের জামানায় লোক সংখ্যা অধিক হইতে লাগিল ও তাহাদের মধ্যে কুটচক্র ইত্যাদির ভাব প্রবল হইতেছিল, যাহাতে তাকিদ করায় দাবি সত্যবলিয়া গ্রহণ করায় বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া পড়িল, তখন (হজরত) ওমার একাধিক শব্দের প্রকাশ্য অর্থ লইয়া একাধিক (তিন) তালাকের হুকুম জারী করিলেন। (এমাম) কোরতবি এই জওয়াবটী মনোনীত স্থির করিয়াছেন এবং "নিশ্চয় যে কার্য্যে

লোকদিগের বিলম্ব করা উচিত ছিল, তাহারা তাহাতে শিঘ্রকারিতা অবলম্বন করিল।"

হজরত ওমারের এই বাক্য দ্বারা উহার সমর্থন করিয়াছেন। এইরূপ (এমাম) নাবাবী বলিয়াছেন, নিশ্চয় ইহা সমধিক ছহিহ জওয়াব।"

তৎপরে এমাম এবনো হাজার লিখিয়াছেন,—

الجواب الـ[illegible] تاويل قوله واحدة وهو ان معنى قوله كان الثلاث [illegible] ان الناس فى زمن النبى صلعم كانوا يطلقون واحدة فلما كان زمن عمر كانوا يطلقون ثلاثا ومحصله ان المعنى ان الطلاق الموقع فى عهد عمر ثلاثا كان يوقع قبل ذلك واحدة لانهم كانوا لا يستعملون الثلاث اصلاً او كانوا يستعملونها نادرا اما في عصر عمر فكثر استعمالهم لها ومعنى قوله فامضاه عليهم واجازه وغيره ذلك انه صنع فيه من الحكم بايقاع الطلاق ما كان يصنع قبله و رجح هذا التاويل ابن العربى و نسبه الى ابى زرعه الرازى وكذا اورده البيهقى باسناده الصحيح الى ابى زرعة انه قال معنى هذا الحديث عندى ان ما تطلقون انتم ثلاثا كانوا يطلقون واحدة قال النودى وعلى هذا فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصة لا عن تغير الحكم فى الواحدة ٥

"ষষ্ঠ জওয়াব واحدة শব্দের তাবিল তিন তালাক এক তালাক ছিল ইহার অর্থ এই যে, নিশ্চয় লোকেরা নবি (ছাঃ) এর জামানায় এক তালাক দিতেন। তৎপরে ওমারের জামানা হইলে, তাহারা তিন তালাক দিতেন।

মূল কথা, উহার অর্থ এই যে, ওমারের জামানায় যে তালাক দেওয়া হইত, উহা তিন তালাক ছিল, ইতিপূর্ব্বে এক তালাক দেওয়া হইত, কেননা তাহারা আদৌ তিন তালাক শব্দ ব্যবহার করিতেন না, কিম্বা দৈবাৎ উহা ব্যবহার করিতেন, কিন্তু ওমারের জামানায় তাহারা অধিক পরিমাণ তিন তালাকের ব্যবহার করিতেন। "তিনি তাহাদের উপর উহা জারী করিলেন," "উহা জায়েজ রাখিলেন।" ইত্যাদি বাক্যের অর্থ এই যে, তিনি উহাতে তিন তালাক হওয়ার হুকুম করিলেন, যেরূপ ইতিপূর্ব্বে করা হইত। এবনো-আরাবি এই অর্থটী প্রবল স্থির করিয়াছেন এবং ইহা আবুজোরয়া-রাজির মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ বয়হকি ছহিহ ছনদে আবুজোরয়া হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, আমার নিকট হাদিছের অর্থ এই যে, নিশ্চয় তোমরা তিন তালাক দিয়া থাক, তোমাদের পূর্ব্বকার লোকেরা এক তালাক দিতেন। (এমাম) নাবাবী বলিয়াছেন, এই সূত্রে হাদিছটী বিশেষতঃ লোকদিগের বিভিন্ন রীতি নীতির সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, ইহাতে এক তালাক স্থলে তিন তালাক পরিবর্ত্তন করার ব্যবস্থা নহে।

আরও উক্ত পৃষ্ঠা,—

الجواب الثامن حمل قوله ثلاثا على ان المراد بها لفظ البتة كما تقدم فى حديث ركانة سواء وهو من رواية ابن عباس ايضا وهوى قوى يؤيده ادخال البخارى فى هذا الباب الآثار التى فيها البتة و الاحاديث التى فيها التصريح

بالثلاث كانه يشير الى عدم الفرق بينهما وان البتة اذا طلقت حمل على الثلاث الا ان اراد المطلق واحدة فيقبل فكان بعض رواته حمل لفظ البتة على الثلاث لاشتهار التسوية بينهما فرواها بلفظ الثلاث وانما المراد لفظ البتة وكانوا في العصر الاول يقبلون ممن قال اردت بالبتة الواحدة فلما كان عهد عمر امضي الثلاث في ظاهر الحكم ٥

অষ্টম জওয়াব, তিন তালাক শব্দের অর্থ আলবাত্তাতা البتة শব্দ যেরূপ রোকানার হাদিছে ঠিক এইরূপ কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহাও এবনো-আব্বাছের রেওয়াএত, ইহা অতি বলবান জওয়াব উহার সমর্থন ইহাতে হইতেছে, (এমাম) বোখারি এই অধ্যায়ে যে হাদিছগুলিতে البتة 'আলবাত্তাতা' শব্দ ও যে হাদিছগুলিতে স্পষ্ট তিন তালাকের কথার উল্লেখ সন্নিবেশিত করিয়াছেন, ইহাতে তিনি যেন ইশারা করিয়াছেন যে, তিন তালাক ও 'আলবাত্তাতা' শব্দের তালাকের মধ্যে প্রভেদ নাই, আর 'আলবাত্তাতা' শব্দ উল্লেখ করিলে, উহার অর্থ তিন তালাক হইয়া থাকে, তবে তাহা গ্রহণীয় হইবে। যেন কোন কোন রাবি 'আলবাত্তাতা' শব্দকে তিন তালাক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, যেহেতু উভয় শব্দ যে সমান, ইহা অতি প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, কাজেই তিনি তিন তালাক শব্দ রেওয়াএত করিয়াছেন, তিন তালাকের অর্থ 'আলবাত্তাতা' শব্দ। প্রথম জামানায় যে ব্যক্তি বলিত, আমি 'আলবাত্তাতা' শব্দে এক তালাকের নিয়ত করিয়াছি, ছাহাবাগণ তাহা মঞ্জুর করিয়া লইতেন। ওমারের জামানাতে স্পষ্ট হুকুম অনুসারে তিন তালাকের ব্যবস্থা জারী করিলেন।

قال القرطبى وحجة الجمهور فى اللزوم من حيث

النظر ظاهرة جداً وهو ان المطلقة ثلاثا لا محل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لغة و شرعا و ما يتخيل من الفرق صورى الغاء الشرع فى النكاح والعتق والاقارير فلو قال الولى انكحتك هؤلاء الثلاث فى كلمة واحدة انعقد كما لو قال انكحتك هذه وهذه وهذه وكذا فى العتق والاقرار وغيرك ذلك من الاحكام ٥

কোরতবি বলিয়াছেন, বিরাট এক দল বিদ্বান বলিয়াছেন, তিন তালাক বলিলে, তিন তালাক হইবে, কেয়াছের হিসাবে নিশ্চই তাঁহাদের দলীল অতি প্রকাশ্য, উহা এই যে, তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক তালাক দাতার পক্ষে হালাল হইবে না—যতক্ষণ (না) সে অন্য স্বামীর সহিত সঙ্গম (ও নেকাহ) করে। অভিধান ও শরিয়তের হিসাবে উহা একত্রিত ভাবে দেওয়া হউক, আর পৃথকভাবে দেওয়া হউক, ইহাতে কোন প্রভেদ নাই। এতদুভয়ের মধ্যে যে প্রভেদের কল্পনা করা হইয়াছে, উহা বাহ্যিক প্রভেদ, সকলের মতে শরিয়ত নেকাহ, আজাদ করা ও একরার অঙ্গীকার সম্বন্ধে উক্ত পার্থক্য বাতীল করিয়া দিয়াছে। যদি অলি একই শব্দে বলে যে তোমাকে এই তিনটী স্ত্রীলোকের সহিত নেকাহ দিলাম, তবে এই নেকাহ জায়েজ হইবে, যেরূপ যদি সে বলে যে, আমি তোমাকে এই প্রথমা, এই দ্বিতীয়া ও এই তৃতীয়া স্ত্রীলোকের সহিত নেকাহ দিলাম, তবে ইহাও জায়েজ হয়। এইরূপ আজাদ করা, একরার প্রভৃতি আহকামে হইয়া থাকে।

আরও ফৎহোল-বারী, উক্ত খণ্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা।

وفى جملة فالذى وقع فى هذه المسئلة نظير ما وقع

فی مسئلة المتعة سواء اعنی عوجا بقول انها كانت تفعل
فی عهد النبی صلعم و ابی بكر و صدر من خلافة عمر قال
ثم نهانا عمر عنها فاتهينا فالراجح فی الموضعين تحريم
المتعة وايقای الثلاث للاجماع الذی العقد فی عهد عمر
علی ذلك ولا يحفظ ان احداً فی عهد عمر خالفه فی
واحدة منهما وقد دل اجماعهم علی وجود ناسخ وان
كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتی ظهر بحميهم في
عهد عمر فالمخالف بعد هذا الاجماع منابذله والجمهور
علي عدم اعتبار من احدث الاختلاف بعد الاتفاق ٥

মুল কথা, এই সম্বন্ধে যাহা সংঘটিত হইয়াছে, মোতা নেকাহ সম্বন্ধে অবিকল তাহাই সংঘটিত হইয়াছে, অর্থাৎ জাবেরের কথা যে, নিশ্চয় নবি (ছাঃ) ও আবুবকরের জামানায় ও ওমারের খেলাফতের প্রারম্ভে মোতা নেকাহ করা হইত, তিনি বলিয়াছেন, তৎপরে ওমার আমাদিগকে উহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, ইহাতে আমরা বিরত হইয়াছিলাম। উভয়স্থলে মোতা হারাম হওয়া ও তিন তালাক হওয়া প্রবল মত, যেহেতু ওমারের জামানায় উহার উপর এজমা গঠিত হইয়াছিল এবং এরূপ কোন ছহিহ প্রমাণ নাই যে, কেহই ওমারের জামানায় উভয় মছলার মধ্যে কোনটিতে বিরুদ্ধ মত ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এজমাতে বুঝা যায় যে, মনছুখকারী কোন আয়ত বা হাদিছ ছিল, যদিও ওমারের জামানার পূর্ব্বে উহা কতকের পক্ষে অপ্রকাশ্য ছিল, তৎপরে ওমারের জামানায় তাঁহাদের সকলের পক্ষে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল, কাজেই এই এজমার পরে যে কেহ উহার বিপরীত মত ধারণ করে, সে এজমার বিরুদ্ধাচরণকারী হইবে।

অধিক সংখ্যক বিদ্বান বলিয়াছেন, এজমার পরে যে কেহ মতভেদ নূতন করিয়া প্রকাশ করে, উহা অগ্রাহ্য হইবে।

খাঁ ছাহেবের উক্তি,—

"মোহম্মদী আইনে তথা ফেকহ শাস্ত্রে ولي جابر অলী-এ-জাবের বলিয়া একটা কথা আছে, পিতা ও তাঁহার অভাবে পিতামহ অলী-এ-জাবের বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছেন। পিতা যদি নিজের নাবালেগ কন্যার বিবাহ দেন, অথবা পিতার মৃত্যু হইয়া থাকিলে, পিতামহ যদি নিজের পিতৃহীনা নাবালেগা পৌত্রীর বিবাহ সম্পাদন করেন, তাহা হইলে সে বিবাহ চিরস্থায়ী ভাবে বাধ্যতামূলক ও অপরিহার্য্য হইবে, বালেগা হওয়ার পর সে বিবাহ ভঙ্গ করার অধিকার সেই কন্যার থাকিবে না। পিতা ও পিতামহ ব্যতীত অন্য অলীরা নাবালেগা কন্যার বিবাহ দিলে, তাহা ভঙ্গ করার অধিকার কন্যাগণের থাকে। এই জন্য পিতা ও পিতামহকে জাবের অলি বলা হইয়াছে। গায়ের-মোকাল্লেদ হিসাবে-এখানে তাহাদের খেদমতে আমাদের পথম প্রশ্ন— কোরানের কোন্ আয়ত হইতে অথবা কোন্ হাদিছ হইতে এই ব্যবস্থার অনুকুল নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতেছে। ইহার অনুকুলে কোন প্রমণ নাই, বরং প্রতিকুলেই আছে।"

আমাদের উত্তর —

হেদায়ার টীকা আয়নি,২/৯৩ পৃষ্ঠা।

فان زوجهما الاب والجد يعني الصغير والصغيرة فلاخيار لهما بعد بلوغها و بـه قال الشافعي و مالك في الاب في الصغيرة و احمد في الروايـه ٥

"যদি পিতা ও পিতামহ নাবালেগ পুত্র ও নাবালেগা কন্যার বিবাহ দেয়, তবে উভয়ের বালেগ হওয়ার পরে নেকাহ্ ফছখ করার অধিকার থাকে না। ইহাই (এমাম) শাফেয়ির মত, (এমাম) মালেক কেবল পিতা নাবালেগ কন্যার বিবাহ দিলে, এইরূপ মত দিয়াছেন,

উহা (এমাম) আহমদের এক রেওয়াএত।"

আরও উক্ত পৃষ্ঠা, —

ومذهبنا في غير الاب والجد قول عمر بن الخطاب وعلى بن ابى طالب وعبد الله بن مسعود والعبادلة و ابي هريرة رضي الله عنهم و زوج رسول الله صلعم امامة بنت حمزة بن ابى سلمة و كانت صغيرة والنبى صلعم ابن عمها و قال لها الخيار اذا بلغت ذكره سبط ابن الجوزى وغيره ٥

"আমাদের মজহাবে পিতা ও পিতামহ ব্যতীত, অন্য অলি নেকাহ দিলে, উহা ফছখ করা জায়েজ হইবে, ইহা ওমার বেনেল খাত্তাব, আলি বেনে আবিতালেব, আবদুল্লাহ বেনে মছউদ আবদুল্লাহ বেনে আব্বাছ, আবদুল্লাহ ওমার, আবদুল্লাহ বেনে জোবাএর, আবদুল্লাহ বেনে আমর ও আবু হোরায়রা (রাঃ)র মত। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) হামজার কন্যা ওমামাকে (ওমার) এবনে আবিছালমার সহিত নেকাহ দিয়াছিলেন, ওমামা নাবালেগা ছিল, আর নবি (ছাঃ) তাহার চাচাত ভাই ছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যখন সে বালেগা হইবে তাহার নেকাহ ফছখ করার অধিকার থাকিবে। এবনোল-জাওজির পৌত্র প্রভৃতি ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, পিতা ও পিতামহ নেকাহ দিলে, নাবালেগ ও নাবালেগার সে নেকাহ ফছখ করার অধিকার থাকে না, তদ্ব্যতীত অন্যান্য অলির নেকাহ দেওয়াতে যে উক্ত অধিকার থাকে, ইহা বড় বড় ছাহাবাগণের মত। তাঁহারা ইহা যদি রাছুলের নিকট হইতে শুনিয়া বলিয়া থাকেন, তবে হাদিছ হইবে, আর যদি কেয়াছ করিয়া বলিয়া থাকেন, তবে সেই কেয়াছ মান্য

করার হুকুম কোরান ও হাদিছে আছে।

হজরত (ছাঃ) নাজি ফেরকার লক্ষণ বর্ণনা কালে বলিয়াছেন, যাহারা রাছুল ও ছাহাবাগণের তাবেদার, তাহারাই বেহেশতী ফেরকা।

আরও তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের ছুন্নতের তাবেদারি করার আদেশ করিয়াছেন।

কাজেই ফেকাহের উক্ত হুকুমটী শরিয়তের হুকুম। এমাম নবাবী ছহিহ মোছলেমের টীকা ১/৪৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

اجمع المسلمون علي جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث و اذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك و الشافعي و سائر فقهاء الحجاز ٥

মুসলমানগণ এজমা করিয়াছেন যে, এই হাদিছ অনুসারে পিতা নিজের নাবালেগা কুমারী কন্যার বিবাহ দিতে পারেন। আর যে সময় উক্ত কন্যা বালেগা হইবে, তখন তাহার উক্ত নেকাহ ফছখ করার অধিকার থাকিবে না, ইহা মালেক, শাফেয়ি ও মক্কা ও মদিনার সমস্ত ফকিহ আলেমের মত। খাঁছাহেব যে দাবি করিয়াছেন, পিতা ও পিতামহের সম্পাদিত নেকাহ ফছ্‌খ করার অধিকার নাবালেগা কন্যা বা পৌত্রীর অছে, ইহার প্রমাণ আছে।

"আমরা গুরু গম্ভীর স্বরে খাঁছাহেবের এই দাবির প্রতিবাদ করিতেছি, কোরান ও হাদিছে এইরূপ কোন প্রমাণ নাই।

অবশ্য পিতা বালেগা কন্যার নেকাহ তাহার বিনা সম্মতি ও অমুমতিতে করাইয়া দিলে, উহা ফছ্‌খ করার অধিকার তাহার আছে।

ছহিহ বোখারি, ২/৭৭১/৭৭২ পৃষ্ঠা ও ছোনানে-নাছায়ী ২/৭৭ পৃষ্ঠা,—

عن خنساء بنت خذام الانصارية ان اباها

زوجها و هي ثيب فكرهت ذلك فاتت رسول الله صلعم فرد نكاحها ٥

"খানছা বেন্তে খেজাম আনছারিয়া বলিয়াছেন, তিনি স্বামী সঙ্গম করিয়াছেলেন, ইহার পরে তাহার পিতা তাহার বিবাহ অন্যত্রে দিয়াছিলেন, তিনি উহা অপছন্দ করিয়া রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহাতে হজরত তাহার পিতার (সম্পাদিত) নেকাহ্ ফছখ করিয়া দিয়াছিলেন।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, খানছা বালেগা ছিলেন, তাহার বিনা অনুমতিতে এই নেকাহ হইয়াছিল, এইহেতু হজরত উহা ফছখ করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপ আবু দাউদের ১/২৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, একটী কুমারী স্ত্রীলোক হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, তাহার পিতা তাহার অসম্মতিতে তাহার নেকাহ্ দিয়াছে, ইহাতে নবি (ছাঃ) তাহার নেকাহ ফছখ করার অধিকার প্রদান করিলেন। নাছায়ির রেওয়াএতে একটী যুবতী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। একেত হাদিছটী মোরছাল বলা হইয়াছে, দ্বিতীয় ইহা বালেগা কন্যার কথা। আল্লামা আয়নি উক্ত হাদিছটী বর্ণনা করার পরে লিখিয়াছেন,—

وقد احتج اصحابنا بحديث الباب وبهذ الاحاديث على ان ليس للولى اجبار البكر البالغة على النكاح ٥

"আমাদের হানাফি আলেমগণ এই অধ্যায়ের হাদিছ এবং উল্লিখিত হাদিছগুলি দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন যে, অলির পক্ষে বালেগা কুমারীকে নেকাহ করিতে বলপ্রয়োগ করা জায়েজ নহে।"

উল্লিখিত বিবরণে বেশ বুঝা যায় যে, বালেগা কন্যা কুমারী হউক আর স্বামী সঙ্গমকৃতা (ছাইয়েরা) হউক, পিতা তাহার বিনা অনুমতিতে নেকাহ দিলে, উহা জায়েজ হইবে না। কিন্তু নাবালেগা কন্যার নেকাহ্ দিলে, উহা ফছখ করা জায়েজ হওয়ার প্রমাণ কোন হাদিছে নাই। খাঁ ছাহেবের উক্ত দাবী একেবারে বাতীল।

খাঁ ছাহেবের উক্তি, —

"বালেগা না হওয়া পর্য্যন্ত পিতৃহীনা কন্যার বিবাহ দেওয়া অবৈধ, ইহা তাহাদের আলেম সমাজের সাধারণ অভিমত এবং হাদিছ অনুসারে ইহাই সঙ্গত অভিমত। এখন যদি নাবালেগা পিতৃহীনা কন্যার বিবাহ দেওয়াই অবৈধ হয়, তবে পিতামহকে তাহার বিবাহের অলি-এ-জাবের হওয়ার অর্থ কিছু হইতে পারে না। এই পরস্পর বিপরীত দুইটা ব্যবস্থাকে একই সঙ্গে সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা আমাদের আলেম সমাজের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইবে।"

আমাদের উত্তর,—

ছহিহ বোখারি, ২/৭৭২ পৃষ্ঠা,—

تزويج اليتيمة لقوله تعالىٰ و ان خفتم ان لا تقسطوا فى اليتامي فانكحوا ـ قالت عائشة يا ابن اختى هذه اليتيمة تكون فى حجر وليها فيرغب فى جمالها و مالها ويريد ان ينتقص من صداقها فنهوا عن نكاحهن الا ان يقسطوا لهن فى اكمال الصداق وامروا بنكاح من سواهن من النساء ٥

পিতৃহীনা নাবালেগার নিকাহ নিম্নোক্ত আয়ত অনুসারে (জায়েজ) "আর যদি আশঙ্কা কর যে, তোমরা এতিমদিগের সম্বন্ধে ন্যায় বিচার করিবে না, তবে তোমাদের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা তোমাদের তৃপ্তিদায়ক দুইটী দুইটী, তিনটী তিনটী ও চারিটী চারিটী নেকাহ কর।"

"(হজরত) আএশা বলিয়াছেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী, এই পিতৃহীনা নাবালেগা অলির ক্রোড়ে থাকে, সে তাহার সৌন্দর্য্য ও অর্থ সম্পদে মুগ্ধ হইয়া পড়ে এবং তাহার মোহর কম করিবার ইচ্ছা

করে, এই হেতু তাহারা উক্ত এতিমদিগের সহিত নেকাহ করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহাদের ব্যতীত অন্যান্য স্ত্রীলোক-দিগের সহিত নেকাহ করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু যদি তাহারা মোহর পূর্ণ ভাবে নির্দ্দেশ করিতে তাহাদের সহিত ন্যায় বিচার করে, (তবে তাহাদের সহিত নেকাহ জায়েজ হইবে)।"

তৎপরে হজরত আএশা বলিয়াছেন, প্রথম আয়ত নাজেল হওয়ার পরে লোকেরা নবি (ছাঃ) এর নিকট (এতিমদের সম্বন্ধে ফৎওয়া জিজ্ঞাসা করিলে,—

ويستفتونك فى النساء ـ قل الله يتفيكم فيهن

(الي) ترغبون ان تنكحوهن ٥

এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল, তিনি উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—

فليس لهم ان ينكحوا ها اذا رغبوا فيها الا ان

يقسطوا لها ويعطوها حقها الا وفي من الصداق ٥

"যখন তাহারা উক্ত পিতৃহীনাদের (সৌন্দর্য্যে) মুগ্ধ হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের পক্ষে তাহার সহিত নেকাহ করা জায়েজ নহে, কিন্তু যদি তাহারা তাহার সহিত ন্যায় বিচার করে এবং তাহার মোহরের পূর্ণ হক প্রদান করে, (তবে নেকাহ করা জায়েজ)।"

এইরূপ আবুদাউদের হাদিছে লিখিত আছে। আয়নি ৮/৫৪২ পৃষ্ঠা,—

وفيه جواز تزويج اليتامى قبل البلوغ لان بعد البلوغ

لا يتم فى الحقيقة ٥

'ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, বালেগা হওয়ার পূর্ব্বে পিতৃহীনাদিগের নেকাহ দেওয়া জায়েজ, কেননা বালেগা হওয়ার পরে প্রকৃতপক্ষে এতিমা থাকে না।"

ফৎহোল-বারী, ৯/১৫৫/১৫৬ পৃষ্ঠা,—

فيه دلالة على تزويج الولي غير الاب التى دون البلوغ بكراً او ثيباً لان حقيقة اليتيمة من كانت دون البلوغ و لا اب لها وقد اذن فى تزويجها بشرط ان لا يبخس من صداقها ٥

"ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, বালেগা কুমারী হউক, আর স্বামী সঙ্গম প্রাপ্তা হউক, পিতা ব্যতীত অন্য অলী তাহার নেকাহ দিলে, জায়েজ হইবে। নিশ্চয় আল্লাহ উক্ত পিতৃহীনার নেকাহ দিতে এইশর্তে অনুমতি দিয়াছেন যে, তাহার মোহর কম না করে।

ফৎহোল-কদীর ২/৪৭ পৃষ্ঠা,—

ولنا قوله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الاية منع من نكاحهن عند خوف عدم العدل فيهن وهذا فرع جواز نكاحها عند عدم الخوف ٥

"আমাদের দলীল আল্লাহতায়ালার কোরানের এই আয়ত,—

"অনন্তর যদি তোমরা ভয়কর যে, এতিমদিগের সম্বন্ধে ন্যায় বিচার করিবে না, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা তোমাদের মনোনীত হয় নেকাহ কর।" তাহাদের সম্বন্ধে ন্যায় বিচার না করার আশঙ্কা হইলে, আল্লাহ তাহাদের সহিত নেকাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, আশঙ্কা না থাকা কালে, তাহাদের সহিত নেকাহ জায়েজ।"

এক্ষণে আসুন, বর্ত্তমান মজহাব অমান্যকারি দলের নেতারা এই আয়েতের তফছিরে কি লিখিয়াছেন, তাহাও শুনুন,—নবাব ছিদ্দিক হাছান ছাহেব ফৎহোল-বায়ানের ২/১৬৬ পৃষ্ঠায় ও নয়লোল-মারামের

১৮০ পৃষ্ঠায় ও তাহাদের দ্বিতীয় নেতা কাজি শওকানি 'তফছিরে ফৎহোল কদীরের ১/৩৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, —

ان الرجل كان يكفل اليتيمة لكونه وليا لها ويريد ان يتزوجها فلا يقسط لها في مهرها اى لا يعدل فيه ولا يعطيها ما يعطيها غيره من الازواج فنهاهم الله ان ينكحوهن الا ان يقسطوا لهن ويبلغوا بهن اعطى ما هو لهن من الصداق ٥

"নিশ্চয় এক ব্যক্তি একটী পিতৃহীনার ভরণ পোষণ করিত, যেহেতু সে ব্যক্তি তাহার অলী ছিল এবং বাসনা রাখিত যে, তাহার সহিত নেকাহ করিবে, ইহাতে সে তাহার মোহর সম্বন্ধে ন্যায্য বিচার করিবে না। এবং তদ্ব্যতীত অন্যান্য স্বামী তাহার যেরূপ মোহর প্রদান করিবে, সে তাহা প্রদান করিবে না। এইহেতু আল্লাহ তাহাদিগকে উক্ত পিতৃহীনাদের সহিত নেকাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু যদি তাহারা তাহাদের সহিত ন্যায় বিচার অবলম্বন করে এবং তাহাদের পক্ষে যে মোহর সমধিক উচ্চ তাহা তাহাদিগকে পৌঁছাইয়া দেয়, (তবে উহা জায়েজ হইবে)।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, মোহাম্মদীদের নেতাদের মতেও পিতৃহীনাদের নেকাহ জায়েজ।

ফৎহোল-কদীর ২/৫৭ পৃষ্ঠা,—

زوج صلي الله عليه وسلم بنت عمه حمزة (رض) من عمر بن ابي سلمة وهي صغيرة ٥

নবি (ছাঃ) নিজের চাচা হামজা (রাঃ)র কন্যাকে ওমার বেনে আবিছালমার সহিত নেকাহ দিয়াছিলেন, উক্ত কন্যাটী নাবালেগা ছিল।"

আবুদাউদ ১/২৮৬ পৃষ্ঠা ও তেরমেজি, ১/১৩১ পৃষ্ঠা,—

اليتيمة تستامر فى نفسها فان صمتت فهو اذنها وان ابت فلا جواز عليها ٥

"এতিমার নেকাহে তাহার অনুমতি গ্রহণ করা হইবে, যদি সে চুপ করিয়া থাকে, তবে তাহার অনুমতি হইবে। আর যদি অস্বীকার করে, তবে জায়েজ হইবে না।"

আওনোল-মা'বুদ ২/১৯৪ পৃষ্ঠা, —

(تستار اليتيمة) هى صغيرة لا اب لها والمراد هنا البكر البالغة سماها باعتبار ما كانت كقوله تعالى وآتوا اليتامى اموالهم وفائدة التسمية مراعاة حقها والشفقة عليها ثم هى قبل البلوغ لا معنى لا ذنها ـ قال الخطابي في المعالم واليتيمة ههنا هى البكر البالغة التي مات ابوها قبل بلوغها ٥

"পিতৃহীনার নিকট হইতে অনুমতি লইতে হইবে। এতিমা يتيمة শব্দের অর্থ, যে নাবালেগা স্ত্রীলোকের পিতা মরিয়া গিয়াছে। এস্থলে উহার অর্থ বালেগা কুমারী, যেহেতু সে পূর্ব্বে এতিমা ছিল, এইহেতু তাহাকে এতিমা বলা হইয়াছে, যেরূপ وآتوا اليتامى اموالهم "এবং তোমরা এতিম দিগকে তাহাদের অর্থ সম্পদ প্রদান কর।" এই আয়তে বালেগকেও এতিম বলা হইয়াছে। এতিম বলার লাভ এই যে, তাহার স্বত্বের রক্ষণাবেক্ষন করা হইবে ও তাহার উপর দয়া করা হইবে। তৎপরে তাহার বালেগা হওয়ার পূর্ব্বে তাহার অনুমতি লওয়ার কোন অর্থ নাই। খাত্তাবি 'মায়ালেমে' বলিয়াছেন, এস্থলে এতিমা শব্দের অর্থ বালেগা কুমারী যাহার পিতা তাহার বালেগা হওয়ার পূর্ব্বে মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে।"

নবাব ছিদ্দিক হাছান ছাহেব মেছকোল-খেজামের ৩/৩৪২

পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

ومراد به يتيمة بكر بالغة است ٥

"এতিমা শব্দের মর্ম্ম বালেগা কুমারী।"

এমাম শাফেয়ি প্রভৃতি এই আয়ত দৃষ্টান্তে বলেন যে, পিতৃহীনার বালেগা না হওয়া পর্য্যন্ত নেকাহ দেওয়া জায়েজ নহে, কিন্তু এই হাদিছে এতটুকু প্রমাণ হয় যে, পিতৃহীনা বালেগা হইলে, তাহার বিনা অনুমতিতে নেকাহ জায়েজ হইবে না, কিন্তু ইহাতে ইহা প্রমাণিত হয় না যে, তাহাদের নাবালেগা অবস্থায় অন্য অলী কর্ত্তৃক নেকাহ হইলে, উহা নাজায়েজ হইবে।

মূল কথা, হাদিছে নাবালেগা পিতৃহীনার নেকাহ দেওয়া নাজায়েজ হওয়ার কোন প্রমাণ নাই।

এমাম তেরমেজি, ছোনানের ১/১৩২ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিছ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—

اختلف اهل العلم في تزويج اليتيمة فرأى بعض اهل العلم ان اليتيمة اذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ فاذا بلغت فلها الخيار فی اجازة النكاح او فسخة وهو قول بعض التابعين وغيرهم وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتي تبلغ ولا يجوز الخيار فی النكاح وهو قول الثورى والشافعي وغيرهما من اهل العلم وقال احمد واسحق اذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها اذا ادركت ٥

"এতিমার নেকাহ দেওয়া সম্বন্ধে বিদ্বান্‌গণ মতভেদ করিয়াছেন, কতক বিদ্বান্ মত ধারণ করিয়াছেন যে, পিতৃহীনা নেকাহ

করিলে, যত দিবস বালেগা না হয়, উক্ত নেকাহ মৌকুফ থাকিবে, যখন বালেগা হয়, তখন উক্ত নেকাহ জায়েজ রাখা কিম্বা ফছখ করা সম্বন্ধে তাহার অধিকার থাকিবে। ইহা কতক তাবেয়ি প্রভৃতির মত। তাঁহাদের কেহ কেহ বলিয়াছেন, যতদিবস এতিমা বালেগা না হয়, তাহার নেকাহ জায়েজ হইবে না এবং (বালেগা হওয়ার পরে নেকাহ হইলে) নেকাহ ফছখ করার অধিকার থাকিবে না। ইহা ছুফ্ইয়ান ছওরি, শাফেয়ি প্রভৃতি বিদ্বান্‌গণের মত। আহমদ ও এছহাক বলিয়াছেন, এতিমা নয় বৎসর বয়প্রাপ্তা হওয়ার পরে তাহার নেকাহ দেওয়া হইলে, যদি রাজি হয় তবে নেকাহ জায়েজ হইবে এবং বালেগা হওয়ার পরে ফছখ করার অধিকার তাহার থাকিবে না।"

খাঁ ছাহেব স্বমতাবলম্বী কাজি শওকানি ও নবাব ছিদ্দিক হাছান ছাহেব কোরান শরিফের আয়ত দ্বারা এতিমার নাবালেগা থাকা কালে নেকাহ দেওয়া জায়েজ সপ্রমাণ করিয়াছেন। কেবল আমির মোহম্মদ বেনে এছমাইল ছানয়ানি ছোবোলাছ-ছালামের ৩/৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, শাফেয়ির মত প্রবল, কিন্তু উহা যে কেবল প্রবল নহে, বরং উহা যে জায়েজ ইহা ইতি পূর্ব্বে সপ্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছি।

এক্ষণে আমি মজহাব-অমান্যকারিদের পক্ষে জওয়াব দিতেছি যে, নাবালেগা এতিমার নেকাহ দেওয়া তাঁহাদের সাধারণ অভিমতে জায়েজ এবং উহা হাদিছ সঙ্গত মত। কাজেই খাঁ ছাহেবের প্রদর্শিত বৈষম্য ভাব ধুলায় ধুসরিত হইয়া গেল।

খাঁ ছাহেবের উক্তি,—

প্রচলিত মোহাম্মদীয় আইনের নানা প্রকার দোষ ক্রটীর ফলে মোছলেম-ভারতের সামাজিক জীবনে নানা বিশৃঙ্খলা ও অনাচারের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে, এজন্য সঙ্গতভাবে ইহার সংশোধন হওয়া আশু আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের উত্তর,—

উহাতে কোন দোষ ক্রটীর চিহ্ন মাত্র নাই, সমস্ত দুনইয়ার

অধিকাংশ মুছলমান উহা গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, ইহাতে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়া আসিতেছে, অনাচারের লেশ মাত্র নাই, উহাকে অনাচার বলা খাঁ ছাহেবের খামখেয়ালি ব্যতীত আর কছুই নহে।

খাঁ ছাহেবের উক্তি,—

"এই বিপ্লব-যুগের সকল সমস্যার সমাধান যে এছলাম, সেই সদা সবুজ, সদা-সজীব, সদা সচল সত্যকার এছলামকে খুঁজিয়া পাওয়াই আজ দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষের বহু যুগের নানা দোষ দুর্ব্বলতা ও ভ্রম প্রমাণের পর্ব্বত পরিমাণ আর্বজ্জনা পূঞ্জের মধ্যে তাহা আজ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে এবং চরম পরিতাপের বিষয় এই যে, সেই আবর্জ্জনাপুঞ্জই আজ এছলামের নাম করণে প্রকাশিত ও গৃহীত হইয়া চলিয়াছে। সেই আবর্জ্জনা স্তুপকে সরাইয়া আল্লার এছলামকে, কোরআনের এছলামকে তাহার সত্যকার রূপে প্রকাশ করিয়া দেওয়াই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জেহাদ।

আমাদের উত্তর,—

খাঁ-ছাহেবের মতে দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান পথভ্রান্ত ও বিপথগামী হইয়া আসিতেছেন, সত্যকার ইছলাম, কোরানের ইছলাম দুনিয়াতে নাই, ইহা খাঁ-ছাহেবের প্রলাপোক্তি বলিলেও চলে।

হজরত বলিয়াছেন,—

ان الله لا يجمع امتى على ضلالة و يد الله علي الجماعة و من شد شذ في النار رواه الترمذى ٥

"নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মতকে গোমরাহির উপর একত্রিত করিবেন না, আল্লাহতায়ালার সহায়তা জামায়াতের (বৃহদ্দলের) উপর রহিয়াছে, আর যে ব্যক্তি (উক্ত জামায়াত হইতে) পৃথক হইবে, বিচ্ছিন্ন হইয়া দোজখে পড়িবে। তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন,—মেশকাত ৩০ পৃষ্ঠা। ইহাতে বুঝা যায় যে, কেয়ামত অবধি সমস্ত মুসলমান পথভ্রান্ত হইতে পারে না।

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ছুন্নত-অল-জামায়াতকে বেহেশতী সম্প্রদায় হওয়ার কথা প্রকাশ করিয়াছেন,—মেশকাত, উক্ত পৃষ্ঠা।

এই চারি মজহাবের সত্য পথের পথিক হওয়া একজমায় মোছলেমিন কর্তৃক সপ্রমাণ হইয়াছে, ইহা অস্পষ্ট নহে।

মেশকাত, ৪৬৫ পৃষ্ঠা।

ولا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا

يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله رواه ابو داؤد ০

সর্ব্বদা আমার উম্মতের একদল সত্যের উপর প্রবল থাকিবে, যে কেহ তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহাদের ক্ষতি করিতে পারিবে না, এমনকি আল্লাহর হুকুম (কেয়ামত) উপস্থিত হইবে।

খাঁ-ছাহেবের ন্যায় তহরিফ কারি ও বিভ্রাটকারি সম্প্রদায় যত তহরিফ ও বিভ্রাট করিতে চেষ্টা করুন না কেন, সত্যপরায়ণ ওলামা সম্প্রদায় তাহাদের বাতীল ও বেদয়াত মত খণ্ডন করিতে থাকিবেন, ইহা হজরতের ভবিষ্যদ্বাণী।

খাঁ-ছাহেবের উক্তি,—

নিরপেক্ষ হইয়া কোরান ও হাদিছের সন্ধান লইলে, অনায়াসে জানা যাইবে যে, এগুলি কোরানের বিধান ও হাদিছের ব্যবস্থা নহে, বরং তাহার বিপরীত পণ্ডিত পুরোহিতদিগের অপকীর্ত্তি মাত্র।"

আমাদের উত্তর,—

ইহাও খাঁ-ছাহেবের প্রলাপোক্তি। ফারাএজের ব্যবস্থাগুলি কোরান হাদিছ ও শরিয়তের ব্যবস্থা, ইহা পুরোহিতদিগের অপকীর্ত্তি নহে। পরে চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া খাঁ-ছাহেবকে ইহা দেখাইব। এইরূপ কথা কোন বিবেক সম্পন্ন আলেমের কলমে বাহির হইতে পারে না। ইহা খাঁটি মজহাব বিদ্বেষের চিহ্ন।

খাঁ-ছাহেবের উক্তি,—

"এদেশে যে আইন-কানুনগুলি মুসলমানদিগের পারসেন্যাল-

ল'' হিসাবে প্রবর্ত্তিত হইয়া আছে, সেগুলি হানাফী মজহাবের কয়েক খানি ফেকার পুস্তক অবলম্বনে সঙ্কলিত।''

আমাদের উত্তর,—

''ইহা খাঁ-ছাহেবের জলন্ত মিথ্যা ধারণা, হানাফীদিগের ফেকাহ গ্রন্থগুলিতে যে ফারাএজের নিয়মগুলি লিখিত আছে, উহা হয় কোরানের মত না হয় হাদিছের মত, না হয় এজমায়ে-মোছলেমিনের মত, না হয় ছাহাবাগণের মত।

এক্ষণে আমি ফারাএজের নিয়মগুলির প্রমাণ উদ্ধৃত করিব, পরে দেখাইব, কি ভাবে খাঁ-ছাহেব শরিয়তের দলীল প্রমাণগুলি নিজের বাতীল কেয়াছ বলে, উড়াইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

ফারাএজ বা প্রচলিত দায়ভাগ আইন অনুসারে উত্তরধিকারিগণ তিন ভাগে বিভক্ত, জবেল-ফরুজ, আছাবা ও জবেল-আরহাম। এক্ষণে জবেল-ফরুজগণের তালিকা শ্রবণ করুন।

(১) পিতা, (২) পিতামহ, প্রপিতামহ যত উর্দ্ধে যাউক, (৩) বৈপিত্রেয় ভাই, (৪) স্বামী (৫) কন্যা, (৬) পৌত্র, (প্রপৌত্রী), (৭) মাতা, (৮) স্ত্রী, (৯) (পিতৃ মাতৃকা ভগ্নী) (১০) (বৈমাত্রেয়া ভগ্নী), (১১) (বৈপিত্রেয়া ভগ্নী), (১২) দাদী ও নানী যত উর্দ্দে যাউক।

পিতার সত্ত্ব (১) ছেরাজিয়াতে আছে, পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র থাকিলে, পিতা এক ষষ্টাংশ পাইবেন। কন্যা, পৌত্রী বা প্রপৌত্রী থাকিলে, এক ষষ্টাংশ ও জবিল-ফরুজ্জদিগের অংশ গ্রহণ করার পরে অবশিষ্টাংশ পাইবেন।

উল্লিখিত ওয়ারেছগণ না থাকিলে, কেবল অবশিষ্টাংশ পাইবেন।

প্রথম দাবির প্রমাণ ছুরায় নেছার আয়ত,—

ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد ٥

''যাহা মৃত ত্যাগ করিয়াছে, যদি তাহার সন্তান (পুত্র কন্যা)

থাকে, তবে তাহার পিতা মাতা একপুত্রের প্রত্যেকের জন্য উহার ষষ্ঠাংশ হইবে।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, মৃতের পুত্র কন্যা থাকিলে, পিতা ও মাতা প্রত্যেকে তাহার এক ষষ্ঠাংশ পাইবে।

ولد শব্দ দ্বারা পুত্র কন্যা বুঝা যায়। পিতার সহিত পুত্র থাকিলে, পিতা কেবল কোরআন উল্লিখিত এক ষষ্ঠাংশ পাইবে। অবশিষ্টাংশ পুত্রের হইবে, কেননা নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন,—

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر ٥

"তোমরা জবিল-ফরুজ সম্প্রদায়কে নির্দিষ্ট অংশ প্রদান কর। তৎপর অবশিষ্ট যাহা থাকে, উহা নিকটস্থ পুরুষের হইবে।"

বোখারি ও মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

আমিরে-ইয়ামানি ছোবোলোছ-ছালামের ৩।৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

واقرب العصبات البنون ثم بنوهم وان سفلوا ثم الاب ثم الجد ابو الاب وان علوا ٥

"আছাবাগণের মধ্যে সমধিক নিকটবর্ত্তী পুত্রগণ, তৎপরে পৌত্রগণ যত নিম্নে যাউক, তৎপরে পিতা, তৎপরে দাদা, যত ঊর্দ্ধে যাউক।

এমাম নাবাবী, ছহিহ-মোছলেমের টীকার ২।৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

قد اجمع المسلمون على ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات يقدم الاقرب فالاقرب فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب۔ (الى) واقرب العصبات البنون ثم بنوهم ثم الاب ٥

"মুসলমানগণ এজমা করিয়াছেন যে, নিৰ্দ্দিষ্ট সত্ত্বগুলির পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে, উহা আছাবাগনের প্রাপ্য হইবে, নিকটবর্ত্তী আছাবা অগ্রগণ্য হইবে, তৎপরে যে নিকটবৰ্ত্তী হয়। নিকটবর্ত্তী আছাবা থাকিতে দূরবর্ত্তী আছাবা ওয়ারেছ হইবে না। সমধিক নিকটবর্ত্তী আছাবা পুত্রগণ তৎপরে পৌত্রগণ তৎপরে পিতা।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, আছাবাগণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য পুত্র ও পৌত্রগণ, পুত্র ও পৌত্রগণ থাকিলে, পিতা কেবল কোরান উল্লিখিত এক ষষ্টাংশ পাইবেন। পুত্র ও পৌত্রগণ আছাবারূপে অবশিষ্টাংশ পাইবে।

আর পিতার সহিত কন্যা বা পুত্রের কন্যাগণ থাকিলে, ইহারা নিজেদের নিৰ্দ্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করার পরে অবশিষ্ট যাহা থাকে, পিতা আছাবারূপে তাহা গ্রহণ করিবেন, কেননা এক্ষেত্রে পিতাই মৃতের নিকটস্থ আছাবা পুরুষ।

কোরান,—

فان لم يكن له ولد و ورثه ابواه فلامه الثلث ٥

"আর যদি তাহার সন্তান না থাকে এবং তাহার পিতা মাতাই তাহার ওয়ারেছ হয়, তবে মাতার এক তৃতীয়াংশ হইবে।"

তফছিরে-আহমদী, ২৩২ পৃষ্ঠা,—

فذكره حصة الام ولم يبين حصة الاب ولكن يفهم منه ان الباقى هو الثلثان للاب ويسمي هذا ضرورة فى علم الاصول ٥

"আল্লাহ মাতার অংশ উল্লেখ করিয়াছেন এবং পিতার অংশের কথা উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু ইহাতে বুঝা যায় যে, অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ পিতার হইবে। এলমে-অছুলে ইহাকে জরুরাতোন্নাছ বলা হয়।"

এই আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, মৃতের সন্তান ও পুত্রের সন্তান না থাকিলে, পিতা আছাবা হইয়া থাকে।

এমাম নাবাবী ছহিহ মোছলেমের টীকার ২/৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

فقد يكون الاب والجد عصبة وقد يكون لهما فرض فمتى كان للميت ابن او ابن ابن لم يرث الاب الا السدس فرضا ومتى لم يكن ولد ولا ولد ابن ورث بالتعصيب فقط ومتى كان بنت او بنت ابن او بنتان او بنتا ابن اخذ البنات فرضهن وللاب من الباقي السدس فرضاً والباقي بالتعصيب ه

পিতা ও দাদা কখন আছাবা হইয়া থাকে এবং কখন তাহারা উভয়ে নির্দ্দিষ্টঅংশ (জবিল ফরুজ) হইয়া থাকে। যে স্থলে মৃতের পুত্র ও পৌত্র থাকে, পিতা জবিল ফরুজ হিসাবে এক ষষ্ঠাংশ পাইবে। আর যদি তাহার একটী কন্যা কিম্বা পৌত্রী, অথবা দুইটী কন্যা বা পৌত্রী, থাকে, তবে ইহারা নিজেদের অংশ লইবে, অবশিষ্টাংশ হইতে এক ষষ্ঠাংশ জবিল ফরুজ হিসাবে ও অবশিষ্টাংশ আছাবা হিসাবে পিতা পাইবে।

এমাম কোরতবি বেদাইয়াতোল-মোজতাহেদের ২/৩২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

اجمع العلماء على ان الاب اذا انفرد كان له جميع المال وانه اذا انفرد الابوان كان للام الثلث وللاب الباقي لقوله تعالى وورثه ابواه فلامه الثلث واجمعوا على ان فرض الابوين من ميراث ابنهما اذا كان للابن ولد او ولد

ابن السدسان اعنى لكل واحد منهما السدس لقوله تعالىٰ (ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد) والجمهور علي ان الولد هو الذكر دون الانثى ٥

"বিদ্বানগণ এজমা করিয়াছেন যে, পিতা একমাত্র ওয়ারেছ থাকিলে, সমস্ত সম্পত্তি পাইবে। আর কেবল পিতামাতা ওয়ারেছ হইলে, মাতা এক তৃতীয়াংশ ও পিতা অবশিষ্টাংশ পাইবে।

ইহার প্রমাণ এই আয়ত—

و ورثه ابواه فلامه الثلث ٥

আরও তাঁহারা এজমা করিয়াছেন, যদি (মৃত) পুত্রের সন্তান ও পুত্রের সন্তান থাকে। তবে পিতা মাতার প্রত্যেক এক ষষ্ঠাংশ পাইবে, ইহার প্রমাণ এই আয়ত—

ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد ٥

অধিকাংশ বিদ্বান্ বলেন, সন্তানের অর্থ পুত্র সন্তান।

নবাব ছিদ্দিক- হাছান ছাহেব 'ফৎহোল-বায়ানের' ২/১৮৬ পৃষ্ঠায় ও কাজি শওকানি ফৎহোল-কদীরের ১/৩৯৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"যেরূপ পুত্র কন্যার ব্যবস্থা, সেইরূপ তাহাদের অভাবে পৌত্র ও পৌত্রীর ব্যবস্থা। যেরূপ পুত্র কন্যা থাকিলে, পিতা মাতা জাবিল ফরুজ হিসাবে একষষ্টাংশ পায় সেইরূপ তাহাদের অভাবে পৌত্র পৌত্রী থাকিলে ব্যবস্থা হইবে ইহার উপর এজমা হইয়াছে।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, পিতার সত্ত্ব সম্বন্ধে এমাম আজমের মত কোরান, ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের হাদিছ ও এজমা কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে, ইহা তাঁহার কেয়াছ নহে।

দাদার সত্ত্ব (২) দাদা পিতার অভাবে পিতার ন্যায় অংশ

পাইবেন, কিন্তু পিতা থাকিলে বঞ্চিত হইবেন। ইহা ছেরাজিয়াতে আছে। এই দাবির প্রমাণ—

তেরমেজি, ২/৩১ পৃষ্ঠা,—

عن عمران بن حصين قال جاء رجل الى رسول صلى الله عليه وسلم فقال ان ابن ابنى مات فمالي من ميراثه فقال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر فلما ولى دعاه قال ان السدس الآخر لك طعمة هذا حديث حسن صحيح ٥

"এমাম বেনে হোছাএন বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, নিশ্চয় আমার পৌত্র মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার 'মিরাছ' কি পরিমাণ আমার হইবে? ইহাতে হজরত বলিলেন, তোমার এক ষষ্ঠাংশ হইবে। যখন সে ব্যক্তি রওয়ানা হইয়া গেল, হজরত তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমার দ্বিতীয় ষষ্ঠাংশ হইবে। সে রওনা হইয়া গেলে, হজরত বলিলেন, শেষ ষষ্ঠাংশ তোমার খোরাক। এই হদিছটী হাছান ছহিহ।"

আমিরে ইমানি ছোবোলোছ-ছালামের ৩/৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

والمراد من ذلك اعلامه بانه زائد علي الفرض الذى له فله سدس فرضاً والباقى تعصيباً ٥

"উহার মর্ম্ম এই যে, নবি (ছাঃ) তাহাকে জানাইয়া দিলেন যে, শেষ ষষ্ঠাংশ তাহার জাবিল-ফরুজি সত্ত নহে, একষষ্ঠাংশ তাহার জাবিল-ফরুজি সত্ব, অবশিষ্ট ষষ্ঠাংশ তাহার আছাবা হওয়ার সত্ব।

ছহিহ বোখারি, ২/৯৯৭/৯৯৮ পৃষ্ঠা,—

ميراث الجد مع الاب والاخوة قال ابوبكر وابن

عباس و ابن الزبير الجد اب و قرأ ابن عباس يا بنى آدم و اتبعت ملة ابائى ابراهيم و اسحق و يعقوب ولم يذكر ان احدا خالف ابابكر في زمانه واصحاب النبى صلعم متوافرون وقال ابن عباس يرثني ابن ابني دون اخوتى لا ارث انا ابن ابنى ٥

"ভ্রাতৃগণ ও পিতা থাকিতে দাদার ফারাএজি সত্ব। আবুবকর, এবনো-আব্বাছ ও এবনোজ্জোবাএর বলিয়াছেন, দাদা পিতার তুল্য। এবনো আব্বাছ এই আয়ত পড়িলেন, ''হে আদম পুত্রগণ, আমি এবরাহিম, এছহাক ও ইয়াকুব এই পিতৃগণের দীনের তা'বেদারি করিয়াছি।

আর ইহা উল্লিখিত হয় নাই যে, কেহ আবুবকরের জামানায় তাঁহার বিপরীত মত ?ধারণ করিয়াছেন, অথচ নবি (ছাঃ) এর বহু ছাহাবা বর্ত্তমান ছিলেন।

এবনে আব্বাছ বলিয়াছেন, আমার পৌত্র আমার ওয়ারেছ হইয়া থাকে, আমার ভ্রাতৃগণ ওয়াজের হয় না। আর আমি কেন আমার পৌত্রের ওয়ারেছ হইব না?

ফৎহোল-বারি, ১২/১৫ পৃষ্ঠা,—

''এমাম বোখারি উক্ত মতের দলীল সমর্থন করার মনস্থ করিয়াছেন, কেননা এজমায় ছকুতি দলীল হইয়া থাকে, আর এস্থলে (অন্যান্য ছাহাবাগণের প্রতিবাদ না করিয়া মৌনাবলম্বন করার) এজমায় ছকুতি হইয়াছে। পিতা যেরূপ ফারাএজি সত্ব পাইয়া থাকেন, পিতামহ পিতা অভাবে সেইরূপ অংশ পাইবে ইহা উল্লিখিত তিন ছাহাবা ব্যতীত মোয়াজ, আবুদ্দারদা আবুমুছা, ওবাই বেনে কাব, আএশা ও আবু হোরায়রা বর্ণনা করিয়াছেন। ওমার, ওছমান, আলি ও এবনো মছউদ হইতে ঐরূপ বর্ণিত হইয়াছে—যদিও ইহাদের অন্য

প্রকার মতও উল্লিখিত হইয়াছে। তাবেয়িন সম্প্রদায়ের মধ্যে আতা, তাউছ, ওবায়-দুল্লাহ- বেনে আতাবা, আবুশশায়াছ, শোরাএহ, শাবি ও শহর সমুহের ফকিহগণের মধ্যে ওছমান তায়মি, আবুহানিফা, এছহাক বেনে রাহওয়াহে, দাউদ, আবু ছওর, মোজান্না, এবনো ছোরাএছ উক্ত মত ধারণ করিয়াছেন।

এবনো আবদুল বার বলিয়াছেন, এবনো আব্বাছের কেয়াছের অর্থ এই যে, যেরূপ পৌত্র পুত্রের অভাবে পুত্রের তুল্য হয়, সেইরূপ পিতামহ পিতার অভাবে পিতার তুল্য হইবে।

এবনো আব্বাছের মতের সমর্থন কারিগণ বলেন, বিদ্বানগণ এজমা করিয়াছেন যে, সাক্ষ্য ব্যাপারে, আজাদ করা ব্যাপারে, 'কেছাছ' না লওয়া ব্যাপারে পিতামহ পিতার তুল্য, আরও পিতামহ পিতার ন্যায় জাবিল-ফরুজ ও আছাবা হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি পুত্র ও পিতা ত্যাগ করে, পিতার এক ষষ্টাংশ ও পুত্রের অবশিষ্টাংশ পাইয়া থাকে। এইরূপ কেহ পিতার দাদী ও পুত্র ত্যাগ করিলে, দাদী এক ষষ্টাংশ ও পুত্র অবশিষ্টাংশ পাইয়া থাকে।

আরও বিদ্বানগণ এজমা করিয়াছেন যে, পৌত্র পুত্রের তুল্য স্বামীর অংশকে অর্দ্ধেক হইতে এক চতুর্থাংশে, স্ত্রীর অংশকে এক চতুর্থাংশ হইতে অষ্টমাংশে ও মাতার অংশকে তৃতীয়াংশ হইতে ষষ্টাংশে পরিণত করে। যদি কেহ পিতা মাতা ও পৌত্র ত্যাগ করে, তবে পিতা মাতার প্রত্যেকে এক ষষ্টাংশ (ও পৌত্র অবশিষ্টাংশ) পাইয়া থাকে। যদি কেহ পিতামহের পিতা ও চাচা ত্যাগ করে, তবে তাহার সম্পত্তি চাচা না পাইয়া পিতামহের পিতা পাইয়া থাকে। এক্ষেত্রে উহা তাহার ভ্রাতাগণের না পাইয়া তাহার পিতামহের পাওয়া উচিত, কাজেই তাহার পিতার সন্তানগণ অপেক্ষা পিতামহের সমধিক হকদার হওয়া উচিত, যেরূপ তাহার পিতার সন্তানগণ অপেক্ষা পিতাই সমধিক হকদার। আরও বিদ্বানগণ এজমা করিয়াছেন, বৈপিত্রেয় ভাইগণ পিতামহ থাকিলে, অংশ পায় না, যেরূপ এস্থলে পিতা তাহাদিগকে বঞ্চিত করে,

সেইরূপ পিতামহের ভাইদিগকে বঞ্চিত করিয়া দিয়াছেন। কাজেই পিতার তুল্য পিতামহের ভাইদিগকে ও ভাইদের পুত্রদিগকে তাঁহা হইতেও বঞ্চিত করিয়া দেওয়া যুক্তি সঙ্গত, এমাম শোবি বলিয়াছেন, ওমার, আলি, এবনো-মছউদ ও জায়েদ হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মত উল্লিখিত হইয়াছে। হজরত ওমার ও আলি এক প্রকার দিতেন যে, দাদা ভ্রাতৃগণকে বঞ্চিত করিয়া দিবে। অন্যবার উহার বিপরীত ফৎওয়া ফৎওয়া দিতেন।

ফৎহোল-বারীর ১৩/১৪/১৭ পৃষ্ঠায় আছে, হজরত ওমর দাদা সম্বন্ধে শত প্রকার বিপরীত বিপরীত ফৎওয়া দিতেন। এইরূপ হজরত এবনো মছউদ ও আলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ফৎওয়া দিতেন।

قال عبيدة فرأيهما في الجماعة احب الى من رأى احدهما في الفرقة ●

"ওবায়দা বলিয়াছেন, ওমার ও আলির পৃথক পৃথক মত অপেক্ষা তাহাদের বিরাট দল ছাহাবার অনুরূপ মতটী আমার নিকট সমধিক প্রীতিজনক।"

জয়েদ একবার বলেন, ভাইগণ দাদা অপেক্ষা সমধিক হকদার, আর একবার বলেন, দাদা ও ভাইগণ ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্বন্ধে শরিক হইবে।

উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হইল যে, এমাম আবু হানিফার মত অধিক সংখ্যক ছাহাবার মত, আর যে চারিজন ছাহাবা অন্যরূপ মত ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে তিন জনের এক একমত— উক্ত বিরাট দলের অনুরূপ। আরও সেই চারি জনের মত ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমস্তের মধ্যে কোনটি গ্রহণীয়, তাহাও জানা যায় না। এমাম বোখারী প্রথম মতের উপর এজমার দাবি করিয়াছেন। কাজেই সূক্ষ্ম ভাবে আলোচনা করিলে, বুঝা যায় যে, দাদা সম্বন্ধে এমাম আজমের মতই সমধিক উৎকৃষ্ট। কাজি শওকানি ফৎহোল-কদিরের ১/৩৯৭ পৃষ্ঠায় ও নবাব ছিদ্দিক হাছান ছাহেব নয়লোল মারামের ১১০

পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

اجمع العلماء علي ان الجد لايرث مع الاب شيأ ٥

"বিদ্বানগণ এজমা করিয়াছেন যে, পিতামহ পিতা থাকিলে, কোন অংশ পাইবে না।"

(৩) বৈমাত্রেয় ভাই ভগ্নীগণের একজন থাকিলে, এক ষষ্ঠাংশ, দুই বা ততোধিক থাকিলে, এক তৃতীয়াংশ পাইবেন, তাহাদের পুরুষ ও স্ত্রী লোক সমান অংশ পাইবেন। মৃতের পুত্র কন্যা, পৌত্র পৌত্রী, যত নিম্নে যাউক, পিতা ও পিতামহ থাকিলে, উক্ত পিত্রেয় ভাই ভগ্নীগণ বঞ্চিত হইবে। ইহা ছেরাজিয়াতে আছে।

তৃতীয় দাবির প্রমাণ,—

কোরান ছুরা নেছা,—

وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ٥

"আর যদি যে পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোকের অংশ অন্যেরা গ্রহণ করিবে, তাহারা পিতা ও সন্তান হীন হয়, এবং তাহার ভাই কিম্বা ভগ্নী থাকে, তবে এতদুভয়ের প্রত্যেকের এক ষষ্ঠাংশ হইবে, আর যদি তাহরা একাধিক হয়, তবে তাহারা এক তৃতীয়াংশের শরিক হইবে।"

খাঁ ছাহেবের পরমগুরু কাজি শাওকানি, তফছির ফৎহোল-কদিরের ১/৩৯৯/৪০০ পৃষ্ঠায়, দ্বিতীয় গুরু নওয়াব ছিদ্দিক হাছান ছাহেব ফৎহোল-বায়ানের ২/১৮৮/১৮৯ পৃষ্ঠায় ও নয়লোল-মারামের ১১৩/১১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

قال القرطبى اجمع العلماء على ان الاخوة ههنا هم الاخوة لام قال ولا خلاف بين اهل العلم ان

الاخوة للاب والام او للاب ليس ميراثهم هكذا فدل اجماعهم على ان الاخوة المذكورين في قوله وان كانوا اخوة رجالا اونساء فللذكر مثل حظ الانثيين هم الاخوة لابوين او الاب ٥ وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ٥

"কোরতবি বলিয়াছেন, আলেমগণ এজমা করিয়াছেন, এস্থলে ভাইগণের অর্থ বৈপিত্রেয় ভাইগণ। আরও বিদ্বানগণের মধ্যে এসম্বন্ধে মতভেদ নাই যে, সমপিতৃ মাতৃকা (আয়নি) ভাইগণ ও (আল্লাতি) বৈমাত্রেয় ভাইগণের মিরাছি সত্ব এইরূপ নহে, কাজেই তাহাদের এজমাতে বুঝা গেল যে,—

وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ٥

এই আয়তে ভাইগণের অর্থ আয়নি ও বৈমাত্রেয় ভাইগণ।"

আরও তাঁহারা লিখিয়াছেন,—

وقد استدل بذلك علي ان الذكر كالانثى من الاخوة لام لان الله شرك بينهم في الثلث ولم يذكر فضل الذكر علي الانثي كما ذكره في البنين والاخوة لابوين او لاب قال القرطبي وهذا اجماع ودلت الآية على الاخوة لام اذا استكملت بهم المسئلة كانوا اقدم علي الاخوة لابوين او لاب و ذلك في المسئلة المسماة بالحمارية

وهى اذا ترك الميتة زوجاً واما و اما واخوين لام واخوة فان للزوج النصف وللام السدس وللاخوين لام الثلث ولا شئ للاخوة لابوين و وجه ذلك انه قد وجد الشرط الذى يرث عنده الاخوة من الام وهو كون الميت كلالة ويؤيد هذا حديث الحقوا الفرائض باهلها فما بقى فلاولى رجل ذكر وهو في الصحيحين وغير هما وقد قررنا دلالة الآية والحديث علي ذلك في الرسالة التي سمينا ها المباحث الدرية في المسئلة الحمارية ٥

"এই আয়ত দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা হইয়াছে যে, আখ্‌ইয়াফি (বৈপিত্রেয়) ভাই ও ভগ্নীর অংশ তুল্য, কেননা আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে এক তৃতীয়াংশের শরিক করিয়াছেন, অথচ স্ত্রীলোকের উপর পুরুষ লোকের শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করেন নাই, যেরূপ আয়নি ও আল্লাতি ভাই ভগ্নীদের মধ্যে এইরূপ প্রভেদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কোরতবি বলেন, ইহার উপর এজমা হইয়াছে। আরও এই আয়তে সপ্রমাণ হয় যে, যদি বৈপিত্রেয় ভাই ভগ্নীদিগকে স্বত্ব দেওয়ার পরে কোন স্বত্ব অবশিষ্ট না থাকে, তবে এই ভাই ভগ্নী 'আয়নি' ও 'আল্লাতি' ভাইগণ অপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবে, ইহা কেবল 'হেমারিয়া' নামক মছলাতে সংঘটিত হইয়া থাকে, উহা এই—

মৃত

স্বামী, মাতা, আখ্‌ইয়াফিভ্রাতাদ্বয়, আয়নিভ্রাতৃগণ।

এস্থলে স্বামীর অংশ অর্দ্ধেক, মাতার অংশ এক ষষ্ঠাংশ,

আখ্‌ইয়াফি ভ্রাতাদ্বয়ের অংশ এক তৃতীয়াংশ আয়নি ভ্রাতার কোন অংশ নাই।

ইহার কারণ এই যে, যে শর্ত্তের জন্য আখ্‌ইয়াফি ভাইগণ অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা পাওয়া গিয়াছে, উহা মৃতের كلالة বা পিতা পুত্রহীন হওয়া। নিম্নোক্ত হাদিছ উহার সমর্থন করে, (হজরত বলিয়াছেন,) তোমরা ফারাএজের অংশ উহার যোগ্য পাত্রদিগকে প্রদান কর, তৎপরে যাহা অবশিষ্ট থাকে, নিকটস্থ পুরুষের (আছাবার) প্রাপ্য হইবে। ছহিহ বোখারি, মোছলেম ও অন্যান্য কেতাবে এই হাদিছটী আছে। আমি কোর-আনের আয়ত ও হাদিছ এই মতের প্রমাণ হওয়া المباحث الدرية في المسئلة الحمارية নামক কেতাবে সপ্রমাণ করিয়াছি।

নবাব ছিদ্দিক হাছান ছাহেব উক্ত তফছিরের উক্ত পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

قرأ سعد بن ابى وقاص وابن مسعود من ام والقرأة الشاذة كخبر الآحاد لانها ليست من قبل الراى واطلق الشافعي الاحتجاج بها...........وعليه جمهور اصحابه لانها منقولة عن النبي صلعم ولا يلزم من انتفاء خصوص قرأ نيتها انتقاء خصوص خبريتها ০

ছা'দ বেনে আবি অক্কাছ ও এবনো-মছউদ উক্ত আয়াতের له اخ واخت এর পরে ام শব্দ পড়িয়াছিলেন, (উহার অর্থ আখ্‌ইয়াফি ভাই ভগ্নী)। এই কেরাতে শাজ্জা আহাদ হাদিছের তুল্য, কেননা উহা রায় ও কেয়াছ হইতে পারে না। শাফেয়ি প্রত্যেক স্থলে উহা প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যগণ এই মতাবলম্বন করিয়াছেন। কেননা উহা নবি (ছাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। উহা কোরানের অংশ বিশেষ সপ্রমাণ না হইলেও হাদিছের অংশ বিশেষ

না হওয়া সপ্রমাণ হয় না।''

কাজি শওকানি উক্ত তফছিরের ৪০১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—ছইদ বেনে মনছুর, আবদ বেনে হোমাএদ, দারমি, এবনো জরির, এবনো-মোঞ্জের, এবনো-আবি হাতেম ও বয়হকী ছা'দ বেনে আবি অক্কাছ হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি وله اخ و اخت من ام পড়িতেন—

বয়হকি শা'বি হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, নবি (ছাঃ) এর কোন ছাহাবা কখন পিতামহ থাকিতে বৈপিত্রেয় ভাই ভগ্নীদিগকে কিছুই অংশ প্রদান করেন নাই।

এবনো আবি হাতেম, এবনো-শেহাব হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, (হজরত) ওমার বৈপিত্রেয় ভাই ও ভগ্নীকে তুল্যাংশ দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জুহরি বলিয়াছেন, আমি ধারণা করি না যে, (হজরত) ওমার নবি (ছাঃ) হইতে অবগত না হইয়া এইরূপ ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন।''

ছুরা নেছার আয়তে যে আখ্ইয়াফি ভাই ভগ্নীগণের অংশ দেওয়ার কথা আছে, উহাকে মৃতের 'কালালা' হওয়ার কথা আছে, কালালা শব্দের অর্থ যাহার পিতা ও পিতামহ না থাকে, ইহাতে বুঝা যায় যে, পিতা ও পুত্র থাকিলে, আখ্ইয়াফি ভাই ভগ্নীগণ বঞ্চিত হইবে। পিতামহ পিতার তুল্য ও পৌত্র পুত্রের তুল্য কাজেই পিতামহ ও পৌত্র থাকিলে, তাহারা বঞ্চিত হইবে।

বেদাএতোল-মোজতাহেদ, ২/৩২২ পৃষ্ঠা,—

واجمعوا على انهم لا يرثون مع اربعة وهم الاب الجد ابو الاب وان علا و البنون و بنو البنين و ان سلغوا ٥

"বিদ্বান্‌গণ এজমা করিয়াছেন যে, আখ্ইয়াফি ভাই ভগ্নীগণ পিতা, পিতামহ, যত উর্দ্ধে যাউক, পুত্র, পৌত্র, যত নিয়ে যাউক থাকিলে, ওয়ারেছ হইবে না।''

রওজায়-ন্যাদিয়া, ৩৯০ পৃষ্ঠা,—

ولا ميراث للاخوة والاخوات مطلقا مع الابن او ابن
الابن او الاب وفى ميراثهم مع الجد خلاف ٥

"যে কোন প্রকারের ভাই ভগ্নী হউক, পুত্র, পৌত্র, কিম্বা পিতা বর্ত্তমান থাকিলে, অংশ পাইবে না, পিতামহ থাকিলে, অংশ পাইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে।"

আরও আমি ইতিপূর্ব্বে সপ্রমাণ করিয়াছি যে, বৈপিত্রেয় ভাই ভগ্নীগণ পিতামহ থাকিতে অংশ পাইবে না, ইহার উপর এজমা হইয়াছে। আয়নি ও আল্লাতি ভাই ভগ্নী অধিকাংশ ছাহাবার মতে অংশ পাইবে না, এমাম বোখারি বলিয়াছেন, হজরত আবুবকরের জামানায় এই মতের উপর ছাহাবাগণের এজমায়-ছকুতি স্থাপিত হইয়াছে।

(৪) স্বামী— পুত্র, কন্যা কিম্বা পৌত্র পৌত্রী না থাকিলে, অর্দ্ধেক পাইবে, থাকিলে এক চতুর্থাংশ পাইবে। ইহা ছেরাজিয়াতে আছে।

এই দাবির প্রমাণ ছুরা নেছা,—

ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد
فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ٥

"তোমাদের স্ত্রীগণ যাহা ত্যাগ করিয়াছে, যদি তাহাদের পুত্র কন্যা না থাকে, তবে উহার অর্দ্ধেকাংশ তোমাদের প্রাপ্য। আর যদি তাহাদের পুত্র কন্যা থাকে, তবে তাহারা যাহা ত্যাগ করিয়াছে উহার এক চতুর্থাংশ তোমাদের অংশ হইবে।"

কাজি শওকানি "ফৎহোল-কদীরের ১/৩৯৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"والمراد بالولد الصلب او ولد الولد لما قدمنا من الاجماع

"الولد" শব্দের অর্থ হকিকি পুত্র কন্যা, পৌত্র পৌত্রী, ইতি পূর্ব্বে ইহার

উপর এজমা হওয়ার উল্লেখ করিয়াছি।

(৫) স্ত্রী এক হউক, আর একাধিক হউক, মৃতের পুত্র কন্যা, পৌত্র পৌত্রী না থাকিলে, এক চতুর্থাংশ পাইবে, আর থাকিলে, অষ্টমাংশ পাইবে। ইহা ছেরাজিয়াতে আছে।

এই দাবির প্রমাণ ছুরা নেছা,—

ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ٥

"এবং তোমরা যাহা ত্যাগ করিয়াছ, যদি তোমাদের পুত্র কন্যা না থাকে, তবে উহার চতুর্থাংশ উক্ত স্ত্রীলোকদের জন্য হইবে। আর যদি তোমাদের পুত্র কন্যা থাকে, তবে তোমরা যাহা ত্যাগ করিয়াছ, উহার অষ্টমাংশ তাহাদের জন্য হইবে।"

কাজি শওকানি ইহার তফছিরে লিখিয়াছেন, একটী স্ত্রীর যে অংশ, একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সেই অংশ সমান ভাবে বণ্ঠন করা হইবে, ইহাতে কোন আলেমের মতভেদ নাই।

(৬) কন্যা—একটী কন্যা অর্দ্ধেক পাইবে, একাধিক কন্যা দুই তৃতীয়াংশ পাইবে, আর যদি পুত্র থাকে, তবে কন্যাগণ জাবিল-ফরুজ ভাবে উক্ত প্রকার অংশ পাইবে না, বরং পুত্র তাহাদিগকে আছাবা করিয়া দিবে, দুই কন্যার অংশ এক পুত্রের অংশের তুল্য হইবে। ইহা ছেরাজিয়াতে আছে।

এই দাবির প্রমাণ কোরান ছুরা নেছা,—

يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ٥

"আল্লাহ তোমাদের পুত্র কন্যাদের সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন—দুইটী স্ত্রীলোকের অংশের তুল্য একটী পুরুষের (অংশ)

হইবে। তৎপরে যদি উক্ত সন্তানগণ দুইটীর অধিক স্ত্রীলোক হয়, তবে মৃত যাহা ত্যাগ করিয়াছে উহার দুই তৃতীয়াংশ তাহাদের জন্য হইবে। আর যদি একটী স্ত্রীলোক হয় তবে অর্দ্ধেকাংশ তাহার জন্য হইবে।''

কাজি শওকানি উক্ত তফছিরের ১/৩৯৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—দুইটী কন্যার, অংশ একটী পুত্রের তুল্য হইবে। ইহা যখন পুত্র কন্যা উভয় শ্রেনী থাকে। আর যার কেবল পুত্র থাকে, তবে (অবশিষ্ট) সমস্ত অংশ তাহার প্রাপ্য হইবে। একটী কন্যা থাকিলে, অর্দ্ধেক পাইবে, একাধিক কন্যা থাকিলে, দুই তৃতীয়াংশ পাইবে। কোরানের শব্দে স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে, তিনটী কন্যা বা ততোধিক কন্যা দুই তৃতীয়াংশ পাইবে, দুইটী কন্যার অংশ খোদা উল্লেখ করেন নাই। এইহেতু বিদ্বান্‌গণ এই সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন। অধিক সংখ্যক বিদ্বান্ বলিয়াছেন, দুই কন্যা দুই তৃতীয়াংশ পাইবে। কেবল এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন, অর্দ্ধেকাংশ পাইবে। অধিকাংশ বিদ্বানের দাবির প্রমাণ একটী হাদিছ যাহা এবনো আবিশায়বা, আহমদ, আবুদাউদ, তেরমেজি, এবনো-মাজা, আবুয়ালি, এবনো-আবি হাতেম, এবনো-হাব্বান হাকেম ও বয়হকি রেওয়াএত করিয়াছেন, উহা এই—জাবের বলিয়াছেন ছা'দ বেনের রবির স্ত্রী রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, ইয়া রাছুলুল্লাহ, এই দুইটী ছা'দ বেনের রবির কন্যা, এতদুভয়ের পিতা আপনার সঙ্গে ওহোদে শহীদ হইয়া গিয়াছেন, তাহাদের চাচা তাহাদের অর্থ সম্পদ আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন, তিনি ইহাদের জন্য কোন অর্থ পরিত্যাগ করেন নাই। আর তাহাদের অর্থ সম্পদ না থাকিলে, তাহাদের বিবাহ হইবে না। ইহাতে হজরত বলিলেন, আল্লাহ এতৎ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবেন। তৎপরে আল্লাহ উক্ত আয়ত নাজেল করিয়া ছিলেন। তখন রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তাহাদের চাচার নিকট লোক পাঠাইয়া সংবাদ দিলেন যে, তুমি ছা'দের কন্যাদ্বয়কে (সম্পত্তি) দুই তৃতীয়াংশ ও তাহাদের মাতাকে এক ষষ্ঠাংশ প্রদান কর, অবশিষ্ট তোমার প্রাপ্য।''

এই হাদিছে বুঝা যায় যে, যেরূপ তিন কন্যা দুই তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ দুই কন্যা উহাই প্রাপ্ত হইবে।

(৭) পৌত্রিগণ—কন্যা না থাকিলে, একটী পৌত্রী অর্দ্ধেক অংশ পাইবে, দুই বা ততোধিক পৌত্রী দুই তৃতায়াংশ পাইবে, একটী কন্যা থাকিলে, পোত্রী কিম্বা পৌত্রিগণ এক ষষ্ঠাংশ পাইবে। আর যদি দুইটী কন্যা থাকে, তবে পৌত্রিগণ কিছু পাইবেনা কিন্তু যদি পৌত্রগণ থাকে, তবে তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া আছাবা হইয়া যাইবে। ইহা ছেরাজিয়াতে আছে।

এই দাবির প্রমাণ,—

ছহিহ বোখারি, ২/৯৯৭ পৃষ্ঠা,—

قال زيد ولد الابناء بمنزلة الولد اذا لم يكن دونهم ولد ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ٥

"জায়েদ বলিয়াছেন, পৌত্র পৌত্রিগণ পুত্র কন্যার তুল্য, যদি তাহাদের মধ্যে-পুত্র কন্যা বর্ত্তমান না থাকে, তাহাদের পৌত্রগণ পুত্রের তুল্য ও পৌত্রিগণ-কন্যার তুল্য, ইহারা ওয়ারেছ হইবে—যেরূপ তাহারা ওয়ারেছ হইয়া থাকে, ইহারা অন্যকে বঞ্চিত করিবে যেরূপ তাহারা বঞ্চিত করিয়া থাকে।"

ফৎহোল-বারী, ১২/১২ পৃষ্ঠা, —

قد اجمعوا ان بنى البنين ذكورا و اناثا كالبنين عند فقد البنين ٥

"নিশ্চয় বিদ্বান্‌গণ এজমা করিয়াছেন যে, পৌত্র পৌত্রিগণ পুত্র কন্যাগণের তুল্য—যদি পুত্র কন্যাগণ না থাকে।"

উপরোক্ত বিবরণে সপ্রমাণ হয় যে, কন্যা না থাকিলে, একটী পৌত্রী অর্দ্ধেকাংশ পাইবে, দুইটী বা ততোধিক পৌত্রী দুই তৃতীয়াংশ

পাইবে, ইহা হজরত জয়েদ বেনে ছাবেতের ফৎওয়া।

বলুগোল—মারামে এই হাদিছটী উল্লিখিত আছে—

قال رسول الله صلعم أفرضكم زيد بن ثابت ٥

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে জয়েদ বেনে ছাবেত সমধিক ফারাএজ তত্ত্ববিদ্।" তেরমেজি এই হাদিছটী ছহিহ বলিয়াছেন।

আরও এই মতের উপর মোজতাহেদগণের এজমা হইয়াছে, আর এজমা অকাট্য দলীল।

ছহিহ বোখারি, ২/৯৯৭ পৃষ্ঠা,—

سئل ابو موسیٰ عن ابنة وابنة ابن واخت فقال للابنة النصف وللاخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعنى فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابى موسیٰ فقال لقد ضللت اذن وما انا من المهتدين اقضى فيها قضى النبى صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللاخت ٥

"আবুমুছা একটী কন্যা, একটী পৌত্রী ও একটী ভগ্নী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, কন্যা অৰ্দ্ধেক পাইবে। ভগ্নি অৰ্দ্ধেক পাইবে। আর তুমি এবনে-মছউদের নিকট গমন কর, অচিরে তিনি আমার অনুসরন করিবেন। তৎপরে এবনো-মছউদ জিজ্ঞাসিত ও আবুমুছার সংবাদ প্রদত্ত হইলেন। তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, (যদি আমি তাহার অনুসরণ করি), তবে ভ্রান্ত হইয়া যাইব ও সত্যপথ প্রাপ্তদিগের অন্তর্ভূক্ত থাকিব না। নবি (ছাঃ) যেরূপ ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ ব্যবস্থা প্রদান করিব—কন্যা অৰ্দ্ধেক, পৌত্রী এক যষ্ঠাংশ—দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ করার জন্য

অবশিষ্টাংশ ভগ্নীর প্রাপ্য।

ইহাতে বুঝা যায় যে, একাধিক কন্যার অংশ, দুই তৃতীয়াংশ, এক কন্যা থাকিলে, পৌত্রী একযষ্ঠাংশ পাইবে, কন্যা না থাকিলে, এক পৌত্রী অর্দ্ধেক ও একাধিক পৌত্রী দুই তৃতীয়াংশ পাইবে। দুই কন্যা থাকিলে, পৌত্রীরা কিছুই পাইবে না। এক্ষেত্রে পৌত্র আছাবা হইলে, পৌত্রীগণ তাহার সহিত মিলিয়া আছাবা হইবে, যেরূপ পুত্র থাকিলে, কন্যাগণ তাহার সহিত মিলিত হইয়া আছাবা হইয়া থাকে।

ছহিহ বোখারি ২/৯৯৭ পৃষ্ঠা ঃ—

ولا يرث ولد الابن مع الابن ٥

হজরত জায়েদ বলিয়াছেন, পৌত্র ও পৌত্রী, পুত্র থাকিতে ওয়ারেছ হইবে না।

(৮) আয়নি ভগ্নিগণ, এক ভগ্নী অর্দ্ধেক, দুই বা ততোধিক ভগ্নী দুই তৃতীয়াংশ পাইবে। আয়নি ভাই থাকিলে, আয়নি ভগ্নিগণ আছাবা হইয়া যাইবে। এক ভাই দুই ভগ্নীর তুল্য অংশ গ্রহণ করিবে।

কন্যা ও পৌত্রী আয়নি ভগ্নিদিগকে আছাবা করিয়া দিবে, ইহা ছেরাজিয়াতে আছে।

এই দাবির প্রমাণ—ছুরা নেছা—

يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكللة ـ ان امرؤا هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك و هو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ٥

"লোকেরা তোমার নিকট ফৎওয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি বল, আল্লাহ তোমাদিগকে কালালা সম্বন্ধে ফৎওয়া দিতেছেন, যদি কোন ব্যক্তি মরিয়া যায়, অথচ তাহার সন্তান না থাকে এবং তাহার এক ভগ্নী থাকে, তবে তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্দ্ধেক তাহার

প্রাপ্য হইবে। আর সেই ভাই উক্ত ভগ্নীর ওয়ারেছ হইবে যদি তাহার সন্তান না থাকে। আর যদি তাহার দুই ভগ্নী হয়, তবে তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ তাহাদের প্রাপ্য হইবে। আর যদি ভাই ও ভগ্নিগণ থাকে, তবে পুরুষের দুইটী স্ত্রীলোকের তুল্য অংশ হইবে।"

উপরোক্ত আয়তে যে কালালা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, উহার অর্থ যাহার সন্তান নাই এবং পিতা মরিয়া গিয়াছে, এস্থলে পিতা না থাকার কথা উল্লেখ করা হয় নাই, কেননা ইহা অতি প্রসিদ্ধ, যদি মৃতের পুত্র কন্যা না থাকে, ও পিতা মরিয়া গিয়া থাকে, তবে তাহার এক্ ভগ্নী অর্দ্ধেক পাইবে, একাধিক ভগ্নী দুই তৃতীয়াংশ পাইবে। যদি তাহাদের সঙ্গে ভাই থাকে, তবে ভগ্নিগণ আছাবা হইবে, প্রত্যেক ভাই দুই ভগ্নীর তুল্য অংশ পাইবে।

কাজি শওকানি তফছিরে ফৎহোল-কদীরের ১/৫০৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

এস্থলে ভগ্নীর অর্থ আয়নি কিম্বা আল্লাতী ভগ্নী, ইহার অর্থ আখইয়াফি ভগ্নী নহে, কেননা তাহার অংশ এক যষ্ঠাংশ ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

অধিকাংশ মোজতাহেদ ছাহাবা তাবেয়ি ও তাবা তাবেয়ি বলিয়াছেন, আল্লাতি ও আয়নি ভগ্নিগণ, কন্যা থাকিলে, আছাবা হইয়া যাইবে।

এবনো-আব্বাছ ও দাউদ জাহেরি বলেন যে, এই আয়তে বুঝা যায় যে, যেরূপ পুত্র থাকিলে, ভগ্নিগণ বঞ্চিত হইয়া থাকে, সেইরূপ কন্যা থাকিলে তাহারা বঞ্চিত হইবে, কিন্তু ইহা ছহিহ হাদিছের খেলাফ।

ছহিহ বোখারির (২/৯৯৮ পৃষ্ঠায়) আছে,—

قضى فينا معاذ بن جبل علي عهد رسول الله صلعم

النصف للابنة والنصف للاخت قال النبى صلعم للابنة النصف وللابنة الابن السدس وما بقي فللاخت ٥

"আমাদের সম্বন্ধে মোয়াজ বেনে জাবাল, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর জামানায় কন্যার অৰ্দ্ধেকাংশ ও ভগ্নির অৰ্দ্ধেকাংশ প্রদান করয়াছিলেন।

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, কন্যার অৰ্দ্ধেকাংশ পৌত্রীর এক যষ্টাংশ ও ভগ্নীর অবশিষ্টাংশ।"

স্ত্রীলোকের পুত্র কন্যা না থাকিলে, তাহার ভ্রাতা তাহার সমস্ত সম্পত্তি পাইবে। ইহাও আয়তে বুঝা যায়।

(৯) আল্লাতি ভগ্নিগণ, আয়নি ভগ্নিগণ না থাকিলে, অথবা একজন থাকিলে অৰ্দ্ধেক, একাধিক থাকিলে, দুই তৃতীয়াংশ পাইবে। একজন আয়নি ভগ্নী থাকিলে, দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ করার জন্য আল্লাতি ভগ্নিগণ এক যষ্টাংশ পাইবে, দুইজন আয়নি ভগ্নী থাকিলে, আল্লাতি ভগ্নীগণ অংশ পাইবে না। কিন্তু যদি একজন আল্লাতি ভাই থাকে, তবে আল্লাতি ভগ্নিগণ তাহার সহিত মিলিত হইয়া আছাবা হইয়া যাইবে, একভাই দুইভগ্নীর তুল্য অংশ পাইবে। কন্যা কিম্বা পুত্রের কন্যা থাকিলে, আল্লাতি ভগ্নিগণ আছাবা হইয়া যাইবে। আয়নি ও আল্লাতি ভাই ভগ্নিগণ পুত্র, পৌত্র, পিতা থাকিলে, অংশ পাইবে না। ইহা সৰ্ব্ববাদি সম্মত মত। দাদা থাকিলে, এমাম আবু হানিফার মতে অংশ পাইবে না। আল্লাতি ভাই ভগ্নিগণ আয়নি ভাই থাকিলে, অংশ পাইবে না। আয়নি ভগ্নি আছাবা হইলে, আল্লাতি ভাই ভগ্নিগণ অংশ পাইবে না। ইহা ছেরাজিয়াতে আছে।

এই দাবির প্রমাণ,—

কাজি শওকানি 'দারারিয়ে-মজিয়া'র ২/২৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

وان اعيان بني آدم يتوارثون دون بني العلات الرجل

يرث اخاه لابيه وامه دون اخيه لابيه اخرجه احمد وابن ماجه والترمذى والحاكم وفى اسناده الحارث الاعور ولكنه قد وقع الاجماع على ذلك ০

হজরত বলিয়াছেন,—

আয়নি ভাই ভগ্নিগণ ওয়ারেছ হইবে, (তাহাদের থাকিতে) আল্লাতি ভাই ভগ্নিগণ ওয়ারেছ হইবে না। এক ব্যক্তি নিজের আয়নি ভ্রাতার ওয়ারেছ হইবে, আল্লাতি ভাই ওয়ারেছ হইবে না। আহমদ এবনো-মাজা, তেরমেজি ও হাকেম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন, ইহার ছনদে হারেছ আওর আছে, কিন্তু ইহার উপর এজমা হইয়াছে।''

এমাম কোরতাবি 'বেদা-এতোল-মোজতাহেদ' কেতাবে ২/৩২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

اجمع العلماء علي ان الاخوة للاب والام يحجبون الاخوة للاب عن الميراث قياسا علي بنى الابناء مع بني الصلب قال ابو عمر وقدروى ذلك فى حديث حسن عن على رضى الله تعالىٰ عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعيان بني الام يتوارثون دون بنى العلات ০

বিদ্বানগণ এজমা করিয়াছেন যে, আয়নি ভাই ভগ্নিগণ আল্লাতি ভাই ভগ্নিগণকে 'মিরাছ' হইতে বঞ্চিত করিবে, যেরূপ হাকিকি পুত্রগণ পৌত্রগণকে বঞ্চিত করিয়া থাকে। আবু ওমার বলিয়াছেন, এসম্বন্ধে আলি (রাঃ) হইতে হাছান হাদিছে রেওয়াএত করা হইয়াছে যে, নবি (ছাঃ) ব্যবস্থা দিয়াছিলেন আয়নি ভাই ভগ্নিগণ ওয়ারেছ হইবে, তাহাদের থাকিতে আল্লাতি ভাই ভগ্নিগণ ওয়ারেছ হইবে না।

যদি আয়নি ভাই ভগ্নিগণ না থাকে, তবে একজন আল্লাতি ভগ্নি অৰ্দ্ধেক পাইবে, একাধিক হইলে, দুই তৃতীয়াংশ পাইবে। আল্লাতি ভগ্নিদিগের সহিত আল্লাতি ভাই থাকিলে, তাহারা আছাবা হইয়া যাইবে। ইহা ইতিপূর্ব্বে ছুরা নেছার আয়ত হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে।

বেদায়াতোল-মোজতাহেদ ২/৩২৩/৩২৪ পৃষ্ঠায়—

اجمع العلماء على ان الاخوات للاب والام اذا استكملن الثلثين فانه ليس للاخوات للاب معهن شئ كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب وانه ان كانت الاخت للاب والام واحدة فللاخوات للاب ما كن بقية الثلثين وهو السدس واختلفوا اذ كان مع الاخوات للاب ذكر فقال الجمهور يعصبهن ويقتسمون المال للذكر مثل حظ الانثيين كالحال فى بنات الابن مع بنات الصلب ٥

" বিদ্বানগণ এজমা করিয়াছেন, যখন আয়নি ভগ্নিগণ দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ করিয়া লয়, তখন তাহাদের সহিত আল্লাতি ভগ্নিগণ থাকিলে, কোন অংশ পাইবে না। যেরূপ পুত্রের কন্যাগণের হকিকি কন্যাগণের সহিত ব্যবস্থা হয়। আর যদি আয়নি ভগ্নি একজন হয়, তবে দুই তৃতীয়াংশের যাহা অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ এক ষষ্ঠাংশ আল্লাতি ভগ্নিগণ পাইবে। আর যদি আল্লাতি ভগ্নিগণের সহিত আল্লাতি ভাই থাকে, তবে ইহাতে মতভেদ করিয়াছেন, অধিক সংখ্যক বিদ্বান্ (ছা'হাবা) বলিয়াছেন আল্লাতি ভাই আল্লাতি ভগ্নিগণকে আছাবা করিয়া দিবে। তাহাদের এক ভাই দুই ভগ্নির তুল্য সম্পত্তি বন্টন করিয়া লইবে যেরূপ পৌত্রীদের কন্যাদের সহিত ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

আরও ৩২৪ পৃষ্ঠা,—

واجمعوا على ان الاخوة للاب يقومون مع الاخوة

للاب والام عند فقدهم كالحال فى بنى البنين مع البنين
واذا كان معهن ذكر عصبهن ٥

"আরও বিদ্বান্‌গণ এজমা করিয়াছেন যে, আয়নি ভগ্নিগণ না থাকিলে, আল্লাতি ভগ্নিগণ তাহদের স্থলাভিষিক্ত হইবে, যেরূপ পৌত্রদের পুত্রগণের সহিত ব্যবস্থা হইয়া থাকে আর যদি তাহাদের সহিত আল্লাতি ভাই থাকে, তবে তাহাগিদকে আছাবা করিয়া দিবে।"

এমাম মালেক মোয়াত্তার ৩২৫/৩২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

الامر المجتمع عليه عندنا ان ميراث الاخوة للاب اذا لم يكن معهم احد من بنى الاب والام كمنزلة الاخوة للاب والام سواء ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم ـ فان اجتمع الاخوة للاب والام والاخوة للاب وكان فى الام والاب ذكر فلا ميراث لاحد من بنى الاب و ان لم يكن بنو الاب والام الا امرأة واحدة او اكثر من ذلك من الاناث لا ذكر معهن فانه يفرض للاخت الواحدة للاب والام النصف ويفرض للاخوات للاب السدس تتمة الثلثين فان كان مع الاخوات للاب ذكر فلا فريضة لهن ويبدا باهل الفرايض المسماة فيعطون فرائضهم فان فضل بعد ذلك فضل كان بين الاخوة للاب للذكر مثل حظ الانثيين ـ فان كانت الاخوة للاب والام امرأتين او اكثر من ذلك من الاناث فرض لهن الثلثان ولا ميراث

معهن للاخوات للاب الا ان يكون معهن اخ لاب فان كان معهن اخ لاب بدئ بمن شركهم بفريضة مسماة فاعطوا فرائضهم فان فضل بعد ذلك فضل كان بين الاخوة للاب للذكر مثل حظ الانثيين ٥

"আমাদের নিকট এজমায়ি মত এইযে, যদি আয়নি ভাই ভগ্নি না থাকে, তবে আল্লাতি ভাই ভগ্নিগণ আয়নি ভাই ভগ্নিগণের তুল্য হইবে, তাহাদের পুরুষগণ উহাদের পুরুষগণের ও স্ত্রীলোকগণ স্ত্রীলোকগণের তুল্য হইবে। যদি আয়নি ভগ্নিগণ আল্লাতি ভগ্নিগণের সহিত সমবেত হয়, আর একজন আয়নি ভাই থাকে, তবে আল্লাতি ভাই ভগ্নিগণের কেহ অংশ পাইবে না। আর যদি আয়নি ভগ্নি একজন বা একাধিক থাকে এবং তাহাদের সহিত কোন আয়নি ভাই না থাকে, এক্ষেত্রে একজন আয়নি ভগ্নি অৰ্দ্ধেক পাইবে এবং দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ করার জন্য আল্লাতি ভগ্নী এক ষষ্ঠাংশ পাইবে। আর যদি আল্লাতি ভগ্নিদের সহিত একজন আল্লাতি ভাই থাকে, তবে তাহাদের কোন জাবিল-ফরুজের সত্ত্ব নাই, প্রথমে জাবিল ফরুজদিগকে তাহাদের সত্ত্ব দেওয়া হইবে, তৎপরে অবশিষ্ট কিছু থাকিলে, আল্লাতি ভাই ভগ্নিগণের মধ্যে পুরুষে দুইজন স্ত্রীলোকের তুল্য অংশ পাইবে। আর যদি আয়নি ভগ্নিদের দুইজন বা ততোধিক থাকে, তবে তাহাদিগকে দুই তৃতীয়াংশ অংশ দেওয়া হইবে এবং তাহাদের থাকিতে আল্লাতি ভগ্নিদের কোন অংশ নাই, কিন্তু যদি তাহাদের সঙ্গে একজন আল্লাতি ভাই থাকে। যদি তাহাদের সহিত একজন আল্লাতি ভাই থাকে, তবে প্রথমে জাবিল-ফরুজদিগকে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট অংশ দেওয়া হইবে, পরে অবশিষ্ট যাহা কিছু থাকে, আল্লাতি ভাই ভগ্নিদের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষে দুইটী স্ত্রী লোকের অংশ পাইবে।"

নবাব ছিদ্দিক হাছান ছাহেব ফৎহোল বায়ানের ২/৩৭৪ পৃষ্ঠায় ও নয়লোল-মারামের ১৮৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

وقد ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعد هم الى ان الاخوات لابوين او لاب عصبة للبنات وان لم يكن معهن اخ ٥

"অধিক সংখ্যক ছাহাবা, তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়ি আলেমগণ এইমত ধারণ করিয়াছেন যে, আয়নি ও আল্লাতি ভগ্নিগণ তাহাদের সঙ্গে ভাই না থাকিলেও কন্যাদের জন্য আছাবা হইয়া যাইবে।"

তৎপরে তিনি ছহিহ বোখারির দুইটী হাদিছ দ্বারা এই মতের প্রমাণ পেশ করিয়াছেন।

কাজি শওকানি 'তফছিরে-ফৎহোল কদিরের ১/৫০৪ পৃষ্ঠায় ও নবাব ছিদ্দিক হাছান ছাহেব ফৎহোল-বায়ানের ২/৩৭৩/৩৭৪ পৃষ্ঠায় ও নয়লোল-মারামের ১৮৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

ছুরা নেছার শেষ আয়তে যে 'কালালা' শব্দ আছে, উহার অর্থ যাহার পিতা মরিয়া গিয়াছে ও সন্তান না থাকে। এস্থলে পিতা না থাকার কথা উল্লেখ না করা হইলেও উহা গ্রহণীয় হইবে, কালালার অর্থ প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য এস্থলে উহা উল্লেখ করা হয় নাই। আর এই আয়তে যে 'অলাদ' শব্দ আছে, উহার অর্থ পুত্র কন্যা উভয় বুঝা গেলেও একদল আলেম উহার অর্থ কেবল পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন, যদি উহার অর্থ পুত্র কন্যা উভয় হইত তবে কন্যা আয়নি ও আল্লাতি ভাই ভগ্নিগণকে বঞ্চিত করিয়া দিত, কিন্তু ছহিহ বোখারির দুইটী হাদিছে বুঝা যায় যে, কন্যা থাকিতেও ভগ্নী অংশ পাইয়া থাকে, এই হাদিছ মীমাংসা করিয়া দিতেছে যে, এই স্থলেঢ ولد 'অলাদ' শব্দের অর্থ কেবল পুত্র হইবে।

উল্লিখিত বিবরণে বুঝা যায় যে, পিতা ও পুত্র ভাই ভগ্নিগণকে বঞ্চিত করিয়া দিবে।

ছহিহ বোখারি, ২/৯৯৭ পৃষ্ঠা,—

قال زيد ولد الابناء بمنزلة الولد اذا لم يكن دونهم ولد ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ٥

"জায়েদ বলিয়াছেন পুত্রের সন্তানগণ পুত্র কন্যার তুল্য—যদি তাহাদের সঙ্গে পুত্র কন্যা না থাকে, ইহাদের পুরুষ তাঁহাদের পুরুষের তুল্য, ইহাদের স্ত্রীলোক তাহাদের স্ত্রীলোকের তুল্য, ইহারা তাহাদের ন্যায় ওয়ারেছ হইবে এবং (অন্য দিগকে) বঞ্চিত করিবে।"

ফৎহোল-বারি ১২/১২ পৃষ্ঠা,—

اجمعوا ان بنى البنين ذكروا واناثا كالبنين عند فقد البنين ٥

"বিদ্বানগণ এজমা করিয়াছেন যে, পৌত্র পৌত্রিগণ পুত্র কন্যাগণের তুল্য —যদি পুত্র কন্যাগণ না থাকে।"

বেদায়াতোল-মোজতাহেদ, ২/৩২৩ পৃষ্ঠা,—

اجمعوا على ان الاخوة للاب والام ذكر انا كانوا او اناثا انهم لا يرثون مع الولد الذكر شيأ ولا مع ولد الولد ولا مع الاب شيأ ٥

"বিদ্বানগণ এজমা করিয়াছেন যে, আয়নি ভাই ভগ্নিগণ পুত্র পৌত্র ও পিতা থাকিলে, কোন অংশ পাইবে না।

ফৎহোল-বারি, ১২/১৯ পৃষ্ঠা,—

اجمعوا على ان الاخوة الاشقاء او من الاب لا يرثون مع الابن وان سفل ولا مع الاب ٥

"বিদ্বানগণ এজমা করিয়াছেন যে, আয়নি ও আল্লাতি ভাই

ভগ্নিগণ পুত্র, পৌত্র ও পিতা থাকিলে, ওয়ারেছ হইবে না।

(১০) মাতা—পুত্র, কন্যা, পৌত্র পৌত্রী কিম্বা কোন প্রকার দুই বা ততোধিক ভাই ভগ্নি থাকিলে, এক ষষ্টাংশ পাইবে, ইহারা না থাকিলে, এক তৃতীয়াংশ পাইবে।

নিম্নোক্ত দুইটি মছলাতে স্বামী কিম্বা স্ত্রী, অংশ করার পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে, উহার এক তৃতীয়াংশ পাইবে।

পিতা স্থলে দাদা থাকিলে, মাতা সমস্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাইবে।
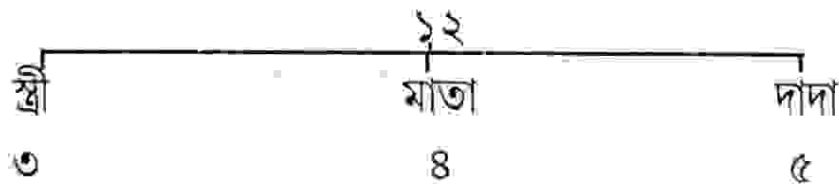
এই দাবির প্রমাণ,—

কোরান ছুরা নেছা,—

ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد و ورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس ٥

"পিতা মাতার প্রত্যেকের জন্য মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে ষষ্ঠাংশ যদি তাহার পুত্র কন্যা থাকে। আর যদি পুত্র কন্যা না থাকে এবং তাহার পিতা মাতাই ওয়ারেছ হয়, তবে তাহার মাতার এক তৃতীয়াংশ হইবে। আর যদি তাহার ভাই ভগ্নিগণ (দুই বা ততোধিক) থাকে, তবে তাহার মাতার এক ষষ্ঠাংশ হইবে।"

নবাব ছিদ্দিক হাছান ছাহেব ফৎহোল-বায়ানের ২/১৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"যেরূপ পুত্র থাকিলে মাতা এক ষষ্ঠাংশ পাইবে, সেইরূপ পৌত্র ও পৌত্রী থাকিলে, মাতা এক ষষ্ঠাংশ পাইবে, ইহার উপর এজমা হইয়াছে।

এমাম কোরতবি 'বেদাইয়াতোল-মোজতাহেদের ২/৩২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

দারমি শরিফ, ২৭৪ পৃষ্ঠা,—

قال عبد الله كان عمر اذا سلك طريقا وجدناه سهلا فانه قال فى زوج وابوين للزوج النصف وللام ثلث ما بقي ٥

"আবদুল্লাহ বলেন, ওমার যখন কোন পথে চলিতেন, আমরা উহা সহজ অনুভব করিতাম, নিশ্চয় তিনি স্বামী ও পিতা মাতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, স্বামীর অর্দ্ধেক, মাতার অবশিষ্টাংশের এক তৃতীয়াংশ।"

عن عثمان بن عفان انه قال للمرأة الربع سهم من اربعة وللام ثلث ما بقى سهم وللاب سهمان ٥

ওছমান বেনে আফ্‌ফান বলিয়াছেন, স্ত্রীর একচতুর্থাংশ, চারি অংশের এক অংশ, মাতার অবশিষ্টাংশে এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ এক অংশ ও পিতার দুই অংশ।"

عن زيد بن ثابت انه قال فى امرأة تركت زوجها وابويها للزوج النصف وللام ثلث ما بقي ٥

জয়েদ বেনে ছাবেত বলিয়াছেন, একটী স্ত্রীলোক নিজের স্বামী ও পিতা-মাতা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, স্বামীর অৰ্দ্ধেক ও মাতার অবশিষ্টাংশের এক তৃতীয়াংশ হইবে।

عن على فى امرأة وابوين قال من اربعة للمرأة الربع وللام ثلث ما بقى وما بقى للاب ٥

হজরত আলি একটী স্ত্রীলোক ও পিতা মাতা সম্বন্ধে বলেন, চারি অংশ হইবে, স্ত্রীর একচতুর্থাংশ, মাতার অবশিষ্টের এক তৃতীয়াংশ ও অবশিষ্টাংশ পিতার হইবে।

عن عبد الله قال كان يقول ما كان الله ليرانى ان افضل اما على اب ٥

"আবদুল্লাহ (বেনে মছউদ) বলিতেন, আল্লাহতায়ালা আমাকে এইরূপ প্রকাশ করেন নাই যে, আমি পিতার উপর মাতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করি।"

কেবল হজরত এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন যে, মাতা সমস্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাইবে।

বেদাইয়াতোল-মোজাতাহেদ, ২/৩২২ পৃষ্ঠা,—

فقال الجمهور فى الاولى للزوجة الربع واللام ثلث ما بقى وهو الربع من رأس المال وللاب ما بقى وهو النصف وقالوا فى الثانية للزوج النصف وللام ثلث ما بقى وهو السدس من رأس المال وللاب ما بقى وهو

السدسان وهو قول زيد والمشهور من قول على رضى الله عنه وعمدة الجمهور ان الاب والام لما كان انفردا بالمال كان للام الثلث وللاب الباقى وجب ان يكون الحال كذلك فيما بقى من المال ٥

''অধিকাংশ ছাহাবা প্রথম ঘটনায় বলিয়াছেন, স্ত্রী এক চতুর্থাংশ, মাতা অবশিষ্ট যাহা থাকে, উহার এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ মূলধনের এক চতুর্থাংশ পিতা অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ অর্দ্ধেক পাইবে। দ্বিতীয় ঘটনায় বলিয়াছেন, স্বামী অর্দ্ধেক, মাতা অবশিষ্টের এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ মূল ধনের এক ষষ্টাংশ পিতা অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ দুই ষষ্টাংশ পাইবে, ইহা জয়েদের মত ও আলির প্রসিদ্ধ মত। তাহাদের দলীল এই যে, যখন সম্পত্তির অধিকারি কেবল পিতা মাতা হয়, তখন মাতা এক তৃতীয়াংশ ও পিতা দুই তৃতীয়াংশ পায়, এক্ষেত্রে অবশিষ্ট সম্পত্তিতে তাহাদের ঐরূপ ব্যবস্থা হওয়া জরুরি।

কাজি শওকানি ফৎহোল-কদীরের ১/৩৯৭ পৃষ্ঠায় নবাব ছিদ্দিক হাছান ছাহেব নয়লোল-মারামের ১১০ পৃষ্ঠায় ও ফৎহোল- বায়ানের ২/১৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

অধিকাংশ ছাহাবা বলেন, উপরোক্ত দুইক্ষেত্রে মাতা অবশিষ্টাংশের এক তৃতীয়াংশ পাইবে, কেবল এবনো-আব্বাছ বলেন, মাতা সমস্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাইবে, ইহাতে পিতার উপর মাতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়, অথচ স্বামী ও স্ত্রী না থাকা অবস্থায় একমাত্র পিতা মাতা ওয়ারেছ হইলে, পিতার দ্বিগুণ অংশ হইয়া থাকে, ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই।

তফছিরে এবনো-কছির, ৩/২১/২২ পৃষ্ঠা,—

''যদি পিতা ও মাতার সহিত স্বামী কিম্বা স্ত্রী থাকে, তবে কি হইবে, ইহাতে তিন প্রকার মত আছে, প্রথম এই যে, স্বামী কিম্বা স্ত্রী

অংশ গ্রহণ করার পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে, মাতা উহার এক তৃতীয়াংশ পাইবে, পিতা অবশিষ্টাংশ পাইবে, ইহা ওমার, ওছমান এবনো-মছউদ ও জয়েদ বেনে ছাবেতের মত ও হজরত আলির ছহিহ রেওয়াএত, সপ্তজন ফকিহ, চারি এমাম ও অকিকাংশ আলেমের মত। দ্বিতীয় এই যে মাতা সমস্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাইবে, ইহা এবনো-আব্বাছের মত, আলি ও মোয়াজ হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, ইহা জইফ মত। তৃতীয় স্ত্রী থাকিলে, মাতা সমস্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাইবে, স্বামী থাকিলে, অবশিষ্টাংশের এক তৃতীয়াংশ পাইবে, ইহা এবনো-ছিরিনের মত, ইহাও জইফ মত, প্রথম মতই ছহিহ।

দারমি শরিফ, ২৭৫ পৃষ্ঠা,—

عن ابراهيم قال خالف ابن عباس اهل القبلة في امرأة وابوين جعل للام الثلث من جميع المال ٥

এবরাহিম-বলিয়াছেন, এবনো-আব্বাছ স্ত্রী ও পিতা মাতা সম্বন্ধে আহালে কেবলার বিপরীত মত ধারণ করিয়া মাতার জন্য সমস্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ স্থির করিয়াছেন।"

কাজি শওকানি ফৎহোল-কদীরের ১/৩৯৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,-

বিদ্বানগণ এজমা করিয়াছেন যে, যেরূপ তিন ভ্রাতা মাতার অংশকে এক ষষ্ঠাংশে পরিণত করে, সেইরূপ দুই ভ্রাতা তাহার অংশকে এক ষষ্ঠাংশে পরিণত করে, কেবল এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন, দুই ভাই থাকিলে, মাতা এক তৃতীয়াংশ পাইবে। আরও বিদ্বানগণ এজমা করিয়াছেন যে, যেরূপ দুই ভগ্নী ততোধিক মাতার অংশকে এক ষষ্ঠাংশে পরিণত করে, সেইরূপ দুই ভাই তাহার অংশকে এক ষষ্ঠাংশে করে।

আল্লামা মাহমুদ আলুছি বোগদাদী 'রুহোল-মায়ানির ২/৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"অধিকাংশ বিদ্বান্ বলিয়াছেন اخوة এর অর্থ ভাই ভগ্নিগণ

হইবে, আয়নি আল্লাতি ও আফইয়াফি সমস্ত বুঝা যাইবে। এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন, তিন ভাই ভগ্নী না হইলে, মাতার অংশকে এক ষষ্ঠাংশে পরিণত করিবে না। দুই ভাই ভগ্নী হইলে, এক তৃতীয়াংশ তাহার প্রাপ্য হইবে।

এবনো-জরির, হাকেম ও বয়হকী রেওয়াএত করিয়াছেন, এবনো-আব্বাছ (হজরত) ওছমানের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেন দুই ভাই মাতার এক তৃতীয়াংশ হ্রাস করিতে পারে না এবং আয়ত পড়িয়া বলিলেন, আপনাদের ভাষাতে দুই ভাইকে اخوة বলা হয় না। ইহাতে (হজরত) ওছমান বলিলেন, আমার পূর্ব্বে যে ব্যবস্থা শহর সমুহে প্রচলিত হইয়াছে এবং লোকেরা উহার উপর আমল করিয়া আসিতেছেন, আমি কিরূপে উহা রদ করিয়া দিব।

অধিকাংশ বিদ্বান বলিয়াছেন, ফারাএজি স্বত্বে দুই জনের ব্যবস্থা জামায়াতের ব্যবস্থার তুল্য। যেরূপ দুইকন্যা বহু কন্যার ন্যায় ও দুই ভগ্নী বহু ভগ্নীর ন্যায় দুই তৃতীয়াংশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ দুই ভগ্নী বহু ভগ্নীর ন্যায় মাতার অংশকে হ্রাস করিয়া দিবে। اخوة দুই বা ততোধিকের উপর প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। হাকেম ও বয়হকি, 'জয়েদ বেনে ছাবেত হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি দুই ভগ্নী দ্বারা মাতার অংশকে হ্রাস করিতেন। ইহাতে লোকে বলিল, হে আবু ছইদ, আল্লাহ বলিতেছেন, فان كان له اخوة অর্থাৎ যদি তাহার ভাই ভগ্নিগণ থাকে, আর আপনি দুই ভাই দ্বারা তাহার অংশ হ্রাস করিতেছেন? তদুত্তরে তিনি বলিতেন, আরবেরা দুই ভ্রাতার উপর اخوة শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। (হজরত) ওছমান দুই বা ততোধিক ভ্রাতার উপর اخوة শব্দ প্রয়োগ করার প্রতি এজমার দাবি করিয়াছেন।

তফছিরে এবনে কছির, ৩/২২ পৃষ্ঠা,—

বয়হকি এবনো-আব্বাছ ও ওছমানের মধ্যে দুই ভাই মাতার অংশ হ্রাস করা সংক্রান্ত হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু এই হাদিছের সত্যতায় সন্দেহ আছে, কেননা ইহার একজন রাবী শোবার প্রতি

মালেক বেনে আনাছ দোষারোপ করিয়াছেন, যদি এই হাদিছটী ছহিহ হইত, তবে তাঁহার বিশিষ্ট শিষ্যগণ এই মত অবলম্বন করিতেন।

এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন, ভাই ভগ্নিগণ মাতার এক তৃতীয়াংশ এক ষষ্টাংশে পরিণত করিবে, বাকী এক ষষ্টাংশ পিতা না পাইয়া ভাই ভগ্নিগণ পাইবেন। এবনো জরির বলেন, ইহা সমস্ত উম্মতের বিপরীত মত।

মোয়াত্তা মালেক, ৩২৪ পৃষ্ঠা, —

فمضت السنة ان الاخوة اثنان فصاعدا ٥

"নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে, দুই বা ততোধিক ভাইকে اخوة বলা হয়।"

স্ত্রী কিম্বা স্বামীর সহিত পিতামহ থাকিলে, কি হইবে, ইহাতে ছাহাবা-গণের মতভেদ হইয়াছে, এবনো-আব্বাছ বলেন, মাতা সমস্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাইবে, ইহা আবুবকর (রঃ) এক রেওয়াএত। আবুবকর (রঃ) র অন্য রেওয়াএতে আছে, মাতা অবশিষ্টের এক তৃতীয়াংশ পাইবে। এমাম আবু হানিফা ও মোহাম্মদ প্রথম মত গ্রহণ করিয়াছেন। এমাম আবু ইউছফ শেষ মত গ্রহণ করিয়াছেন। —শরিফিয়া, ৩৯ পৃষ্ঠা।

(১১) দাদী ও নানী এক হউক, আর একাধিক হউক, ছহিহ ও দরজাতে তুল্য হইলে এক ষষ্টাংশ পাইবে। মাতা থাকিলে, সমস্তই বঞ্চিত হইবে। দাদী, পরদাদী পিতা থাকিলে, বঞ্চিত হইবে। নিকটবর্ত্তী দাদী ও নানী দূরবর্ত্তী দাদী ও নানীকে বঞ্চিত করিবে, ইহা ছেরা-জিয়াতে আছে।

এই দাবির প্রমাণ মেশকাত, ২৬৪ পৃষ্ঠা,—

عن قبيصة بن ذويب قال جائت الجدة الى ابى بكر تسأله ميراثها فقال لها مالك فى كتاب الله شئ ومالك فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شئ فارجعى

حتى اسئل الناس فسأل فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس فقال ابوبكر هل معك غيرك فقال محمد بن مسلمة مثل ما قال المغيرة فانفذه لها ابوبكر ثم جائت الجدة الاخرى الى عمر تسأله ميراثها فقال هو ذلك السدس فان اجتمعتما فهو بينكما وايتكما خلت به فهو لها رواه مالك و احمد والترمذى و ابو داؤد والدارمى وابن ماجه ٥

"কাবিছা বেনে জোয়াএব বলিয়াছেন, (মৃতের) নানি আবুবকর (রাঃ)র নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার মিরাছি সত্ব প্রার্থনা করিল। ইহাতে তিনি তাহাকে বলিলেন, কোরান শরিফে তোমার কোন অংশ নাই এবং রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর হাদিছে তোমার কোন অংশ নাই। তুমি ফিরিয়া যাও, আমি লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করি। তৎপরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলে, মোগিরা বেনে শো'বা বলিলেন, (মৃতের) নানী রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, ইহাতে তিনি তাহাকে এক ষষ্টাংশ দিলেন। তখন আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, তোমার সহিত তোমা ব্যতীত অন্য কোন সাক্ষী আছে কি? ইহাতে মোহাম্মদ বেনে মাছলামা মোগিরার ন্যায় বলিলেন। তৎশ্রবণে তিনি তাহার জন্য এক ষষ্টাংশ দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। তৎপরে দাদী (হজরত) ওমারের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সত্ব চাহিতে লাগিল। তখন তিনি বলিলেন, উহা এক ষষ্টাংশ। যদি তোমরা উভয়ে সমবেত হও, তবে উক্ত ষষ্টাংশ উভয়ের মধ্যে বন্টন হইবে। তোমাদের উভয়ের মধ্যে একা যে কেহ বাকি থাকে, উহা তাহার অংশ হইবে। মালেক, আহমদ, তেরমেজি, আবু-দাউদ, দারমি ও এবনো-মাজা উহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

মোয়াত্তায়-মালেক, ৩২৮ পৃষ্ঠা,—

والامر المجتمع عليه عندنا الذى لا اختلاف فيه والذى ادركت عليه اهل العلم ببلدنا ان الجدة ام الام لا ترث مع الام دينا شيأ وهى فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وان الجدة ام الاب لا تورث مع الام ولا مع الاب شيأ وهى فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة ٥

"আমাদের নিকট এজমায়ি মত যাহাতে কোন মতভেদ নাই এবং যাহার উপর আমাদের শহরের (মদিনা শরিফের) আলেমগণকে পাইয়াছি এই যে, নিশ্চয় মাতা থাকিতে নানী কোন সত্ব পাইবে না, মাতা অভাবে তাহাকে ফারাএজি সত্ব এক ষষ্ঠাংশ দেওয়া হইবে। আর মাতা ও পিতা থাকিলে, দাদী কিছুই পাইবে না, মাতা ও পিতা না থাকিলে, তাহাকে ফারাএজি সত্ব এক ষষ্ঠাংশ দেওয়া হইবে।

কাজি শওকানি ফৎহোল কদিরের ১/৩৯৭ পৃষ্ঠায় ও নবাব ছিদ্দিক হাছান ছাহেব ফৎহোল-বায়ানের ২/১৮৪ পৃষ্ঠায় ও নয়লোল-মারামের ১১০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

اجمع العلماء ان للجدة السدس اذا لم تكن ام واجمعوا على انها ساقطة مع وجود الام واجمعوا على ان الاب لا يسقط الجدة ام الام ٥

বিদ্বানগণ এজমা করিয়াছেন, যদি মাতা না থাকে, তবে দাদী বা নানী এক ষষ্ঠাংশ পাইবে। আরও তাঁহারা এজমা করিয়াছেন, মাতা থাকিলে, দাদী ও নানী বঞ্চিত হইবে। আরও তাঁহারা এজমা করিয়াছেন যে, পিতা নানীকে বঞ্চিত করিতে পারে না।

ছোবোলোচ্ছ-ছালাম, ৩/৭৯/৮০ পৃষ্ঠা,—

ان النبي صلعم جعل للجدة السدس اذا لم يكن دونها رواه ابو داؤد والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدى ٥

"নিশ্চয় নবি (ছাঃ) দাদী বা নানীর জন্য এক ষষ্ঠাংশ স্থির করিয়াছেন— যদি তাহাদের সহিত মাতা না থাকে আবুদাউদ ও নাছায়ি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। এবনো খোজায়মা ও এবনোল-জারুদ এই হাদিছটী ছহিহ বলিয়াছেন। এবনোল-আদি ইহার সমর্থন করিয়াছেন।"

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন,—

والحديث دليل على ان ميراث الجدة السدس سواء كانت ام ام او ام اب ويشترك فيه الجدتان فاكثر اذا استوين فان اختلفن سقطت البعدى من الجهتين بالقربي ٥

"এই হাদিছে সপ্রমাণ হয় যে, নানী হউক, আর দাদী হউক, জাদ্দার সত্ব এক ষষ্ঠাংশ, উক্ত অংশে নানী ও দাদী দুইজন বা ততোধিক শরিক হইবে যদি তাহারা দরজাতে তুল্য হয়। আর যদি তাহারা দরজাতে বিভিন্ন হয়, তবে দুই পক্ষে নিকটবর্ত্তী জাদ্দার জন্য দূরবর্ত্তী জাদ্দা বঞ্চিত হইবে।"

কাজি শওকানি 'দারারিয়ে' মজিয়া'র ২৬৫/২৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

قال في البحر مسئلة فرضهن يعني الجدات السدس وان كثرن اذا استوين وتستوى ام الام وام الاب لا فضل بينهما فان اختلفن سقط الابعد بالاقرب ولا يسقطهن الا الامهات والاب يسقط الجدات من جهته

والام من الطرفين ٥

"বাহরে উল্লিখিত হইয়াছে, দাদী ও নানী সংখ্যায় অধিক হইলেও যদি তাহারা দরজায় তুল্য হয়, তবে তাহাদের অংশ এক যষ্ঠাংশ, দাদী ও নানী তুল্য, এতদুভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। আর যদি তাহারা দরজায় বিভিন্ন হয়, তবে নিকটবর্ত্তীর দ্বারা দূরবর্ত্তী সত্ব রহিত হইয়া যাইবে। মাতা দাদী ও নানীদিগকে বঞ্চিত করিয়া দিবে। পিতা তাহার পক্ষের দাদীদিগকে বঞ্চিত করিয়া দিবে। মাতা উভয় পক্ষের দাদী ও নানীদিগকে বঞ্চিত করিয়া দিবে।

পিতা থাকিলে দাদী ওয়ারেছ হইবে কি না মতভেদ হইয়াছে,—

দারমি, ২৭৯ পৃষ্ঠা,—

عن علي و زيد انها كانا لا يورثان الجدة ام الاب مع الاب ٥

আলি ও জায়েদ হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, নিশ্চয় তাঁহারা উভয়ে পিতা থাকিলে, দাদীকে অংশ দিতেন না।"

ان عثمان كان لا يورث الجدة وابنها حى ٥

"নিশ্চয় ওছমান পিতা থাকিতে দাদীকে সত্ব দিতেন না।"

ফৎহোল-বারি, ১২/১৪ পৃষ্ঠা,—

اجمعوا ان ام الاب اذا علت سقط بالاب ولا تسقط بالجد ٥

বিদ্বানগণ এজমা করিয়াছেন যে, দাদী উর্দ্ধে গেলেও পিতা কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইবে, কিন্তু দাদা কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইবে না।

মেশকাত ২৬৪ পৃষ্ঠা,—

عن ابن مسعود قال فى الجدة مع ابنها انها اول

جدة اطعمها رسول الله صلعم سدسا مع ابنها وابنها حى

رواه الترمذى والدارمى والترمذى ضعفه ○

"এবনো মছউদ পিতা জীবিত থাকিতে দাদীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন, নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) পিতা থাকিতে প্রথম দাদীকে একষষ্টাংশ খোরাক দিয়া ছিলেন, তেরমেজি ও দারমি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন, তেরমেজি ইহা জইফ বলিয়াছেন।'

এই হাদিছটী একেত জইফ, দ্বিতীয় এই হাদিছে বুঝা যায় যে, হজরত খোরাক ভাবে দাদীকে উহা দিয়াছিলেন, উহা ফারাএজি স্বত্ব নহে।

দারমীতে হজরত আলি ও জয়েদ হইতে বর্ণিত আছে,—

فان كانت احد لهن اقرب فالسهم لذى القربى ○

যদি দাদী ও নানীদের একজন নিকটবর্ত্তী হয়, তবে নিকটবর্ত্তীগণ অংশ পাইবে।

উক্ত দারমিতে হজরত এবনো-মছউদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে,—

والجدات اقربهن و ابعدهن سواء ○

"দাদী ও নানীগণ নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তীগণ সমান।"

বেদয়াতোল-মোজতাহেদ, ২/৩২৮ পৃষ্ঠা,—

كان ابن مسعود يشرك بين الجدات فى السدس دنياهن وقصواهن ما لم تكن تحجبها او بنت بنتها وقد روى عنه انه كان يسقط القصوى بالدنيا اذا كانتا من جهة واحدة ○

এবনো-মছউদ নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী নানী ও দাদীদিগকে একষষ্টাংশে শরিক করিতেন—যদি তাহাদের কন্যা কিম্বা পৌত্রি তাহাদিগকে বঞ্চিত না করে। নিশ্চয় তাঁহা হইতে দেওয়াএত করা

হইয়াছে, তিনি নিকটবর্ত্তী দ্বারা দূরবর্ত্তী দাদীও নানীকে বঞ্চিত করিতেন—যদি তাহারা একদিকের হন।''

আরও উক্ত পৃষ্ঠা,—

واختلفوا هل يحجب الجدة للاب ابنها و هو الاب فذهب زيد انه يحجب و به قال مالك والشافعى و ابوحنيفة و داؤد و قال آخرون ترث الجدة مع ابنها وهو مروى عن عمر و ابن مسعود و جماعة من الصحابة و به قال شريح و عطاء و ابن سيرين و احمد ০

''পিতা দাদীকে বঞ্চিত করিবে কি না, ইহাতে ছাহাবাগণ মতভেদ করিয়াছেন, জয়েদ বলিয়াছেন, বঞ্চিত করিবে। ইহা মালেক, শাফেয়ি, আবু হানিফা ও দাউদের মত। অন্যান্যগণ বলেন, দাদী পিতা থাকিতে ওয়ারেছ হইবে, ইহা ওমার, এবনো-মছউদ ও একদল ছাহাবার মত, ইহা শোরাএহ, আতা, এবনো-ছিরিন ও আহমদের মত।''

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যাইতেছে যে, এমাম আবুহানিফা, মালেক ও শাফেয়ি (রঃ) হজরত আলি, ওছমান ও জয়েদ বেনে ছাবেতের মত গ্রহণ করিয়াছেন, হজরত এবনো-মছউদের যে হাদিছে পিতা থাকিতে দাদীর অংশ পাওয়া ও দূরবর্ত্তী ও নিকটবর্ত্তীগণ তুল্য হওয়ার কথা আছে, উহা জইফ, এবং উহাতে ফারাএজি সত্বের কথা নাই, তাঁহার দ্বিতীয় রেওয়াএতে নিকটবর্ত্তীগণের দূরবর্ত্তীগণকে বঞ্চিত করার কথা আছে।

এইহেতু এমাম আজমের মত সমধিক শক্তিশালী, খাঁ ছাহেবের স্বমতাবলম্বী দাউদ জাহেরি, উক্ত মতাবলম্বন করিয়াছেন। খাঁ ছাহেবের মানিত কাজি শওকানি 'দারারিয়ে-মোজিয়া' কেতাবে ও তাঁহার মানিত আমিরে-ইমানি মোহম্মদ এছমাইল ছাহেব ছোবোলোছ-ছালামে উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন।

মাসিক মোহাম্মদী ৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, ৪৪৯ পৃষ্ঠা,—

খাঁ ছাহেবের উক্তি—"এদেশে যে আইন কানুনগুলি মুছলমানদিগের "পারসনাল'ল" হিসাবে প্রবর্ত্তি'ত হইয়া আছে, সেগুলি হানাফী মজহাবের কএকখানি ফেকার পুস্তক অবলম্বনে সঙ্কলিত।'

আমাদের উত্তর,—

ইহা খাঁ ছাহেবের একেবারে মিথ্যা কথা, তৎসমস্তের অধিকাংশ কোরান ও হাদিছের মত, আর কতকগুলি এজমায়ে ছাহাবা বা কতক ছাহাবার মত, ইহা আমি ইতি পূর্ব্বে সপ্রমাণ করিয়াছি।

তৎপরে খাঁ ছাহেব কয়েকজন গ্রন্থকারের নাম ও তাঁহাদের জন্ম মৃত্যুর সন-তারিখ লিখিয়াছেন, ইহাতে তিনি ভুল করিয়াছেন, কাজিখানের গ্রন্থকারের নাম বোরহানুদ্দিন-মুর্গিনানী ও হেদয়ার গ্রন্থকারের নাম হাছন বেনে মছুর কাজিখান বলিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু ব্যাপার ঠিক ইহার বিপরীত, কাজিখানের গ্রন্থকারের নাম হাছান বেনে মনছুর, মছুর নহে। হেদায়ার গ্রন্থকারের নাম বোরহানদ্দিন মুর্গিনানী।

এক্ষেণে আমি কয়েকখানা হাদিছের গ্রন্থকারের নাম ও তাঁহাদের মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করিতেছি।

গ্রন্থের নাম	রচয়িতা	মৃতের সন
১। ছহিহ্ বোখারি,	মোহম্মদ বেনে এছমাইল	২৫৬ হিঃ
২। ছহিহ্ মোছলেম,	মোছলেম বেনেল হাজ্জাজ,	২৬২,
৩।মোয়াত্তায়-মালেক	মালেক বেনে আনাছ,	১৭৮ কিম্বা ১৭৯
৪। তেরমেজি,	মোহম্মদ বেনে ইছা,	২০৪
৫। মছনদে-আহমদ,	আহমদ বেনে মোহম্মদ,	২৪১
৬। ছোনানে-আবুদাউদ,	আবুদাউদ ছোলায়মান,	২৭৫
৭। ছোনানে-নাছায়ি,	আহমদ বেনে শোয়াএব,	৩০৩
৮। ছোনানে-এবনো-মাজা	মোহম্মদ বেনে এজিদ,	২৭৩
৯। দারমি,	আবদুল্লাহ বেনে আবুদুর রহমান	২৫৫

১০। দারকুৎনি,	আলি বেনে ওমার	৩৮৫
১১। মা'রেকাতুছ ছুনানে বয়হকি,	আহমদ বেনেল হোছাএন	৪৫৮
১২। রজিন	রজিন বেনে মোয়াবিয়া,	৫২০
১৩। মোস্তাদরেক	মোহাম্মদ বেনে আবদুল্লাহ,	৪০৫
১৪। কেতাবোল-অকা-লে-এবনোল-জওজি,	আবদুর রহমান	৫৯৭
১৫। মায়ানিমোল আছার,	আহমদ তাহাবী	৩২১
১৬। মছনদে তায়ালাছি,	ছোলায়মান,	২০৪
১৭। হুলইয়াতোল-আওলিয়া,	আবুনইম আহমদ	৪৩০
১৮। মছনদে-আবদ বেনে হোমাএদ,	আবদ বেনে হোমাএদ,	২৪৩
১৯। মছনদে হারেছ বেনে ওছামা,	হারেছ বেনে ওছামা,	২৮২
২০। মছনদে বাজ্জাজ,	আহমদ বেনে ওমার	২৯০
২১। মছনদে আবু ইয়ালি,	আহমদ বেনে আলি	৩০৭
২২। ছহিহ আবু ওয়ালি,	ইয়াকুব বেনে এছহাক,	৩১০
২৩। ছহিহ এছমায়িলি,	আহমদ বেনে এবরাহিম,	৩৭১
২৪। ছহিহ এবনে হাব্বান	মোহম্মদ বেনে হাব্বান	৩৫৪
২৫। ছোনানে-আবি মোছলেম কাশি,	এবরাহিম বেনে আবদুল্লাহ,	২৬২
২৬। ছোনানে-ছইদ বেনে মনছুর	ছইদ বেনে মনছুর	২২৯
২৭। মোছাল্লাফে আবদুর রাজ্জাক,	আবদুর রাজ্জাক	২১১
২৮। মোছাল্লাফে এবনে আবি শায়বা,	আবদুল্লাহ,	২৩৫
২৯। শারহোছ ছোনানে-বাগাবি,	হোছাএন বেনে মোহাম্মদ	৫১৬
৩০। মোয়াজ্জমে-তেবরানি,	ছোলয়মান বেনে আহমদ	৩৭০
৩১। মেশকাত মাছাবিহ,	অলিউদ্দিন খতিব তবরেজি,	৭৩৬

সনে উহার সঙ্কলন সমাপ্ত হইয়াছিল।

এক্ষণে কতকগুলি চরিতপুস্তক (আছমায়োর- রেজাল) ও ইতিহাস লেখকদের নাম ও মৃত্যুর তারিখ উদ্ধৃত করিতেছি।

গ্রন্থের নাম	রচয়িতা	মৃত্যুর সন
(১) তহজিবোত্তহজিব ও তকরিবোত্তহজিব ও এছাবা	আহমদ বেনে আলি	৮৫২
(২) তাজকেরাতোল হোফ্যাজ তাবাকাতোল হোফ্যাজ মিজানোল-এ'তেদাল	শামছদ্দিন মোহাম্মদ জহবি	৭৪৬
(৩) মাওয়াহেবে-লাদুন্নিয়া,	শেহাবদ্দিন আহমদ	৯২৩
(৪) তারিখে-এবনো-আছাকের,	আলি বেনে হাছান।	৫৭১
(৫) তারিখোল-খোলাফা,	জালালদ্দিন ছইউতি,	৯১১
(৬) তারিখে-তাবারি,	মোহম্মদ বেনে জরির,	৩১০
(৭) তাহজিবোল আছমা,	মহইউদ্দিন নাবাবী,	৬৭৬
(৮) কামেলোত্তারিখ ও ওছদোল-গাবা	এজ্জদ্দিন জাজরি	৬৩০ কিম্বা ৬৩৮
(৯) এস্তিয়াব	ইউছফ এবনো-আবদুল বার্র,	৪৬৩
(১০) তাবাকাতে-এবনে ছা'দ,	মোহম্মদ বেনে ছা'দ	২৩০
(১১) তাবাকাতোশ্ শাফিয়া,	তাজদ্দিন এবনে-ছুবুকি	৭৭১
(১২) অফাইয়াতোল-আ'ইয়ান,	শামছদ্দিন এবনে-খাল্লেকান,	৬৮১
(১৩) অফায়োল-অফা ও খোলাছাতোল-অফা	নুরদ্দিন আলী ছামহুদী	৯১১
(১৪) কেতাবোল-আনছার,	আবদুল করিম ছামরানি।	৫৬২
(১৫) তারিখে বগদাদ	আহমদ বেনে আলি খতিব	৪৬৩
(১৬) তারিখে-এবনে-খলদুন,	আবদুর রহমান মগরেবি	৮০৮
(১৭) মোয়াজ্জামোল বোলদান,	শেহাবদ্দিন রুমি,	৬২৬
(১৮) ছিরাতে এবনো-হেশাম,	আবদুল মালেক,	২১৮

(১৯) জাদোল মায়াদ, শামছদ্দিন এবনোল-কাইয়েম ৭৫১
(২০) ছিরাতে হালাবি, আলি বেনে এবরাহিম ১০৪৪
(২১) মায়ারেফে-এবনো কোতয়াবা আবদুল্লাহ দায়নুরি ৩১২
(২২) কেতাবোল-কোনা ও আছমা, মোহঃ দুলাবি, ৩১০

এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, বহু দিবস পরে হাদিছ, আছমায়োর রেজাল ও ইতিহাসের কেতাবগুলি লিখিত হইয়াছে, তাহাতে যদি সত্য মত প্রচারের কোন বিঘ্ন না ঘটে, তবে ফেকহের উল্লিখিত কেতাবগুলি অনেক দিবস পরে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ক্ষতি কি হইবে? খাঁ ছাহেব যে মোস্তফা চরিত ইত্যাদি বহু কাল পরে লিখিয়াছেন, ইহাতে কোন দোষ হইবে না ত?

হজরত নবি (ছাঃ) এর জামানায় লিখিত কোন হাদিছ গ্রন্থ কি খাঁ ছাহেব প্রকাশ করিতে পারেন?

খাঁ ছাহেবের উক্তি,—

"হানিফী মজহাবের পুস্তকগুলিতে...হানাফী মজহাবের সিদ্ধান্ত বলিয়া যে ব্যবস্থাগুলি এই সব পুস্তকে সন্নিবেশিত তাহার অধিকাংশ এমাম আবু-হানিফা ছাহেবের সিদ্ধান্তের বিপরীত, হানাফী মুফতিরা দুই তৃতীয়াংশ তাহার মত ত্যাগ করিয়াছেন।

আমাদের উত্তর।

খাঁ ছাহেবের ইহা একেবারে মিথ্যা কথা, ইহার জলন্ত প্রমাণ পূর্ব্বেই আমি পেশ করিয়াছি।

খাঁ ছাহেবের উক্তি,—

"এমাম ছাহেবের শিষ্যবর্গ এমাম ছাহেবের কোন সিদ্ধান্ত কোরান ও হাদিছের বিপরীত বলিয়া মনে করিলে, তাহাকে প্রকাশ্য ভাবে বর্জ্জন করিতেন।"

আমাদের উত্তর।

এমাম ছাহেবের শিষ্যবর্গ এমাম ছাহেবের কোন সিদ্ধান্তকে কোরআন ও হাদিছের বিপরীত ধারণা করিলেই যে উহা কোরআন

ও হাদিছের বিপরীত হইবে, ইহার কোন দলীল আছে কি? এমাম বোখারি এমাম মোছলেমের, এমাম মোছলেম এমাম বোখারির, এইরূপ মোহাদ্দেছগণ শত সহস্র স্থলে একে অন্যের বিপরীত মত ধারণা করিয়াছেন, ইহাতে কি সহস্র সহস্র হাদিছ বাতীল হইয়া যাইবে?

মোকাদ্দমায়-নাবাবী, ১১ পৃষ্ঠা,—

"হাফেজ নায়ছাপুরি বলিয়াছেন, ৪৩৪ জন রাবির হাদিছ এমাম বোখারি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এমাম মোছলেম, তৎসমুদয়ের হাদিছ ত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপ এমাম মোছলেম ৬২৫ জন রাবির হাদিছ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এমাম বোখারি তাহাদের হাদিছ ত্যাগ করিয়াছেন।"

এখন দেখি, খাঁ ছাহেব বলেন কি?

খাঁ ছাহেবের উক্তি,—

এমাম তাহাবী—'ঘোড়ার জাকাত ফরজ হওয়া, এমাম ছাহেবের এই মতটী ও 'গোসর্প মকরুহ হওয়া, এমাম ছাহেব ও তাঁহার দুই শিষ্যের এই অভিমতটী ভ্রান্তিমূলক সাব্যস্ত করিয়াছেন।

—মায়ানিয়োল-আছার, ১/৩১০-৩১২ পৃষ্ঠা ও ২/৩১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আমাদের উত্তর।

এস্থলে ছহিহ মোছলেমের ১/৩১৯ পৃষ্ঠায় একটী হাদিছ আছে,—

قال الخيل ثلاثة هي لرجل وزر وهى لرجل ستر وهى لرجل اجر فاما التى هى له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا و نواء على اهل الاسلام فهى له وزر و اما التى هى له ستر فرجل ربطها فى سبيل الله ثم لم ينس حق الله فى ظهورها ولا رقابها فهى له ستر الخ ٥

হজরত বলিয়াছেন, ঘোড়া তিন প্রকার, প্রথম উহা মনুষ্যের জন্য গোনাহ দ্বিতীয় উহা মনুষ্যের জন্য (দোজখ হইতে) আবরণ। তৃতীয় উহা মনুষ্যের জন্য ছওয়াব। কিন্তু যে ঘোড়াটী তাহার জন্য গোনাহর কারণ হয়, উহার বিবরণ এই যে, এক ব্যক্তি 'রিয়া' (সম্মান লাভ), গৌরব লাভ ও মুছলমানদিগের সহিত শত্রুতা উদ্দেশ্যে প্রতিপালন করে, উহা তাহার পক্ষে গোনাহ হইবে। আর যে ঘোড়াটি তাহার জন্য পর্দ্দা হইবে, উহার বিবরণ এই যে এক ব্যক্তি উহা খোদার পথে প্রতিপালন করে, তৎপরে তাহার পৃষ্ঠ ও গ্রীবাদেশ সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালার হক না ভুলিয়া যায়, উহা তাহার পক্ষে পর্দ্দা হইবে। তৎপরে জেহাদের ঘোড়ার কথা বর্ণনা করিয়াছেন।"

অন্য রেওয়াএতে আছে,—

فاما التى هى له ستر فرجل تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله فى رقابها ولا ظهورها فهى لذلك الرجل ستر ٥

"যে ঘোড়াটী তাহার জন্য পর্দ্দা হইবে, উহার বিবরণ এই যে, এক ব্যক্তি অর্থ সঞ্চয় করা উদ্দেশ্যে ও লোকের নিকট ছওয়াল রহিত হওয়া উদ্দেশ্যে প্রতিপালন করিল, এবং সে তাহার গ্রীবাদেশ ও পৃষ্ঠদেশ সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালার হক ভুলিল না। উহা তাহার পক্ষে পর্দ্দা হইবে।" এমাম আজম বলিয়াছেন, যে ঘোড়াগুলি বংশ বৃদ্ধি উদ্দেশ্যে মাঠে চরান হয়, উহার জাকাত ফরজ হওয়া এই হাদিছে বুঝা যায়, কেননা ঘোড়ার পৃষ্ঠ সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালার হক এই যে, যে ধর্ম্ম যোদ্ধা ও হাজীরা ছওয়ারি অভাবে পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকে উক্ত ঘোড়ার উপর ছওয়ার করিয়া লইয়া যাওয়া।

আর উহার গ্রীবাদেশ বলিয়া ঘোড়ার সমস্ত অবয়ব অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে যেরূপ وفى الرقاب বলিয়া গোলামের সমস্ত শরীর অর্থ লওয়া হইয়া থাকে। ঘোড়ার সমস্ত শরীরের সম্বন্ধে আল্লাহ

তায়ালার হক জাকাত ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না।

মোল্লা আলি কারি মেরকাতের ২/৪১২/৪১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

فان قيل كيف يستدل بهذا الحديث على الوجوب قلت بعطف الرقاب على الظهور لان المراد بالرقاب والزرات اذ ليس فى الرقاب منفعة للغير كما في الظهور ٥

“তিনি বলিয়াছেন, যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, এই হাদিছ দ্বারা (ঘোড়ার জাকাত) ওয়াজেব হওয়ার প্রমান কিরূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তদুত্তরে বলি, الرقاب শব্দকে الظهور শব্দের উপর عطف করার জন্য, কেননা الرقاب গ্রীবাগুলির অর্থ জাত, কেননা যেরূপ পৃষ্ঠের দ্বারা অন্যের উপকার হইয়া থাকে, গ্রীবা দ্বারা তাহা হয় না।”

এমাম কামালদ্দিন এবনে-হোমাম ফৎহোল-কদীরের ২/৩১৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

فقوله ولا فى رقابها بعد قوله ولم ينس حق الله فى ظهورها يرد تاويل ذلك العارية لان ذلك مما يمكن على بعده في ظهورها فعطف رقابها ينفى ارادة ذلك اذ الحق الثابت فى رقاب الماشية ليس الا الزكوة وهو فى ظهورها حمل منقطي الغزاة والحاج و نحو ذلك وهذا هو الظاهر الذى يجب البقاء معه ٥

সংক্ষিপ্ত সার—হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ঘোড়াগুলির পৃষ্ঠ ও অবয়ব সংক্রান্ত খোদার হক ভুলিয়া না থাকে, কেহ কেহ ইহার এইরূপ মর্ম্ম লইয়াছেন যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্তদিগকে আরোহণ করার জন্য ঘোড়াগুলি আ'রিএত প্রদান করে, যদি এস্থলে কেবল

ঘোড়ার পৃষ্ঠের কথা উল্লিখিত হইত, তবে ঘোড়ার পৃষ্ঠের উপর আরোহণ করার জন্য 'আ'রিএত' দেওয়ার অর্থ সম্পূর্ণভাবে না হইলেও কতকাংশে সঙ্গত হইত, কিন্তু তৎপরে যখন ঘোড়ার গ্রীবাদেশের (সমস্ত অবয়বের) হকের কথা বলা হইয়াছে, তখন উক্ত মর্ম্ম গ্রহণের বিপর্য্যয় ঘটাইতেছে, কেননা ঘোড়ার পৃষ্ঠের উপর দল হইতে বিভিন্ন যোদ্ধা, হাজী প্রভৃতিকে আরোহণ করান, উহার পৃষ্ঠের হক হইতে পারে, চতুষ্পদের সমস্ত অবয়ব সংক্রান্ত হক উহার জাকাত ব্যতীত আর কি হইবে। ইহাই হাদিছের প্রকাশ্য অর্থ যাহার উপর স্থির প্রতিজ্ঞ থাকা জরুরি।"

আল্লামা বদরুদ্দিন ছহিহ বোখারির টীকা 'আয়নি'র ৪/৩৮৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"এবরাহিম নখয়ি, হাম্মাদ, আবু হানিফা, জোফার ও ছাহাবা জয়েদ বেনে ছাবেত উক্ত হাদিছ দ্বারা মাঠে বিচরণকারি ঘোড়ার জাকাত ওয়াজেব হওয়ার মত ধারণ করিয়াছেন।"

এমাম তাহাবি বলিয়াছেন, ফাতেমা বেন্তে কয়েছের হাদিছে আছে,—

فى المال حق سوى الزكوة ○

হজরত বলিয়াছেন, "মালে জাকাত ব্যতীত অন্য হক আছে।"

কাজেই এইস্থলে ঘোড়ার হকের অর্থ নফল ছদ্‌কা হইতে পারে।

আমাদের উত্তর এই যে, যদি উহা নফল ছদ্‌কা হইত, তবে হক্কোল্লাহ (আল্লাহর হক) বলা হইত না, কাজেই এমাম তাহাবীর কেয়াছ বাতীল।

দ্বিতীয়, এমাম তাহাবী বলিয়াছেন, উক্ত হাদিছে খোদার পথে প্রতিপালিত বলা হইয়াছে, মাঠে চরার কথা বলা হয় নাই।

আমাদের উত্তর,—

ফৎহোল-কদিরের ১/৩১৫ পৃষ্ঠায় আছে,—

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের অন্য রেওয়াএতে আছে,—

فرجل ربطها تغنيا وتعففا ٥

উহার অর্থ মাজমায়োল বেহারের ৩/৪১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

رجل ربطها تغنيا وتعففا اى استغناء بها عن الطلب عن الناس اى تفنيا عن الناس وتعففا عن السوال بالتجارة فى الخيل وانتاجها شئ ٥

"কেরমানি উহার অর্থে বলিয়াছেন, ঘোড়ার দ্বারা লোকের নিকট ছওয়াল করা হইতে নিস্কৃতি লাভ করা উদ্দেশ্যে উহা প্রতিপালন করিয়াছে।"

শরহে শেফা জোবদাতে উহার অর্থ এইরূপ লিখিত আছে, ঘোড়ার ব্যবসা করিয়া, এবং উহার বাচ্চা জন্মাইয়া লোকের নিকট ছওয়াল করিতে না হয় এবং লোকদের মুখাপেক্ষী হইতে না হয়, এই উদ্দেশ্যে ঘোড়া প্রতিপালন করিয়াছে।

এবনোল আছির 'নেহায়ার' ৩/১৮৭ পৃষ্ঠায় ও এমাম জালালদ্দিন ছইউতি উহার হাশিয়ায় মুদ্রিত দোর্রোল নছিরের উক্ত পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

رجل ربطها تغنيا وتعففا اى استغناء بها عن الطلب من الناس ٥

"লোকের নিকট ছওয়াল করা হইতে নিস্কৃতি পায়, এই উদ্দেশ্যে ঘোড়া প্রতিপালন করিয়াছে। মোল্লা আলি কারি 'মেরকাতের ২/৪১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

(فرجل ربطها فى سبيل الله) قال ابن الملك ليجاهد والصواب ما قاله الطيبى من انه لم يرد به الجهاد بل النية

الصالحة ان يلزم التكرار اه و قال الطيبى يعضده رواية غيره و رجل ربطها تغنيا و تعففا اى استغناء بها و تعففا عن السوال ○

"এবনোল মালেক বলিয়াছেন ঘোড়া আল্লাহতায়ালার পথে প্রতিপালন করিয়াছে, যেন জেহাদ করে। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক মত, উহা এই যে, হজরত উহার জেহাদ অর্থে বলেন নাই, বরং নেক নিয়ত অর্থে বলিয়াছেন, (কেননা উহার অর্থ জেহাদ গ্রহণ করিলে) একই কথা দুইবার বলা লাজেম হইবে। তিনি বলিয়াছেন, অন্য রাবির নিম্নোক্ত রেওয়াএত উক্ত অর্থের সমর্থন করে। উহা এই পরমুখাপেক্ষী না হওয়ার ও ছওয়াল হইতে বিরত থাকার জন্য ঘোড়া প্রতিপালন করিয়াছে।"

মাজমায়োল-বেহার ১/৪৮০ পৃষ্ঠা,—

ربطوا من ارتباط الخيل فى سبيل الله او كل العبادات رباطا فى سبيل الله ○

رباط হইতে উৎপন্ন আল্লাহতায়ালার পথে ঘোড়া প্রতিপালন করাকে رباط 'রেবাত' বলা হয়।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, তাহাবির দাবি অনুসারে ঘোড়া জেহাদ উদ্দেশ্যে প্রতিপালিত হওয়ার অর্থ ঠিক নহে, বরং উহার অর্থ এই—সৎউদ্দেশ্যে বা কোন নেক নিয়তে ঘোড়া প্রতিপালন করিলে, উহা খোদার পথে প্রতিপালন করা হইবে।

তৎপরে এমাম তাহাবী বলিয়াছেন, নিচেনকারি উটের হক কি, ইহা জিজ্ঞাসিত হইলে, হজরত বলিয়াছিলেন, উহা পুং উষ্ট্রকে উষ্ট্রীকার সহিত সঙ্গম করাইতে 'আরিয়ত' দেওয়া, উহার পানির বালতি তুলিতে 'আ'রিয়ত' দেওয়া ও দুগ্ধবতী উষ্ট্রীকাকে দরিদ্রদের দুগ্ধ পানের জন্য 'আরিয়ত' দেওয়া। ইহাতে বুঝা যায় যে, উক্ত জাকাত

ব্যতীত অন্য প্রকার হক আছে।

তদুত্তরে আমরা বলি, ইহাকে উষ্ট্রে হক বলা হইয়াছে, কিন্তু আল্লাহতায়ালার হক বলা হয় নাই, কাজেই আল্লাহতায়ালার হক দ্বারা জাকাত ব্যতীত অন্য কোন অর্থ হইবে না।

তৎপরে এমাম তাহাবি হজরত আলির রেওয়াএত উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

قال قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ٥

"হজরত বলিয়াছেন, আমি তোমাদের জন্য ঘোড়া ও গোলামের জাকাত মা'ফ করিয়া দিলাম।"

আরও তিনি আবু হোরায়রার রেওয়াএতে বর্ণনা করিয়াছেন,-

ليس على المسلم فى عبده ولا فى فرسه صدقة ٥

হজরত বলিয়াছেন, মুছলমানের পক্ষে তাহার গোলাম ও তাঁহার ঘোড়াতে জাকাত নাই।

আমাদের উত্তর,—

এনায়া কেতাবের ২/৫০২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

"এই ঘটনা মারওয়ানের জামানায় সংঘটীত হইয়াছিল, তিনি ছাহাবাগণের সহিত পরামর্শ করেন। ইহাতে (হজরত) আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, মনুষ্যের উপর তাহার গোলাম ও ঘোড়ার জাকাত নাই। ইহাতে মারওয়ান জয়েদ বেনে ছাবেত (রাঃ) কে বলেন, আপনি কি বলেন? তখন আবু হোরায়রা বলেন, মারওয়ানের জন্য আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, আমি নবি (ছাঃ) এর হাদিছ বর্ণনা করিতেছি, আর তিনি বলেন, হে আবু ছইদ (জয়েদ বেনে ছাবেত), আপনি কি বলেন? তৎশ্রবণে (হজরত) জয়েদ (বেনে ছাবেত), বলিলেন,নবি (ছাঃ) সত্য বলিয়াছেন, হজরত (ছাঃ) ধর্ম্ম যোদ্ধার ঘোড়ার উদ্দেশ্য করিয়া উহা বলিয়াছেন, কিন্তু যে ঘোড়া বংশ বৃদ্ধির জন্য ময়দানে চরাইতে বাহির করা হয়, উহাতে জাকাত দিতে হইবে। তিনি বলিলেন, কত দিতে

হইবে? হজরত জয়েদ বলিলেন, প্রত্যেক ঘোড়াতে এক দীনার কিম্বা দশটী দেরেম।''

এমাম বদরুদ্দিন 'শরহে-বোখারি'র ৪/৩৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন-

فى الاسرار للدبوسى لما سمع زيد بن ثابت حديث ابى هريرة هذا قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه اراد فرس الغازى ٥

"দাব্বুছির আছরার কেতাবে আছে, যখন জয়েদ বেনে ছাবেত আবু-হোরায়রার এই হাদিছ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) সত্য কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি গাজীর ঘোড়ার সম্বন্ধে ইহা বলিয়াছেন।

এবনোল-হোমাম, 'ফৎহোল-কদির' কেতাবের ১/৩১৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

ولا شك ان هذه الاضافة للفرس المفرد لصاحبها فى قولنا فرسه وفرس زيد كذا وكذا يتبادر منه الفرس الملابس للانسان ركوبا ذهابا و مجيئا عرفا ـ ويؤيد هذه الارادة قوله فى عبده ولا شك ان العبد للتجارة تجب فيه الزكوة فعلم انه لم يرد لنفى عن عموم العبد بل عبد الخدمة ٥

ইহাতে সন্দেহ নাই যে, তাহার ঘোড়া এবং জায়েদের ঘোড়া এইরূপ আমাদের বাক্যে যে, একটী ঘোড়াকে উহার প্রভুর দিকে সম্বন্ধ করিয়া থাকি, তখন লোকাচারে স্পষ্ট ভাবে এই অর্থ বুঝা যায় যে, একটী লোকের আরোহণ ও যাতায়াত করার ঘোড়া। হজরতের এই কথা যে, "তাহার গোলামে জাকাত নাই। উক্ত মর্ম্মের সমর্থন করে।"

আর ইহাতে সন্দেহ এই যে, ব্যবসায়ে গোলামে জাকাত ওয়াজেব হইয়া থাকে, কাজেই বুঝা যাইতেছে যে, হজরত সমস্ত প্রকার গোলামের জাকাত ফরজ হওয়ার উদ্দেশ্যে উহা বলেন নাই বরং কেবল খেদমতের গোলামের জন্য উহা বলিয়াছেন।

আল্লামা এবনে হাজার ফৎহোল-বারি'র ৩/২০৯/২১০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

ثم عنده ان المالك يتخير بين ان يخرج عن كل فرس دينارا او يقوم ويخرج ربع العشر واستدل عليه بهذا الحديث واجيب بحمل النفي فيه على الرقبة لا على القيمة ٥

"তৎপরে উক্ত আবু হানিফার নিকট মালিক ইচ্ছা করিলে, প্রত্যেক ঘোড়া হইতে একটী দীনার বাহির করিতে পারে, আর ইচ্ছা করিলে, উহার মূল্য ধরিয়া চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বাহির করিতে পারে। এই ছহিহ বোখারির হাদিছ তাঁহার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করা হইয়াছে। ইহার জওয়াব দেওয়া হইয়াছে যে, এই হাদিছের অর্থ—ঘোড়ার জাকাত ঘোড়া দেওয়া হইবে না, উহার মূল্যের হিসাবে জাকাত না দেওয়ার কথা উহাতে নাই।

তৎপরে এমাম তাহাবী লিখিয়াছেন, এমাম আবু হানিফার পক্ষে পেশ করা হয় যে, হজরত ওমার ঘোড়ার জাকাত লইয়াছিলেন, ইহার জওয়াব এই যে, তিনি ইহা নফল ছদকা লইয়াছিলেন।

আমাদের উত্তর,—

আয়নির ৪/৩৮৪ পৃষ্ঠায় ও ফৎহোল-কদীরের ১/৩১৫/৩১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

এবনো আবদুল বার, দারকুৎনি ও এবনো আবি শায়বা বর্ণনা

করিয়াছেন, ছাএব বলেন, আমার পিতা প্রতিদিন হজরত ওমারকে ঘোড়ার জাকাত দিতেন, আবদুর রাজ্জাক ও এবনো-আবদুল বার রেওয়াএত করিয়াছেন, হজরত ওমার বলিয়াছেন, হে ইয়ালি, তুমি প্রত্যেক ঘোড়া হইতে এক দীনার গ্রহণ কর। তিনি প্রত্যেক ঘোড়ার জন্য একটী দীনার স্থির করিয়াছিলেন।

এবনো-রোশদ মালিকি কাওয়াদে লিখিয়াছেন হজরত ওমার ঘোড়ার জাকাত লইতেন।

আবদুর রাজ্জাক রেওয়াএত করিয়াছেন, হজরত ওছমান ঘোড়ার জাকাত দিতেন।

হজরত ওমারের প্রথম উক্তিতে উক্ত ছদকা নফল হওয়া বুঝা গেলেও তাঁহার শেষ উক্তি ও কার্য্য কলাপে উহা ওয়াজেব হওয়া বুঝা যায়। প্রথম উক্তি প্রথম এজতেহাদের অবস্থা, ওয়াজেব হওয়া শেষ সিদ্ধান্ত মত। মূল কথা, ছাহাবাগণ, ঘোড়ার অবয়ব সংক্রান্ত আল্লাহ তায়ালার হক আছে, ইহাতে উহার জাকাত ওয়াজেব হওয়া এবং উহা আদায় করিলে, দোজখের অগ্নি হইতে অন্তরাল ও নাজাত হইবে ইহা বলিয়া দিতেন। ইহা ওয়াজেব জানা সত্ত্বেও হজরত (ছাঃ) এর জামানাতে উহা আদায় করিলে, দোজখের অগ্নি হইতে অন্তরাল ও নাজাত হইবে ইহা বুঝিয়া ছিলেন। ইহা ওয়াজেব জানা সত্ত্বেও হজরত (ছাঃ)এর জামানাতে উহা গ্রহন করা হইত না, যেহেতু তাঁহার জামানাতে কেহ মুছলমানদিগের মধ্যে ময়দানে বিচরণকারি ঘোড়া সমুহের মালিক ছিল না। শহর, ময়দান ইত্যাদির মালিকগণ এই ধরণের ঘোড়াগুলির মালিক হইয়া থাকেন। তাহাদের শহরগুলি হজরত ওমার ও ওছমানের জামানায় অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল। তৎপরে এমাম তাহাবী লিখিয়াছেন, উট, গরু ও ছাগলের পুং ও স্ত্রী বলিয়া কোন পার্থক্য নাই, যে কোন শ্রেণীর হয় জাকাত ফরজ হইবে। আর এমাম ছাহেবের মতে ঘোটক ও ঘোটকী উভয়ের মালিক হইলে, জাকাত ফরজ হইবে, কেবল ঘোটকের মালিক হইলে, কিম্বা কেবল ঘোটকীর

মালিক হইলে, জাকাত ফরজ হইবে না, কাজেই ঘোটক ও ঘোটকী উভয়ের জাকাত ওয়াজেব না হওয়া উচিত।

আমাদের উত্তর,—

এমাম ছাহেবের এক রেওয়াএতে কেবল ঘোটকের মালিক হইলেও কেবল ঘোটকীর মালিক হইলেও জাকাত ফরজ হইবে, কাজেই এমাম তাহাবীর এই কেয়াছ বাতীল হইল।

তৎপরে এমাম তাহাবী বলিয়াছেন, গর্দ্দভ ও খচ্চরের পায়ে যেরূপ খুর আছে, সেইরূপ ঘোড়ারও খুর আছে, কিন্তু গরু, ছাগল ও উটের পায়ের খুর সেইরূপ নহে, কাজেই যেরূপ গর্দ্দভ ও খচ্চরের জাকাত নাই সেইরূপ ঘোড়ার জাকাত হইবে না।

আমাদের উত্তর,—

গর্দ্দভ ও খচ্চর হারাম, ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই, কিন্তু ঘোড়া তিন এমামের মতে হালাল। এমাম আজমের এক রেওয়াএতে মকরুহ তহরিমি, অন্য রেওয়াএতে মকরুহ তঞ্জিহি। মূল কথা, কোন এমামের মতে উহা হারাম নহে, কাজেই উঁট ইত্যাদির সহিত ঘোড়ার কেয়াছ করা সঙ্গত; গর্দ্দভ ও খচ্চরের সহিত উহার কেয়াছ করা ছহিহ নহে।

উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হইল যে, এমাম তাহাবী, এমাম আবু-ইউছুফ ও এমাম মোহম্মদের মত অপেক্ষা এমাম আজমের মত উৎকৃষ্ট।

এমাম তাহাবী মায়ানিওল আছার, কেতাবের ২/৩১৬/৩১৭ পৃষ্ঠায় কতকগুলি হাদিছ উল্লেখ করিয়াছেন, উহার মর্ম্ম এই যে, হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন। আমি গোসাপ ঘৃণা করিয়া থাকি, উহা নিজে ভক্ষণ করি না, আর হারাম, বলি না। এইরূপ মর্ম্মের হাদিছগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গোসাপ ভক্ষণ করাতে কোন দোষ নাই। খাঁ ছাহেব বলেন, ইহাতে তিনি এমাম ছাহেবের মত বাতীল হওয়ার দাবী করিয়াছেন।

আমদের উত্তর,—

নিজে এমাম তাহাবী উহার ২/৩১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

عن عبد الرحمن بن حسنة قال نزلنا ارضا كثيرة الضباب فاصابتنا مجاعة فسطبخنا منها فان القدر ولتغلى بها اذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا فقلنا ضباب اضبتاها فقال ان امة من بنى اسرائيل مسخت دواب فى الارض و انى لاخشى ان تكون هذه فاكفئوها ٥

আবদুর রহমান বেনে হাছান বলিয়াছেন, আমরা বহু গোসাপ বিশিষ্ট জমিতে অবতরণ করিলাম, ইহাতে আমরা ক্ষুধার্ত হইয়া পড়িলাম, তখন আমরা কতকগুলি গোসাপ রন্ধন করিলাম, আমাদের ডেকগুলি উক্ত গোসাপ মাংস দ্বারা উচ্ছ্বসিত হইতেছিল, অকস্মাৎ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আগমন করিলেন, তৎপরে তিনি বলিলেন, ইহা কি? আমরা বলিলাম কতকগুলি গোসাপ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে হজরত (ছাঃ) বলিলেন, বনি ইছরাইলের এক সম্প্রদায় জমিতে (গমনশীল) পশুতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, আমরা আশঙ্কা করি এই গুলি তাহারাই হইবে। তোমরা ডেকগুলি কাৎ করিয়া ঢালিয়া দাও।"

এমাম তাহাবী দ্বিতীয় একটী ছনদে এই হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন।

উপরোক্ত বিবরণে বেশ বুঝা যায় যে, ছাহাবাগণ ক্ষুধার্ত্ত থাকা সত্ত্বেও যখন রন্ধন করা গোসাপ ঢালিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইল, তখন নিশ্চয় হজরতের মতে উহা নিষিদ্ধ।

তৎপরে তিনি ছাবেত বেনে-আনছারির ছনদে রেওয়াএত করিয়াছেন, আমরা নবি (ছাঃ)এর সঙ্গে ছিলাম, লোকেরা কতকগুলি গোসাপ প্রাপ্ত হইয়া কাবাব করিয়া খাইলেন। আমি ও একটী পাইয়া কাবাব করিয়া হজরতের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি বলিলেন, একদল বনি ইছরাইল চতুস্পদ হইয়া গিয়াছে, আমি জানিনা তাহারই এই

গোসাপগুলি হইতে পারে। হজরত নিজে খাইলেন না, নিষেধ করিলেন না।

ইহাতে গোসাপ খাওয়া হালাল সাবাস্ত হয়, কিন্তু উভয় হাদিছটী পৃথক পৃথক ঘটনা। প্রথম হাদিছে বুঝা যায়, গোসাপের সুরয়াদার গোশত রন্ধন করা হইতেছিল, দ্বিতীয়টীকে ভাজা ও কাবাব করা গোসাপ মাংসের কথা। উভয় ঘটনার কোনটী পূর্ব্বের ঘটনা তাহাও জানা যায় নাই, এইহেতু এমাম আজম উহা নিষিদ্ধ হওয়ার মতাবলম্বন করিয়াছেন। তৎপরে এমাম তাহাবী পাঁচটী হাদিছে উল্লেখ করিয়াছেন গোসাপ হজরতের নিকট নীত হইয়াছিল ইহাতে তিনি না খাইয়া বলিলেন প্রাচীন উম্মতের একদল পশু আকারে পরিণত হইয়াছিল, তাহারা এই গোসাপগুলি হইতে পারে।

ছহিহ মোছলেমের ২/১৫১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, জাবের বেনে আবদুল্লাহ বলিয়াছেন, হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট একটী গোসাপ নীত হইয়াছিল ইহাতে তিনি খাইতে অস্বীকার করিয়া বলয়াছিলেন, প্রাচীন উম্মতেরা যে পশু আকারে পরিণত হইয়াছে, এই গোসাপটী তাহাদের একজন হইতে পারে।

ছহিহ নাছায়ির ২/১৯৮ পৃষ্ঠায় উক্ত মর্ম্মের কতকগুলি হাদিছ আছে।

উল্লিখিত হাদিছগুলি ছেহাছেত্তার হাদিছ গ্রন্থে আছে, ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রাচীন উম্মতেরা পশু আকারে পরিণত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের বংশধরগণ জীবিত আছে, যদি তাহারা এই গোসাপ হয়, এই হেতু হজরত সেই রূপান্তরিত খোদার কোপে পতিত পশুগুলি খাওয়া নিষিদ্ধ ধারণা করিয়াছিলেন।

এমাম তাহাবী তিনটী হাদিছে তাহাদের বংশ লোপ হওয়ার কথা বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু এমাম তাহাবীর এই হাদিছগুলি উল্লিখিত হাদিছগুলির সমকক্ষ হইতে পারে কি না তাহাই বিবেচ্য বিষয়। এমাম তাহাবী যে তিনটী হাদিছ উল্লেখ করিয়াছেন, তিনটীই জইফ। তিনি উক্ত

কেতাবের ২/৩১৫ পৃষ্ঠায় প্রাচীন লোকদের রূপ পশু আকারে পরিবর্ত্তিত হওয়ার পরে তাহাদের বংশ দুনিয়াতে না থাকা সংক্রান্ত তিনটী হাদিছ উল্লেখ করিয়াছেন। উহার প্রথম হাদিছের একজন রাবির নাম مومان بن اسمعيل মোমান বেনে এছমাইল। এমাম জাহাবী মিজানোল-এতেদাল কেতাবের ৩/২২১ পৃষ্ঠায় উক্ত রাবির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

قال ابو حاتم كثير الخطأ وقال البخارى منكر الحديث وقال ابو زرعة فى حديثه خطأ كثير ○

আবু হাতেম বলিয়াছেন, মো'মান বহু ভ্রমকারী। বোখারি বলিয়াছেন, তাহার হাদিছ মোনকর (অগ্রাহ্য)। আবু জোরায়া বলিয়াছেন, তাহার হাদিছে বহু ভ্রান্তি হয়।

এমাম তাহাবীর উল্লিখিত দ্বিতীয় হাদিছের দুই জন রাবির নাম এবনো আবি দাউদ ও আহমদ বেনে দাউদ। এবনো-আবি দাউদের নাম আহমদ বেনে আবি দাউদ।

এমাম জাহাবী মিজানোল এ'তেদালের ১/৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

احمد بن ابى داؤد جهمى ○

"আহমদ বেনে আবি দাউদ জাহামি (ভ্রান্ত) মতাবলম্বী ছিল।"

তারিখে বোগদাদী ৪/১৫৩ পৃষ্ঠা,—

قالت سألت احمد بن حنبل عمن يقول القرآن مخلوق قال كافر قلت فابن ابى داؤد قال كافر بالله العلى العظيم ○

"হাছান বেনে ছওয়াব বলেন, আমি আহমদ বেনে হাম্বলকে উক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম—সে কোরান শরিফকে নব

ছহিহ্ বলে। ইহাতে তিনি বলিলেন, সে কাফের হইবে। আমি বলিলাম, এবনো-আবি দাউদ কি হইবে? তিনি বলিলেন, সে নবিদিগের অল্লাহর সহিত কাফিরি করিয়াছে।"

"আহমদ বেনে দাউদ, তিন ব্যক্তি ছিলেন, ইনি কোন্ ব্যক্তি তাহা স্থির করা দুরূহ ব্যাপার, মিজানোল-এ'তেদালের ১/৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, একজনকে আবু ছালেহ হেরানি মিসরি বলা হইত,—

كذبه الدار قطنى وغيره ۝

দারকুৎনি প্রভৃতি ইহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন। আর একজন আবদুর রাজ্জাকের ভাগিনেয়।

قال احمد كان من اكذب الناس ـ قال ابن معين لم يكن بثقة وقال ابن عدى عامة احاديثه مناكر ۝

আহমদ বলিয়াছেন, উক্ত ব্যক্তি লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী ছিল। এবনো মইন বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি বিশ্বাসী নহে। এবনো আদি বলিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ হাদিছ জইফ।

তৃতীয় আহমদ বেনে দাউদ মক্কি,—

عن الدار قطنى ليس بقوى يعتبر به ۝

দারকুৎনি বলিয়াছেন, উক্ত ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাসী নহে যে, তাহার হাদিছ গ্রহণীয় হইতে পারে। বিশেষ সম্ভব যে, এই হাদিছের রাবি আহমদ বেনে দাউদ মিস্রী হইবেন, কেননা এমাম তাহাবী মিসর বাসী ছিলেন।

এমাম তাহাবীর লিখিত তৃতীয় হাদিছের রাবীর নাম আবদুর রহমান বেনে-ছোলায়মান,—

আল্লামা এবনো-হাজার আস্কালানি তহজিবোত্তহজিব কেতাবে ৬/১৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

وكان ابو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وقال ابو داؤد ضعيف ٥

"আবু হাতেম তাহার হাদিছ লিখিতেন, কিন্তু উহা প্রামান্য বলিতেন না। আবু দাউদ বলিয়াছেন, উক্ত ব্যক্তি জইফ।"

উল্লিখিত প্রমাণ সমুহে বুঝা যাইতেছে যে, এমাম তাহাবীর উল্লিখিত হাদিছ তিনটি জইফ। ইহা ছহিহ মোছলেম, নাছায়ি ইত্যাদির ছহিহ হাদিছ গুলির বিপরীত গ্রহণ যোগ্য হইতে পারে না।

এমাম আবু দাউদ মোহম্মদী প্রেসে মুদ্রিত ছোনানে-আবু দাউদের ২/১৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل الضب ٥

"নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) গো-সাপ খাইতে নিষেধ করিয়াছেন।"

এই হাদিছের প্রথম রাবির নাম মোহম্মদ বেনে আওফ তায়ি। ইনি হেমছের অধিবাসি হাফেজে-হাদিছ ছিলেন, আবু হাতেম, নাছায়ি, এবনো হাব্বান, মোছলেম ও এহইয়া বেনে মইন তাঁহাকে বিশ্বাস ভাজন বলিয়াছেন। তহজিবোত্তহজিব ৯/৩৮৩/৩৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হেম্ছ দেমাশক ও হালাবের মধ্যবর্ত্তী একটী প্রসিদ্ধ প্রাচীন শহর হাফেজে-হাদিছ মোহম্মদ বেনে আওফ তায়ি তথারকার নেতৃ স্থানীয় লোক।

মোয়াজ্জমে-বোলদান, ৩/৩৩৯/৩৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় রাবির নাম হাকাম বেনে নাফে, ইনিও শামের অর্ন্তভুক্ত হেম্ছের অধিবাসি ছিলেন। ইনি ছেহাহছেত্তার রাবি, আবু হাতেম, এবনো আম্মার, আজালি ও খালিলি তাঁহাকে বিশ্বাস ভাজন বলিয়াছেন।

তহজিবোত্তহজিব, ২/৪৪১/৪৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় রাবির নাম এবনো-আইয়াশ, ইনিও শামের অন্তর্গত হেম্ছের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ৩০ সহস্র হাদিছের হাফেজ ছিলেন। এমাম আহমদ বলিয়াছেন, তিনি এমাম অকির ন্যায় ছিলেন, শামিদের হাদিছগুলি বড় মেহাদ্দেছ এছমাইল বেনে আইয়াশ ও অলিদ বেনে মোছলেমের তুল্য কেহ নাই। ইয়াকুব, এবনোল মদিনি ও এজিদ বেনে হারুন বলিয়াছেন, তিনি শ্যামদেশ বাসিদের হাদিছের সবচেয়ে বড় হাফেজে হাদিছ ছিলেন।

এহইয়া, মইন, দারমি, দওরি, আবুদাউদ, আলী বেনে মদিনী ফাল্লাছ, বোখারি, দুলারি, ও এবনো-আদি বলিয়াছেন, শামবাসিদের হাদিছে এই মইন বেনে আইয়াশ বিশ্বাসী ছিলেন। এমাম বোখারি তাঁহার একটী রেওয়াএত বর্ণনা করিয়াছিলেন। এমাম তেরমেজি তাঁহার একটী রেওয়াএত বর্ণনা করিয়াছিলেন। এমাম তেরমেজি তাঁহার শামদেশের অনেক হাদিছ ছহিহ বলিয়াছেন। নাছায়ি শামবাসিদের হাদিছে তাঁহাকে বিশ্বাসী বলিয়াছেন। তহজিবোত্তহজিব, ১/৩২১-৩২৫ পৃষ্ঠা দ্রবষ্ট।

চতুর্থ রাবির নাম জাম্‌জাম বেনে জোরয়া, ইনি হেম্‌ছের অধিবাসি ছিলেন, এবনো-মইন, আহমদ বেনে মোহম্মদ, এবনো-হাব্বান ও এবনো-নোমাএর তাঁহাকে বিশ্বাস ভাজন বলিয়াছিলেন—

তহজিবোত্তহজিব, ৪/৪৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম রাবির নাম শোরাএহ্ বেনে ওবাএদ, ইনি হেম্‌ছের অধিবাসি ছিলেন, আজালি বলিয়াছেন, তিনি শাম দেশবাসি বিশ্বাস ভাজন তাবেয়ি, ছিলেন। দোহাএম, মোহম্মদ বেনে আওফ, নাছায়ি ও এবনো-হাব্বান তাঁহাকে বিশ্বাস ভাজন বলিয়াছেন। তহজিব, ৪/৩২৮/৩২৯।

যষ্ঠ রাবির নাম আবু রাশেদ হোবরানি, ইনি হেম্‌ছ-দেমাশক

বাসি ছিলেন। আজালি বলেন, তিনি শাম দেশবাসি বিশ্বাসী ও উচ্চ তাবেয়ি ছিলেন। দেমাশকে তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ ছিল না। আবু জোরয়া তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর তাবেয়ী ও এবনো-হাব্বান তাঁহাকে বিশ্বাসী বলিয়াছেন।

তহজিব, ১২/৯১/৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সপ্তম রাবির নাম আব্দুর রহমান বেনে শোবল, হজরতের একজন ছাহাবা, নকিব আনছারিদের অন্তর্গত, তিনি শাম ও হেমছের অধিবাসি হইয়াছিলেন। তহজিব, ৬/১৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মূল কথা, এই হাদিছটী শামিদের হাদিছ, কাজেই এছমাইল বেনে আইয়াশের এই বর্ণিত হাদিছ নিশ্চয় ছহিহ।

মোয়াত্তায়-মোহাম্মদ, ২৮৬ পৃষ্ঠা,—

হজরত আএশার নিকট একটী গোসাপ আনা হইয়াছিল, এমতাবস্থায় তাঁহার নিকট নবি (ছাঃ) উপস্থিত হইলেন। তিনি হজরতের নিকট উহা খাওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাতে তিনি তাঁহাকে উহা খাইতে নিষেধ করিলেন। এমতে একটী ভিখারিনী উপস্থিত হইল, তিনি তাহাকে খাওয়াইতে ইচ্ছা করিলেন। ইহাতে হজরত বলিলেন, তুমি যাহা না খাইতেছ, উহা তাহাকে কেন খাওয়াইতেছ?

আরও তিনি লিখিয়াছেন,—

نهى عن أكل الضب ○

হজরত আলি উহা খাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

আল্লামা ছিদ্দি নাজারির ২/১৯৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

لكنه مستقذر طبعا لا يوافق كل طبع شريف فلهذالك من يقول بحرمته يقول كان هذا قبل نزول قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث وبعد نزوله حرم الخبائث والضب

من حملته لانه صلعم كان يستقذره ٥

"কিন্তু গোসাপ ঘৃণ্য বস্তু, প্রত্যেক মেজাজ উহা না পছন্দ করে, এই হেতু যে ব্যক্তি উহা হারাম বলিয়াছেন, তিনি বলেন, কোরআনের এই আয়ত—

ويحرم عليهم الخبائث ٥

"তিনি তাহাদের উপর ঘৃণ্য বস্তুকে হারাম করিয়া থাকেন" নাজেল হওয়ার পূর্ব্বে গোসাপের ব্যবস্থা ঐরূপ ছিল, উহা নাজেল হওয়ার পরে প্রত্যেক ঘৃণ্য বস্তু হারাম হইয়াছে। গোসাপ ঘৃণ্য বস্তুর অন্তর্গত, কেননা নবি (ছাঃ) উহা ঘৃণা করিতেন।"

মোল্লা আলি কারি 'মেরকাতে'র ৪/৩৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন-

قيل عدم اكله ليافة الطبع وعدم تحريمه لانه لم يوح اليه فيه شئ يعن بعد وسيأتى ما يدل على حرمته من نهيه صلى الله عليه وسلم عن اكله ٥

কেহ কেহ বলিয়াছেন, হজরতের পাক তবিয়ত উহা ঘৃণা করিত, এইহেতু তিনি উহা ভক্ষণ করেন নাই, উহা হারাম না বলার কারণ এই যে, এখনও এতৎসম্বন্ধে কোন বিষয় তাহার উপর অহি করা হইয়াছিল না, ইহার পরে এরূপ হাদিছ আসিতেছে যাহা হারাম হওয়া সপ্রমাণ করিয়া দেয়, যেহেতু হজরত উহা খাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

এমাম তেরমেজি ছোনানের ২/১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

قد اختلف اهل العلم فى اكل الضب فرخص فيه بعض اهل العلم من اصحاب النبى صلعم وغيرهم وكرهه بعضهم ٥

"বিদ্বান্‌গণ গোসাপ ভক্ষণ করা সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন, কোন কোন ছাহাবা ও তাবিয়ি উহা খাইতে অনুমতি দিয়াছেন। আর

তাঁহাদের কেহ কেহ উহা মকরুহ বলিয়াছেন।"

এমাম নাবাবী ছহিহ মোছলেমের টীকার ২/১৫১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

حكاه القاضى عياض عن قوم انهم قالوا هو حرام ٥

"কাজি এয়াজ একদল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহারা বলিয়াছেন, উহা হারাম।"

আয়নি, ১০/৫২ পৃষ্ঠাঃ—

আমাশ, জয়েদ বেনে অহ্হাব অন্যান্য অনেকে উহা হারাম বলিয়াছেন।

মূল কথা, হজরতের কতক হাদিছে উহা হালাল হওয়া বুঝা যায়, আর কতক হাদিছে উহা নিষিদ্ধ হওয়া বুঝা যায়, এইহেতু একদল ছাহাবা উহা হালাল বুঝিয়াছেন, অন্য দল উহা মকরুহ বুঝিয়াছেন, এমাম আজম ও তাঁহার শিষ্যদ্বয় উহা মকরুহ বুঝিয়াছেন, কাজেই এমাম তাহাবীর কথায় এমাম আজমের মত অগ্রাহ্য ও বাতীল হইতে পারে না'

খাঁ ছাহেবের উক্তি,—

"এমাম আবু হানিফা ছাহেবের এন্তেকাল হইয়াছে, ১৫০ হিজরীতে। হানাফী মজহাবের প্রচলিত ফেকার কেতাবগুলি রচিত হইয়াছে তাঁহার মৃতের বহুদিবস পরে। যে পুস্তকগুলিতে মোহামেডান-ল সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা আরও পরের রচনা। এই পুস্তকগুলিতে এমাম আবু হানিফার মত বলিয়া যে সব বর্ণনা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার কোনটীর ঐতিহাসিক সূত্র ঐসব পুস্তকে দেওয়া হয় নাই।"

রদ্দোল-মোহতার রচিত হইয়াছে, এমাম ছাহেবের এন্তেকালের এক হাজার বৎসর পরে। গ্রন্থকার বলিয়াছেন, আবু হানিফা এইরূপ বলিয়াছেন। এই এক হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার সংবাদ গ্রন্থকার কোন্ সূত্রে অবগত হইলেন, তাহা বলিয়া দেন নাই।

প্রত্যেক মহাদ্দেছই হাদিছ ও তফছিরের এমন কি ইতিহাসের প্রত্যেক বর্ণনার সঙ্গে বর্ণনা কারিদিগের সূত্র পরম্পরা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

বহু লক্ষ রাবীর বিস্তারিত জীবনী সম্বলিত এক বিরাট ও অনুপম রেজাল শাস্ত্রের সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও হজরত রাছুল করিমের নাম করান বহু জাল হাদিছ রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে।

এমাম ছাহেব এবং এই ফেকহ গ্রন্থকারদিগের মধ্যে শত শত বৎসরের যে দীর্ঘ ব্যবধান, তাহার রাবী বা সাথী পরম্পরার কোন উল্লেখই এখানে করা হয় নাই। এই অবস্থায় এই রেওয়াএতগুলি সমস্তই যে বস্তুতঃ এমাম ছাহেবের উক্তি, বহু জাল ও মিথ্যা রেওয়াএত যে এমাম ছাহেবের নামে চালাইয়া দেওয়া হয় নাই, এরূপ অনুমান করা কোন মতেই সঙ্গত হইবে না।"

আমাদের উত্তর,—

আমি ইতিপূর্ব্বে যে ৩০ খণ্ড হাদিছের কেতাবের নাম উল্লেখ করিয়াছি, ইহা হিজরীর ১৭৮ সন হইতে ৭৩৬ সন পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে, এই হাদিছগুলির মধ্যে যে কয়েক খানা খাঁ ছাহেব দেখিয়াছন, তৎসম্বন্ধে খাঁ ছাহেবের ন্যায় আমাদের বক্তব্য এই যে, এই কেতাবগুলির কয়েক খানা সহস্র বৎসরের অধিক হইল বিভিন্ন গ্রন্থকারগণ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা যে এই কেতাবগুলি লিখিয়াছিলেন, যেরূপ লিখিয়াছিলেন, অবিকল সেইরূপ মুদ্রিত হইতেছে, ইহার ধারাবাহিক ছনদ কি খাঁ ছাহেব উপস্থিত করিতে পারেন? খাঁ ছাহেব এস্থলে এই প্রশ্ন করিতে পারেন যে, আমাদের ও মোহাদ্দেছগণের মধ্যে সহস্র বৎসরের দীর্ঘ ব্যবধান রহিয়াছে, সাক্ষী পরম্পরার কোন যোগসূত্র পাওয়া যাইতেছে না, এঅবস্থায় মোহাদ্দেছগণের নামে যে সমস্ত হাদিছ রেওয়াএত করা হইতেছে, তৎসমুদদের মধ্যে যে বহু জাল ও মিথ্যা রেওয়াএত চালাইয়া দেওয়া হয় নাই, এইরূপ অনুমান করা কোন মতে সঙ্গত হইবে না।

(২) আমি কতকগুলি চরিত পুস্তকের নামোল্লের করিয়াছি, যে সমস্ত ৩ শত হিজরী হইতে ৯ শত হিজরীর মধ্যে গ্রন্থকারগণ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। ছাহাবাগণ হইতে তিন চারি শতাব্দীর হাদিছের রাবিগণের চরিত সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে, কিন্তু তৎসমস্তের ধারাবাহিক সাক্ষী পরম্পরার নামোল্লেখ করা হয় নাই, মনে ভাবুন, এমাম এবনো-হাজার আস্কালানী ৯ শতাব্দীর লোক হইয়া ছাহাবা তাবেয়ি তাবা তাবেয়ি তৎপরবর্ত্তী জামানার রাবিদের জীবনী লিখিয়াছেন, কিন্তু তিনি সাক্ষী পরম্পরার উল্লেখ করেন নাই, কাজেই এই দীর্ঘ ব্যবধানে রাবিদের যেরূপ অবস্থা লিখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে যে বহু জাল ও মিথ্যা কথা চালাইয়া দেওয়া হয় নাই, ইহা কে বলিতে পারে?

তৎপরে অষ্টম শতাব্দীর পর হইতে যে কথাগুলি যেরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছিল, ঠিক সেই ভাবে যে মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে, খাঁ ছাহেব ইহার সাক্ষী পরম্পরার কোন সূত্র পেশ করিতে পারেন কি? যদি না পারেন, তবে ডবল করিয়া তৎসমুদদের মধ্যে যে জাল কথা যোগ করা হয় নাই, ইহা খাঁ ছাহেবের দাবি অনুসারে কিরূপে বলা যাইতে পারে?

(৩) আমি ইতিপূর্ব্বে কতকগুলি ইতিহাসের কথা উল্লেখ করিয়াছি যে সমস্তের প্রত্যেকের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ঘটনার সাক্ষী পরম্পরার কোন সূত্রের উল্লেখ নাই, খাঁ ছাহেবের মোস্তফা চরিতে সহস্র সহস্র কথা এইরূপ হইবে, যে সমস্তের সাক্ষী পরম্পরার (ধারাবাহিক ছনদ) খাঁ ছাহেব উপস্থিত করিতে পারেন নাই, এবং পারিবেন না, তৎসমস্তের মধ্যে যে বহু জাল কথা যোগ করা হয় নাই, ইহা কে বলিতে পারে?

(৪) এক্ষণে আমি কতকগুলি অভিধান তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের নাম ও মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করিতেছি,—

রচিয়তা।	মৃত্যুর তারিখ।

(১) আবুল আছওয়াদ দোয়ালি, ৬৯ হিঃ
(২) আবু আমর আলাল, ১৫৯
(৩) আবু ওমার ছাকাফি, ১৫০
(৪) আবু জয়েদ আনছারি, ২১৫
(৫) আবু ওবায়দা মোয়াম্মার, ২০৯
(৬) আবু ছইদ আছমায়ি, ২১৬
(৭) আবুল ফজল রাইয়াশি, ২৫৭
(৮) আবু হাতেম ছাহল ২৫৫
(৯) মোহম্মদ বেনে হাছান আজদী, ৩১১
(১০) আবদুল্লাহ বেনে মোছলেম দায়নুরি, ২৭৬
(১১) এহইয়া বেনে জিয়াদ ফার্রা, ২০৭
(১২) আবু ইছহাক শায়বানি, ২১৩
(১৩) মোহম্মদ বেনে জিয়াদ, ২৩১
(১৪) আবু ওবায়েদ কাছেম, ২২৪
(১৫) আবুল-ওলা বগদাদী, ৪১৭
(১৬) আবু ওছামা হারাবি, ৩৯৯
(১৭) আহমদ বেনে ফারেছ, ৩৯০
(১৮) কেছায়ি আলি বেনে হামজা, ১৮৯
(১৯) আবু মোহম্মদ আবদুল্লাহ মিসরি, ৫৮২
(২০) আবুল কাছেম এবরাহিম একলিশী, ৪৪১
(২১) আবুল ওলা আহমদ তানুখি, ৪৪৯
(২২) আবুল ফজল আহমদ নায়ছাপুরী, ৫৩৯
(২৩) আবু আমর ইছহাক শায়বানি, ২০৬
(২৪) আবু আলি এছমাইল কালি, ৩৫৬
(২৫) আবু আবদুল্লাহ বাদারি, ৫২৪
(২৬) আব্বাছ রাইয়াশি, ২৫৭
(২৭) আবদুল্লাহ বাতান ইউছি, ৫২১

(২৮) আবুল কাছেম আবদুল্লাহ, ৪৮৫
(২৯) আবু তালেব মায়াফেরি, ৫৬৬
(৩০) এবনোল-কাত্তা ছা'দী, ৫১৫
(৩১) এবনো-ছাইয়েদা মোরাছি, ৪৪৮
(৩২) এবনোল-কাছ্ছার ৫৭৬
(৩৩) শোমাএম হুলি, ৬০১
(৩৪) মোহম্মদ বেনে জেয়াদ ২৩১
(৩৫) আবু আলি কোতরব, ২০৬
(৩৬) মোতার্রেজে-বাওয়ারদী ৪৩৯
(৩৭) আবু মনছুর আজহারি, ৩৭০

উল্লিখিত আলেমগণ যে অভিধান তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, উহার সাক্ষী পরম্পরার কোন উল্লেখ নাই। খাঁ ছাহেব কি প্রত্যেক আরবি শব্দের অর্থ ধারাবাহিক ছনদে প্রমাণ করিতে পারেন, কখনই না। যদি না পারেন, তবে তাঁহাদের নামে যে অভিধান তত্ত্ব প্রকাশ করা হইতেছে, উহাতে যে কত জাল কথা চালাইয়া দেওয়া হইতেছে না, ইহা কি করিয়া খাঁ ছাহেব বলিলেন, এদেশে যে ছোরাহ নামক অভিধান আছে, উহা জওহরির-ছোরাহ নামক অভিধানের ফার্সি অনুবাদ, মোহাম্মদ বেনে ওমার জামালি এই অনুবাদ করিয়াছেন।

এমাম আবু নছর এছমাইল বেনে হাম্মাদ জওহরি এই ছোরাহ সঙ্কলন করেন, তাঁহার মৃত্যু ৩৯৩ হিজরীতে হইয়াছিল।

দ্বিতীয় কামুছ, ইহা মজদদ্দিন ফিরুজাবাদীর প্রণীত, ইনি ৮১৭ সনে মৃত্যু প্রাপ্ত হন।

তৃতীয় লেছানোল-আরাব, ইহা শেখ জালালদ্দিন মোহাম্মদ বেনে মোকরাম আফরিকি মিসরির প্রণীত, তিনি ৬৯০ হিজরীতে মৃত্যু প্রাপ্ত হন।

মাজমায়োল-বেহার, শেখ মোহাম্মদ তাহের প্রণীত, তাঁহার মৃত্যু ৯৮৬ হিজরীতে হইয়াছে।

নেহায়া এবনোল-আছির জজরি কর্ত্তৃক প্রণীত, তাঁহার মৃত্যু হিজরী ৬০৬ সনে হইয়াছে।

মোস্তাহাল-আরাব, শেখ আবদুর রহিম ছফিপুরী হিন্দুস্তানি কর্ত্তৃক প্রণীত উহা ১১৫২ হিজরীতে কলিকাতায় মুদ্রিত হইয়াছে।

তাজোল-অরুছ, ছৈয়দ মোহাম্মদ মোরতজা হোছাএনি বেলগ্রামি কর্ত্তৃক প্রণীত। হিঃ ১২০৫ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তহজিবোল-আছমা অল্লোগাত, এমাম মহইউদ্দিন নাবাবী কর্ত্তৃক প্রণীত হিঃ ৬৭৬ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দোরোন্নছির, এমাম জালালদ্দিন ছইউতি কর্ত্তৃক প্রণীত, হিঃ ৯১১ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মোফরাদাত-ফি-গরিবেন-কোরান, শেখ আবুল কাছেম হোছাএন বেনে মোহাম্মদ রাগেব এছফেহানি কর্ত্তৃক প্রণীত, ইনি পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমাংশে ছিলেন।

এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাসা, উল্লিখিত আভিধানিক তত্ত্বগুলি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত নির্ভুল ভাবে মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে, ইহার ধারাবাহিক ছনদ কি? ইহাতে বহু জাল কথা চালাইয়া দেওয়া অসম্ভব নহে ত? আর যদি অভিধানে জাল কথা থাকে, তবে কোরআন ও হাদিছের অর্থ পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে এবং শরিয়ত বাতীল হইয়া যাইবে।

(৫) এক্ষণে আমি কতকগুলি নহো তত্ত্ব-বিদ্ আলেমের নাম ও মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করিতেছি। প্রথমেই হজরত আলি (রাঃ)র উপদেশ মত আবুল-আছওয়াদ দোয়ালি নহো বিদ্যা আবিস্কার করেন, ইনি প্রথমে কোরান শরিফে নোকতা দিয়াছিলেন।

নহো-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করিতেছি,—

রচয়িতা	মৃত্যুর তারিখ
১। খলিল বেনে আহমদ	১৭৫কিম্বা ১৭০ কিম্বা ১৬০ হিঃ
২। এবরাহিম নেফ্‌তাওয়ায়হে	৩০৬ কিম্বা ৩০৭

৩। আবু ইছহাক এবরাহিম জাজ্জাজ ৩১০কিম্বা ১১ বা ১৬
৪। আবু জা'ফর নাহ্‌হাছ ৩৩৭ কিম্বা ৩৮
৫। আবু তালেব নহবি ৪০৬
৬। আবুল আব্বাছ ছা'লাব ২৯১
৭। আবু ওমার নহবি ২২৫
৮। আবুল হাছান আলি বেনে ছোলায়মান ৩৯৯
৯। আবুল বাকা আবকারি ৩১৬
১০। আমর বেনে ওছমান ছিবাওয়ায়হে ১৮০কিম্বা ১৭৭
১১। আখফাশে-ছগির আলি বেনে ছোলায়মান ৩১৫ কিম্ব ৩১৬
১২। আখফাশে আওছাত ছইদ বালাখি, ২১৫ কিম্বা ২২১
১৩। কেছায়ি, ১৮৯
১৪। আবু ওছমান বেকর বেনে মোহাম্মদ মাজেনি, ২৪৯
১৫। হাছান বেনে আবদুল্লাহ ছিরাফি, ৩৬৮
১৬। আবু আলি ফার্সি, ৩৭৭
১৭। হাছান বেনে আবিল হাছান, ৫৬৮
১৮। হোছাএন বেনে খালাওয়ায়হে ৩৭০
১৯। ছইদ বেনেল মোবারক এবনোদ্দোহান, ৫৬৯
২০। ছোলায়মান বেনে মোহম্মদ হামেজ, ৩০৫
২১। আবুল আছওয়াদ দোয়ালি, ৬৯ কিম্বা১০১
২২। আবদুল্লাহ বেনে জাফর ফাছাবি, ৩৪৭
২৩। আবুল আব্বাছ আম্বারি, ২৯৩
২৪। আবদুর রহমান জোজাজি ৩৩৭
২৫। আবদুল মালেক হেমইয়ারি, ২১৩
২৬। ওছমান এবনে জেন্নি, ৩৯২
২৭। আলি বেনে ইছা রোম্মানি ৩৮৪ কিম্বা ৩৮২
২৮। আলি এবনে এবরাহিম হাওফি, ৪৩০
২৯। আলি বেনে আবদুল্লাহ ছামছামানি, ৪১৫

৩০। এবনো খারুফ এশবিলি, ৬১৩
৩১। আলি বেনে ইছা রাবায়ি, ৪২০
৩২। আবুল হাছান কছিয়ি, ৫১৬
৩৩। আবুল কাছেম জরির, ৪৪২
৩৪। আবু আলি শোলুবিনি, ৬৪৫
৩৫। কাজি এয়াজ ছেবতি, ৫৪৪
৩৬। আবু আমর ছাকাফি, ১৪৯
৩৭। মোবার্রাদ, ২৮৬
৩৮। আবুবকর আজদি, ৩২১

আমাদের দেশে নহো-মির, হেদাএতন্নহো, কাফিয়া ও শরহে-মোল্লা পাওয়া যায়।

নহো-মির ছৈয়দ শরিফ আলি বেনে মোহম্মদ জোরজানির প্রণীত, হিঃ ৮১৬ সনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

কাফিয়া শেখ জামালদ্দিন এবনো-হাজেবের প্রণীত, হিঃ ৬৪৬ সনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

মাওলানা নুরদ্দিন আবদুর রহমান জামি শরহে-মোল্লা রচনা করেন, ৮৯৮ হিজরীতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

হেদাএতন্নহো আবদুল-জলিল গজনবির প্রণীত, তাঁহার মৃত্যুর তারিখ জানা যায় নাই। এক্ষণে আমাদের জবর প্রশ্ন এই যে, প্রাচীন নহো তত্ত্ববিদগণ যেরূপ নহোর কায়েদা প্রকাশ করিয়াছেন, উহার ধারাবাহিক ছনদ মোল্লা জামি, শেখ এবনো-হাজেব, ছৈয়দ শরিফ ও আবদুল জলিল গজনবি লিখিয়াছেন কি?

তৎপরে উক্ত গ্রন্থকারেরা যেরূপ নহো-তত্ত্ব লিখিয়াছেন, অদ্যাবধি অবিকল তাহাই মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে, ইহার কোন ধারাবাহিক ছনদ খাঁ ছাহেব পেশ করিতে পারেন কি? যদি না পারেন, তবে এস্থলে খাঁ-ছাহেবের প্রশ্ন উপস্থিত হইবে, নহো তত্ত্বের যখন সাক্ষী

পরম্পরার উল্লেখ নাই, উহাতে যে জাল কথার ভাজ দেওয়া হয় নাই, ইহার নিশ্চয়তা কি আছে? আর যখন নহো-তত্ত্বে জাল কথা থাকিল, তখন কোরান ও হাদিছ পরিবর্ত্তন করা হইতেছে।

এক্ষণে অছুলে-হাদিছ তত্ত্ববিদ্‌গণের অবস্থা শুনুন।

(১) আলফিয়াতোল-হাদিছ, হাফেজ জয় নদ্দিন এরাকি, ৮০৬

(২) ফৎহোল-মগিছ, মোহম্মদ শামছদ্দিন ছাখবি, ৯০২

(৩) নোখবাতোল-ফেকর, এবনো-হাজার আস্কালানি, ৮৫২

(৪) মোকাদ্দমায়-ছহিহ মোসলেম, এমাম এহইয়া নাবাবী, ৬৭২

(৫) ওলুমোল-হাদিছ, ওছমান এবনে-ছালাহ ৬৪৩

(৬) অছুলে-জোরজানি, সৈয়দ শরিফ আলি, ৮১৬

(৭) তওজিহোন্নজর, তাহের বেনে ছালেহ দেমাশকি, ১৩২৮ হিজরীতে সমাপ্ত হইয়াছিল।

(৮) তকরিব, এমাম নাবাবী, ৬৭২

(৯) তদরিবোর-রাবি, জালালদ্দিন ছইউতি ৯১১

উপরোক্ত গ্রন্থকারগণ যে হাদিছের অছুল লিখিয়াছেন, তৎসমস্ত প্রাচীন মোহাদ্দেছগণের মত, তাঁহার ও তৎসমস্তের ধারাবাহিক ছনদ উল্লেখ করেন নাই, তৎপরে উক্ত গ্রন্থকারদিগের লিখিত বিষয়গুলি যে অবিকৃত ভাবে মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে, মুদ্রাকর, প্রকাশকগণ বা গ্রন্থকারগণ হইতে এযাবৎ পর্য্যন্ত সাক্ষী পরম্পরার কোন উল্লেখ করে নাই, কাজেই খাঁ-ছাহেবের দাবি অনুসারে তৎসমস্তের মধ্যে বহু জাল কথা চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ কি আছে? ইহা হইয়া থাকিলে, হাদিছের উপর আমলের ও সত্যাসত্য নির্ব্বাচনের কোন উপায় থাকিবে না।

কেরাত তত্ত্ববিদ্‌গণের মৃত্যুর তারিখ।

(১) আবু আমর বেনে ওলা, ১৯৪

(২) হামজা, ১৫৭

(৩) আছেম, ১২৭

(৪) কেছায়ি, ১৮৯

(৫) আবদুল্লাহ বেনে কছির, ১২০

(৬) নাফে, বেনে আবদুর রহমান মাদানী, ১৬৯

(৭) আবদুল্লাহ বেনে আমের শামী, ১১৫

(৮) হাফ্‌ছ বেনে ছোলায়মান ১৮০

(৯) কোম্বল বেনে আবদুর রহমান, ১৯১

(১০) বজ্জি আহম্মদ বেনে মোহাম্মদ, ২৭০

(১১) কাছেম শাতেবি, ৫৯০

উপরোক্ত কারিগণ কেরাত তত্ত্বের কোন ধারাবাহিক ছনদ উল্লেখ করেন নাই, কাজেই এখানেও খাঁ ছাহেবের প্রশ্ন উঠিতে পারে?

মূল কথা, খাঁ ছাহেব এক তীরে চৌদ্দটী খুন করিয়া ফেলিলেন।

খাঁ ছাহেবের ভ্রম লোকদিগকে দেখাইবার জন্য এতটা লিখিত হইল।

আসল, জওয়াব শুনুন, যে বিষয়টী খবরে মোতাওয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয়, উহা অকাট্য সত্য, ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ থাকিতে পারেনা।

আল্লামা এবনো হাজার আস্কালানি 'নোখবতোল-ফেকাহে'র ৩/৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

انجرا ما يكون له طرق حصر عدد معين بل تكون العادة قد احالت توا طؤهم على الكذب (الي) وهو المتواتر وهوا المفيد للعلم اليقيني ٥

'ইহার সার মর্ম্ম এই যে, যে খবরের এরূপ অসংখ্য ছনদ থাকে যে স্বভাবতঃ তাহাদিগের একযোগে মিথ্যা কথা বলা অসম্ভব ধারণা করে, উহা মোতাওয়াতের। ইহাতে অকাট্য জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

মনে ভাবুন, পশ্চিমদেশে কা'বা কিম্বা বয়তুল-মোকাদ্দেছ আছে, কিম্বা নওশেরওয়ান নামক একজন বাদশাহ অতীত কালে ছিলেন, ইহা এত অধিক সংখ্যক লোক বর্ণনা করিয়া থাকেন যে, তাহাদের একযোগে মিথ্যা কথা বলা জ্ঞান ও বিবেক অসম্ভব বলিয়া ধারণা করে, উহা খবরে মোতাওয়াতের নামে অভিহিত হইবে, ইহা অকাট্য সত্য হইবে।

আরও নোখবাতোল-ফেকর, ৬ পৃষ্ঠা,—

ان الكتب المشهورة المتداولة بايدى اهل العلم شرقا و غربا المقطوع عندهم لصحة نسبتها الى مصنفيها ٥

"পূর্ব্ব ও পশ্চিমদেশের বিদ্বান্‌গণের হস্তে যে প্রসিদ্ধ প্রচলিত কেতাব সকল আছে, ঐ সমস্ত তৎসমুদয়ের গ্রন্থকারদিগের কেতাব, ইহা অকাট্য সত্য কথা। এমাম মোহাম্মদ এমাম আবু হানিফার রেওয়াএতগুলি নিজের কেতাবগুলিতে লিখিয়াছেন।

এমাম মোহাম্মদ প্রথমে মবছুত কেতাব লিখিয়াছেন, তৎপরে জামেয়েছগির, তৎপরে জামেয়ে-কবির, তৎপরে জিয়াদাত, তৎপরে ছিয়রে-ছগির, তৎপরে ছিয়ারে-কবির। এই ছয়খানা কেতাবকে জাহেরে-রেওয়াএত বলা হয়। এই কেতাবগুলিতে এমাম আবু হানিফা, আবু ইউছুফ ও মোহাম্মদের রেওয়াএত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। কচিৎ জোফার, হাছান বেনে জিয়াদ প্রভৃতি যাহা এমাম আজম হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাও উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

(১) মবছুতের অনেক নোছখা আছে, যাহা তাঁহার শিষ্যগণ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে, সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাশ্য নোছখা আবু ছোলায়মান জোরজানির লিখিত নোছখা। মোতায়াক্ষেরিণ- আলেমের একদল উহার শরাহ (টীকা) লিখিয়াছেন, তম্মধ্যে শায়খোল-ইছলাম আবুবকর খাহের জাদা, শামছোল আএম্মাএ-হোলোওয়ানি প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। এমাম শাফেয়ি উক্ত মবছুতকে পছন্দ করিয়া স্মরণ করিয়া

লইয়াছিলেন। একজন আহলে কেতাব হাকিম উহা পাঠ করিয়া মুসলমান হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, ইহা তোমাদের ছোট মোহম্মদের কেতাব, নাজানি, তোমাদের বড় মোহম্মদের কেতাব কিরূপ হইবে? কাশফোজ-জনুন, ২/৩৭৩ পৃষ্ঠা।

(২) জামেয়ে-ছগির, বজদবি বলিয়াছেন, উক্ত মোবারক কেতাবে ১৫৩২টী মছলা লিখিত আছে। ১৭০টী মছলাতে মতভেদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। বিদ্বানগণ উক্ত কেতাবের সম্মান করিতেন, এমন কি তাঁহারা বলিতেন, উহার মছলাগুলি নাজানিলে, কেহ ফৎওয়া ও বিচার ব্যবস্থা প্রদানের যোগ্য হইতে পারে না। শামছোল-আএম্মায় ছারাখছি জামেয়ে-ছগিরের টীকাতে লিখিয়াছেন, এই কেতাব রচনা করার কারণ এই যে, যখন তিনি কেতাব (মবছুত) রচনা করিয়াছিলেন, তখন এমাম আবু ইউছুফ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আমি এমাম আবু হানিফার যে রেওয়াএতগুলি তোমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা তুমি একখানা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ কর। তৎপরে তিনি সেই রেওয়াএত গুলি সঙ্কলন করিয়া তাঁহার নিকট পেশ করিলেন, ইহাতে তিনি তাঁহার স্মরণ শক্তির প্রকাশ করিলেন, কিন্তু বলিলেন, তুমি তিনটী মছলাতে ভ্রম করিয়াছ। তৎশ্রবণে এমাম মোহম্মদ বলিলেন, আমি ভ্রম করি নাই, আপনি এই রেওয়াএতের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন।

আলি কুম্মি বলিয়াছেন, এমাম আবু ইউছফ এত বড় উন্নত দরজার লোক হইয়াও দেশ বিদেশে এই কেতাব সঙ্গে রাখিতেন। আলি রাজি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই কেতাব খানা বুঝিতে পারিয়াছেন, সেই ব্যক্তি আমাদের দলের মধ্যে সমধিক সুবিজ্ঞ। যে ব্যক্তি উহা স্মরণ করিয়া লইয়াছেন, সেই ব্যক্তি আমাদের দলের মধ্যে সমধিক স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন। প্রাচীন আলেমগণ যতক্ষণ পরীক্ষা নাকরিতেন, ততক্ষণ কাহাকেও কাজি পদ প্রদান করিতেন না। যদি সে ব্যক্তি জামেয়ে-ছগির স্মরণ করিয়া লইত, তবে তাহাকে কাজায়ি পদ

প্রদান করা হইত, নচেৎ তাঁহাকে উহা স্মরণ করিতে আদেশ করিতেন। তিনি এই কেতাবে এরূপ কতকগুলি মছলা লিখিয়াছেন, যাহা অন্যান্য কেতাবে উল্লেখ করেন নাই। আর কতকগুলি মছলা আছে, যাহা অন্যান্য কেতাবে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি তথায় উহা এমাম আবু হানিফার মত, বা অন্যের মত, তাহা কিছু উল্লেখ করেন নাই, পক্ষান্তরে তিনি এই কেতাবে প্রত্যেক মছলাতে এমাম আবু হানিফার মত উল্লেখ করিয়াছেন।

২২ জন বড় বড় ফকিহ উহার শরাহ (টীকা) লিখিয়াছেন, (১) এমাম শামছোল-আএম্মায় ছারাখছি, (২) এমাম হাছান বেনে মনছুর কাজিখান, (৩) এমাম আবু জাফর তাহাবী, (৪) এমাম আবুবকর আহমদ বেনে আলি জাছ্ছাছ রাজি। (৫) এমাম আবু আমর আহমদ বেনে মোহাম্মদ তাহাবী। (৬) এমাম আবুবকর আহমদ বেনে আলি জহিরে বালাখি। (৭) এমাম হোছাএন বেনে মোহাম্মদ নজম। (৮) ছদরোল-কোজ্জাৎ। (৯) তাজদ্দিন আব্দুল গাফ্ফার কোরদরি। (১০) এমাম জহিরদ্দিন আহমদ তামার তাশি। (১১) মোহাম্মদ বেনে আলি জোরজানি। (১২) কেওয়ামদ্দিন আহমদ বোখারি। (১৩) কাজি মছউদ বেনে হোছাএন এজদবি। (১৪) এমাম আবদুল আজহার খোজান্দি। (১৫) আবুল কাছেম আলি বোন্দার রাজি। (১৬) আবু ছইদ মোতাহ্হার এজদীর পৌত্র। (১৭) আবু মোহাম্মদ বেনেল আদী মিস্ত্রি। (১৮) জালালদ্দিন এবনে হেশাম। (১৯) এমাম ফখরোল-ইছলাম বজদবি। (২০) এমাম আবুনছর আহমদ বোখারি। (২১) ফকিহ আবুল্লাএছ ছামারকান্দি। (২২) শেখ জামালদ্দিন হোজায়ারি।

নিম্মোক্ত বিদ্বান্গণ উহার অধ্যায় পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছিলেন, (১) এমাম কাজি আবু তাহের মোহাম্মদ দাব্বাছ বগ্দাদি। (২) ছদরোশ্ শহীদ হোছামদ্দিন, (মৃত্যু ৫৩৬ সনে)। ইহাকে জামেয়োছ-ছদরেশ্ শহীদ বলা হয়। আবুবকর মোহাম্মদ বেনে আহমদ,

শাএখ বদরুদ্দিন, এমাম আবুনছর এছবিজাবি ও শেখ আলাউদ্দিন ছানারকান্দি উক্ত জামেয়ের টীকা লিখিয়াছেন। (৩) এমাম আবুল মইন নাছাফি। (৪) এমাম ছদরোল-ইছলাম বজদবি। (৫) এমাম শামছোল আম্মায় হোলোওয়ানি। (৬) এমাম আবু জাফর হেন্দওয়ানি। (৭) কাজি জহিরুদ্দিন। (৮) আবুল ফজল কেরমানি। (৯) আবুল হাছান কারখি। (১০) আবদুর রহমান কাজমি। (১১) আবু মুছা। (১২) মুহিত প্রণেতা। (১৩) এমাম মহবুবি। (১৪) আক তাছ।

নিম্নোক্ত বিদ্বানগণ জামেয়ে-ছগিরকে পদ্যছন্দে লিখিয়াছেন,-

(১) এমাম শামছুদ্দিন ওকায়াল বোখারী। (২) এমাম নজমদ্দিন নাছাফি। (৩) মোহাম্মদ বেনে মোহাম্মদ। (৪) শেখ বদরুদ্দিন ফার্রা। আলাউদ্দিন খোজান্দী উহার শরহ লিখিয়াছেন। কাশফোজ-জনুন ১/৩৭৭—৩৭৯।

এমাম মোহাম্মদের তৃতীয় কেতাব জামেয়োল-কবির, ইহাতে এরূপ রেওয়াএত ও জ্ঞানের কথা লিখিত হইয়াছে যে, যেন উহা অলৌকিক কার্য্য হইয়াছে, ৪০ জন বড় বড় আলেম উহার টীকা লিখিয়াছেন,—

(১) ফকিহ আবদুল লাএছ ছামারকান্দি। (২) ফখরোল-ইছলাম বজউদবি, (৩) কাজি আবু জয়েজ দাব্বুছি। (৪) মুহিত প্রণেতা এমাম বোরহানদ্দিন। (৫) শামছোল-আএম্মায় হোলোওয়ানি (৬) শামছোল-আএম্মায় ছারাখছি। (৭) মোহাম্মদ বেনে আলি জোরজানি। (৮) এমাম জালালুদ্দিন হোজায়রি ইনি ছোট ও বড় দুইটী শরাহ লিখিয়াছেন। (৯) এমাম আহমদ এতাবি বোখারি। (১০) এমাম আবুবকর জাছছাছ রাজি। (১১) এমাম আবদুল মোতালেব হালাবি। (১২) এমাম আবুজাফর তাহাবি। (১৩) আবু আমর আহমদ তাবারি। (১৪) ফকিহ মোহাম্মদ বেনে এহইয়া জোরজানি। (১৫) কাজি আবু হাজেল আবদুল হামিদ। (১৬) শায়খোল ইছলাম আবুবকর এছবিজাবি। (১৭) এমাম আবুবকর খায়েরজাদা বোখারি। (১৮)

এমাম হোছাএন বেনে এহইয়া জালওয়াছি। (১৯) এমাম আলাউদ্দিন ছামারকান্দি। (২০) এমাম কাজিখান। (২১) এমাম রোকনদ্দিন কেরমানি। (২২) এমাম আবুবকর জাহেদ বালাখি। (২৩) এমাম বোরহানদ্দিন মুর্গিনানী। (২৪) কাজি মোহাম্মদ হোছাএন এরছাবন্দী। (২৫) ছদরোশ শহিদ হোছামদ্দিন। (২৬) আবুল মোজাফ্ফর ছেবতে-এবনোল জওজি। (২৭) ওছমান মারদিনী। (২৮) এমাম রাজিউদ্দিন হামাবি রুমি। (২৯) আবুল আব্বাছ কুনাবি। (৩০) তাজদ্দিন এবনো বোরহানোল-হালাবি। (৩১) ফখরদ্দিন জয়লয়ি। (৩২) তাজদ্দিন আলি বেনে ছাঞ্জার বগদাদী। (৩৩) নাছেরদ্দিন এবনোর রাবাওয়হে দেমাশকি। (৩৪) এবনো আবু মুছা। (৩৫) জহিরদ্দিন ওস্তোরাবাদী। (৩৬) ছেরাজদ্দিন হিন্দি। (৩৭) আবদুল হামিদ এরাকি। (৩৮) এমাম মছউদি। (৩৯) মজদ্দিন। (৪০) এমাম আওহামদ্দিন নাছাফি। (৪১) এমাম আলি কুম্মি।

এই জামেয়ে-কবিরকে কয়েক জন আলেম পদ্যছন্দে লিখিয়াছেন,—

(১) আহমদ মাহমুদী নাছাফি। এমাম আবুল কাছেম মাহমুদ হারেছি ইহার টীকা লিখিয়াছিলেন। (২) আহমদ বেনে ওছমান তোর্কমানি (৩) আবুল হাছান আলি দেমাশকি।

এমাম মোহম্মদের চতুর্থ কেতাব জিয়াদাত জামেয়ে-কবির রচনা করার পরে এরূপ কতকগুলি মছলা তাঁহার স্মরণে আসে যাহা উহাতে উল্লেখ করেন নাই, এইহেতু সেই মছলাগুলি একখানা খণ্ড কেতাবে লিপিবদ্ধ করেন, ইহাকে জিয়াদত নামে অভিহিত করেন। তৎপরে আরও কতকগুলি মছলা তাঁহার স্মরণে আসে, তাহা লিপিবদ্ধ করেন, ইহাকে জিয়াদাতোজ জিয়াদাত নামে অভিহিত করেন।

একদল আলেম উহার টীকা লিখিয়াছিলেন।

প্রথম এমাম কাজিখান হাছান বেনে মনছুর। দ্বিতীয় আবু হাফছ

ছেরাজদ্দিন হিন্দি। তৃতীয় হাকেম শহিদ। চতুর্থ বাজদাবি। পঞ্চম শামছোল-আএম্মার। যষ্ঠ এমাম আবুল কাছেম আহমদ এতাবি। কাশফোজ-জনুন, ২/১১/১২ পৃষ্ঠা।

এমাম মোহাম্মদের পঞ্চম কেতাব ছিয়ারে ছগির। ইহা এমাম মোহাম্মদের এরাক হইতে ফিরিয়া আসার পরে লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে জেহাদ ও তৎসংলগ্ন বিষয় গুলির আলোচনা হইয়াছে।

তাঁহার স্পষ্ট কেতাব ছিয়ারে কবির, এই কেতাব লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, যখন শ্যামদেশের এমাম আওজায়ি ছিয়ারে ছগির কেতাব দেখেন তখন তিনি বলেন, এই কেতাব কাহার প্রণীত? তদুত্তরে কেহ বলেন, ইহা এরাকবাসি মোহাম্মদের প্রণীত। ইহাতে তিনি বলেন, এ সম্বন্ধে কেতাব প্রয়োগ করা এরাকবাসিদের কার্য্য নহে, কারণ জেহাদ সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান নাই। এই সংবাদ এমাম মোহম্মদ শ্রবণ করিয়া ছিয়ারে-কবির রচনা করেন। যখন এমাম আওজায়ি উহা পাঠ করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, উহাতে অনেক গুলি হাদিছ সন্নিবেশিত হইয়াছে, ইহা না হইলে আমি বলিতাম-যে, তিনি নিজেই এলম প্রস্তুত করিতে পারেন। তৎপরে তিনি ৬০ দফতরে (জেলদে) উহা লিখাইয়া গাড়িতে বোঝাই বোঝাই করাইয়া খলিফার দরবারে পাঠাইয়া দেন। খলিফা উহা দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন। উহা যুগের আশ্চর্য্যজনক বিষয় বলিয়া পরিগণিত হয়। কাশফোজ জনুন, ২/৪০ পৃষ্ঠা।

উক্ত ছয় খণ্ড কেতাবের মছলাগুলিকে জাহেরে-রেওয়াএত বলা হয়।

এমাম হাকেম শহীদ জাহেরে-রেওয়াএতের মছলাগুলি একখানা কেতাবে সংগ্রহ করিয়াছেন, উহা কেতাবোল-কাফি' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা মজহাবের মছলাগুলি সম্বন্ধে অতি বিশ্বাসযোগ্য কেতাব। একদল বিদ্বান্ উহার টীকা লিখিয়াছেন, তম্মধ্যে এমাম শ্যামছোল-আএম্মায়-ছারাখ্ছির শরাহটী উল্লেখযোগ্য, ইহা মবছুতে ছারাখ্ছি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ মোস্তাফা কেতাবও অতি বিশ্বাসযোগ্য

কেতাব। কিন্তু উহাতে সামান্য কয়েকটী নাওয়াদের রেওয়াএত উল্লিখিত হইয়াছে। উপরোক্ত জাহেরে- রেওয়াএতের উল্লিখিত মছলাগুলি এত বহু সংখ্যক বিদ্বান্‌গণ রেওয়াএত করিয়াছেন, লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এত বহু সংখ্যক বিদ্বান্ তৎসমুদয়ের টীকা লিখিয়াছেন, সমস্ত মুছলমান দুনইয়াতে এরূপ বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছে যে, খবরে মোতাওয়াতের কিম্বা উহার নিকট মশহুরের দরজায় উপস্থিত হইয়াছে।

আরও কতকগুলি নাদের রেওয়াএত আছে, যে সমস্ত কতক-গুলি শিষ্য এমাম মোহাম্মদ ও এমাম আবু ইউছুফ হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, যেরূপ কায়ছানিয়াত, হারুনিয়াত, জোর জানিয়াত, রোকাইয়াত, এই কেতাবগুলি আলি বেনে জোরজানি, মোহাম্মদ বেনে ছেমায়া, ছোলায়মান বেনে শোয়াএব কায়ছানি প্রভৃতি এমাম মোহাম্মদ হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন। এইরূপ এমাম আবু ইউছুফের কেতাবোল-আমালি, হাছান বেনে জিয়াদের মোহার্রার। এই সমস্তকে নাদের রেওয়াএত বলা হয়। একজন রাবি কর্ত্তৃক বর্ণিত হাদিছ গরিব ও দুইজন কর্ত্তৃক 'আজিজ' নামে অভিহিত হয়। এইরূপ হাদিছ মোতাওয়াতেরের দরজায় যতক্ষণ না পৌঁছিবে ততক্ষণ উহা 'আহাদ' নামে অভিহিত হয়। দুনিয়ার হাদিছগ্রন্থগুলির অধিক সংখ্যক হাদিছ মোতাওয়াতের নহে, আহাদ হাদিছের অন্তর্ভুক্ত। তৎসমস্তের প্রতি আমল করা ওয়াজেব যদি এই শ্রেণীর হাদিছ আমল যোগ্য না হয়, তবে হাদিছের সাড়ে পনর আনা অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে। উক্ত নাদেরে রেওয়াএত আহাদ হাদিছের তুল্য আমলের যোগ্য, কিন্তু জাহেরে রেওয়াএত হইলে বিপরীত হইবে, আমলের অযোগ্য হইবে।

(৩) এমাম আবু ইউছফ ও মোহাম্মদের শিষ্যগণ কিম্বা তাঁহাদের প্রশিষ্যগণ যে অনুল্লিখিত মছলাগুলির জওয়াব এমাম আজমের বিধিবদ্ধ নিয়ম কানুন অনুসারে আবিস্কার করিয়াছেন। তৎসমস্তকে 'ওয়াকেয়াত' বলা হয়,এই সমস্তও এমাম আজমের মজহাবের অন্তর্গত, যেহেতু তাঁহার নিয়ম কানুন অনুসারে আবিষ্কার

করা হইয়াছে। এই ফৎওয়াগুলি ফকিহ্ আবুল্লাএছের কেতালোল্লা-ওয়াজেন মজমুন্নাওয়াজেন, ওয়াকেয়াতে নাতেফি ও ওয়াকেয়াতে-ছদরে শহিদে সংগৃহীত হইয়াছে। এমাম রজিউদ্দিন ছারাখছি 'মুহিত' কেতাবে প্রত্যেক পরিচ্ছেদে তিনটী অধ্যায় করিয়াছেন, প্রথম অধ্যায়ে জাহেরে রেওয়াএতের মছলাগুলি দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাদেরে রেওয়াতের মছলাগুলি ও তৃতীয় অধ্যায়ে ফাতাওয়াগুলি সন্নিবেশিত করিয়াছেন, কাজিখান, খোলাছা, জহিরিয়া ইত্যাদি কেতাবে সমস্ত মছলাগুলি একত্রে লেখা হইয়াছে, কিন্তু কোন্‌টী জাহেরে রেওয়াএত, কোনটী নাদেরে রেওয়াএত, কোন্‌টী এমাম আজমের মত, কোন্‌টী অন্য এমামের মত কোন্‌টী পরবর্ত্তী আলেমগণের ফৎওয়া তাহা সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে।

শাহ অলিউল্লাহ্ মরহুম একদোল জিদের ৩২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

فلا بد من ان يكون اقوالهم التى يعتمد عليها مروية بالاسناد الصحيح او مروية في كتب مشهورة (الي) وليس مذهب في هذه الازمنة المتاخرة بهذه الصفة الاهذه المذاهب الاربعة ٥

"যাহাদের কথাগুলির উপর আস্থা স্থাপন করিতে হইবে তৎসমুহের ছহিহ্ ছনদে উল্লিখিত হওয়া কিম্বা প্রসিদ্ধ কেতাবগুলিতে লিখিত হওয়া জরুরি। এই শেষ যুগে এই চারি মজহাব ব্যতীত এইরূপ গুণসম্পন্ন কোন মজহাব নাই।"

আরও তিনি উহার ৫১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

نقل المفتى المقلد عن المجتهد احد امرين - اما ان يكون له سند اليه او يأخذه من كتاب معروف تداولة

الایدی نحو کتب محمد بن الحسن ونحوها من التصانیف المشهورة للمجتهدین لانه بمنزلة الخبر المتواتر او المشهور ○

মুফতি মোকাল্লেদের মোজতাহেদ হইতে কোন কথা বর্ণনা করিতে হইলে, দুই প্রকারে সম্ভব হইতে পারে, প্রথম তাহার নিকট উক্ত মোজতাহেদ পর্য্যন্ত ছনদ থাকে, কিম্বা এরূপ প্রসিদ্ধ কেতাব হইতে উদ্ধৃত করে যে, পুরুষ পরম্পরায় উহা পড়িয়া আসিতে থাকে, যেরূপ মোহাম্মদ বেনে হাছান প্রভৃতির কেতাবগুলি যাহা মোজতাহেদগণের নিকট প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, কেননা উহা মোতাওয়াতের কিম্বা মশহুর খবরের তুল্য।"

মূল কথা, হানাফী মজহাবের কেতাবগুলি দুনইয়ার লক্ষ্য লক্ষ্য আলেমের হস্তে আছে, ইহা মোতাওয়াতের দরজায় পৌঁছিয়াছে, কোন লোক কি এমাম আজমের নাম করিয়া কোন কথা জাল করিয়া কোন কেতাবে চালাইয়া দিতে পারে? একখানা কেতাব জাল করিলে, দুনইয়ার সমস্ত কেতাব কি জাল করা সম্ভব হইবে?

যদি সম্ভব হয়, তবে কেবল হানাফীদের ফেক্হের কেতাবে কেন, হাদিছ, তফছির, অছুলে-হাদিছ, ইতিহাস, অভিধান, কেরাত, আছমায়োর রেজাল ইত্যাদি সমস্ত কেতাবে ইহা সম্ভব হইত।

মনে ভাবুন, লাহোরের নওল-কেশওয়ারি ছাপার 'গুনইয়া তোত্তোলেবিন' কেতাবের ১৬৪ পৃষ্ঠায়, দিল্লির মোরতাজাবি ছাপার উক্ত কেতাবের ২৩০ পৃষ্ঠায় মিসরের দারোল-কোতোবোল-আরাবিয়ার, উক্ত কেতাবের ৬৩ পৃষ্ঠায় ও মক্কা শরিফের মিরি ছাপার উক্ত কেতাবের ১/৮০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, এমাম আজমের কোন শিষ্য মরজিয়া হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু মজহাব বিদ্বেষী শেখ মহইউদ্দিনের পুত্র শেখ আবদুল হাই ১৩২৭ হিজরীতে লাহোরের ইছলামিয়া প্রেসে যে গুনইয়াতোত্তালেবিন কেতাব ছাপাইয়াছেন, উহার

২০৮ পৃষ্ঠায় জাল করিয়া بعض 'বাজ' শব্দ উড়াইয়া দিয়াছেন। এক্ষণে উহার অর্থ এইরূপ বিকৃত হইয়া গিয়াছে— "আবু হানিফার শিষ্যগণ (সমস্ত শিষ্য) মরজিয়া হইয়া গিয়াছেন।"

একজন মজহাব অমান্যকারি ব্যক্তি কোন কেতাবে জাল করিলে, মক্কা, মিসর, দিল্লি ও অন্যান্য স্থানের গুনইয়াতে কিরূপে জাল করিবেন? ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, খাঁ ছাহেবের এই দাবি যে,— "হানাফী ফেক্‌হের কেতাবে এমাম আজমের নামে অনেক জাল কথা চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে," একেবারে বাতীল দাবি, কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন আলেমের কলমে, এইরূপ ফজুল কথা বাহির হইতে পারে না।

খাঁ ছাহেবের উক্তি,—

"এমন বহু বিষয় হানাফী মজহাবের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে, যেগুলি বস্তুতই হানাফী মজহাবের অভিমত নহে। বহু বিখ্যাত হানাফী আলেমও একথা স্বীকার করিয়াছেন।

এমাম তাহাবী বলিতেছেন—"জানা উচিত যে, ফেকার কেতাবগুলিকে কেবলই যে এমাম আবু-হানিফার সিদ্ধান্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা নহে, বরং মো'তাজেলা,' কাদরিয়া, শিয়া, খারেজী প্রভৃতি মতাবলম্বীদিগের বহু মতবাদ দ্বারা ফেকার কেতাবগুলি পরিপূর্ণ হইয়া আছে।" রেছালায় আকায়েদ আবুহানিফা।"

মাওলানা আবদুল কাদের বাদায়ুনী (হানাফী) বাওয়ারেকে শেখ নজদী পুস্তকে লিখিয়াছন,—

খারেজী বা মোতাজেলাদিগের যে সব অভিমত হানাফীদিগের ফেকার কেতাবগুলিতে ঢুকিয়া গিয়াছে, তাহা সংখ্যাতীত। হাজার হাজার খারেজী ও মোতাজেলা ফেকার মছলা সম্বন্ধে হানাফী ছিলেন। এমাম আবুহনিফা ও আবু ইউছফের খাস শিষ্যবর্গ বাতীল মতাবলম্বী ছিলেন। এই শ্রেণীর লোকদিগের নিজেদের বাতীল মজহাব অনুসারে বর্ণিত হাজার হাজার রেওয়াএত হানাফী মজহাবের ফৎওয়ার

কেতাবগুলিতে সন্নিবেশিত হইয়া আছে।"

আমাদের উত্তর ,—

উক্ত কেতাব দুইখানা দুর্লভ, খাঁ ছাহেব নিশ্চয় অগ্রপশ্চাতে কিছু কথা বাদ দিয়া গাৎরাবুদ করিয়াছেন, বিশেষতঃ খাঁ ছাহেব প্রথোক্ত কেতাবের আরবি এবারতগুলি উদ্ধৃত করেন নাই, ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি উহাতে জাল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

মাওলানা আবদুল কাদের বাদায়ুনি সম্ভবতঃ অহাবীদের বিরুদ্ধে উহা লিখিয়াছেন, উল্লিখিত কথাগুলি হানাফিদের বিরুদ্ধে অহাবীদের আরোপিত দোষ হইতে পারে, তিনি খণ্ডন উপলক্ষে উহা উদ্ধৃত করিয়া উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। খাঁ ছাহেব চিরন্তন প্রথা অনুসারে পশ্চাতের জওয়াবটী হজফ করিয়াছেন।

কাশ্‌ফোজ-জনুনে আকায়েদে-তাহাবী বলিয়া একখানা কেতাবের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু রেছালায়-আকায়েদে আবি হানিফা বলিয়া কোন কেতাবের নাম উল্লিখিত হয় নাই।

মাওলানা আবদুল কাদের বাদায়ুনি ছাহেব এমন কোন সর্ব্বজন মানিত আলেম নহেন যে, তাঁহার কথা হানাফি সমাজের নিকট গ্রহণীয় হইবে?

হানাফী ফেক্‌হের কেতাবের মধ্যে প্রকাশ্য কেতাব শরহে-বেকায়া, মাজময়োল-আনহোর, দোরার, কদুরি, কাঞ্জোদ্দাকায়েক, হেদায়া, দোর্রোল-মোখতার, কাজিখান, আলমগিরি রদ্দোল-মোহতার, কবিরি ইত্যাদি আছে, এই কেতাবগুলির ফৎওয়া গ্রাহ্য মত হানাফিগণ মান্য করিয়া থাকেন, এমাম আবু ইউছফ ও মোহম্মদের শিষ্য এছাম বেনে ইউছফ, এবনো রোস্তম, মোহম্মদ বেনে ছেমায়া, মোয়াল্লা বেনে মনছুর, আবু ছোলায়মান জোরজানি ও আবু হাফছ বোখারী ছিলেন। তাঁহাদের শিষ্য মোহাম্মদ বেনে ছালমা, মোহাম্মদ বেনে মোকাতেল, নছির বেনে এহইয়া, আবুন্নছর কাছেম বেনে ছালাম ছিলেন। শামী, ১/৫৪ পৃষ্ঠা।

খাছ্ছাফ, আবু জাফর তাহাবী, আবুল-হাছান কারখি, শামছোল আএম্মায় হোলোওয়ানি, শামছোল আএম্মায় ছারাখছি, ফখরোল ইছলাম বজদবি, ফখরদ্দিন কাজিখান মোজতাহেদ-ফিল- মাছায়েল ছিলেন। যেস্থানে এমামদ্বয়ের কোন রোওয়াএত না থাকিত, তাঁহারা এমাম আজমের নির্দ্ধারিত নিয়ম কানুন অনুসারে আহকাম আবিস্কার করিতেন।

রাজি প্রভৃতি অস্পষ্ট মর্ম্ম বাচক কথার স্পষ্ট মর্ম্ম প্রকাশ করিতেন, এমাম ছাহেব ও তাঁহার সাগরেদগণের দ্বার্থবাচক হুকুমগুলির প্রকৃত মর্ম্ম নিৰ্ব্বাচন করিতেন। হেদায়া প্রণেতা ও আবুল-হাছান কাদুরি কোন্ রোওয়াএতটী সমধিক ছহিহ্, উৎকৃষ্ট বা লোকদের পক্ষে সহজ তাহাই স্থির করিতেন।

কাঞ্জ, মোখতার, মাজমা ও বেকায়া প্রণেতাগণ কেবল ছহিহ রোওয়াএত বর্ণনা করিতেন। এক্ষণে আমরা খাঁ ছাহেব ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষকদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এমামগণের কোন্ রাফিজি, মোতাজেলা, শিয়া, কাদরিয়া শিষ্যের মতবাদ হানাফী ফেক্‌হের কেতাবে পরিপূর্ণ করা হইয়াছে। তাঁহারা হাজার হাজার খারেজী ও মোতাজেলাদের মত হানাফী ফেকহের মধ্যে সন্নিবেশিত থাকার দাবি করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারা এইরূপ দশটী মছলা হানাফীদের ফৎওয়া গ্রাহ্য মত হইতে বাহির করিয়া দিয়া প্রত্যেক মছলাতে ১০টী করিয়া টাকা পুরস্কার লাভ করুন। ফৎওয়ার কেতাবে জইফ বা বাতীল কোন রেওয়াএত প্রতিবাদ উপলক্ষে উল্লিখিত থাকিলে, উহা হানাফীদের ফেকহের মত হইল কিরূপে। কোরান ও হাদিছে অনেক মনছুখ আয়াত ও হাদিছ আছে, ইহাতে কোরান ও হাদিছের কি দোষ হইবে?

শিয়া, রাফেজি মো'তাজেলা ও খায়েজিদের কোন্ কোন্ মত হানাফী ফেক্‌হের মধ্যে আছে, ইহা যতক্ষণ তাঁহারা দেখাইতে না পারেন ততক্ষণ তাঁহারা মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রমাণিত হইবেন। এমাম আজমের সহস্র সহস্র শিষ্য ছিল, যথা আবদুল্লাহ বেনে মোবারক অকি,

লাএছ, এহইয়া বেনে জিকরিয়া, দাউদ তায়ি, আছাদ বেনে আমর, ইউছুফ বেনে খালেদ, আবু ইউছুফ, মোহম্মদ, হাছান বেনে জিয়াদ, জোফার প্রভৃতি। তম্মধ্যে বেশর বেনে গেয়াছ মরিছি মো'তাজেলা, জাহরিয়া মরজিয়া ছিল, এই ব্যক্তি এমাম আবু ইউছফের শিষ্য ছিল। এইরূপ দুই এক জন শিষ্য মো'তাজেলা, জাহমিয়া, খারেজি হইলেও হানাফি ফেক্‌হতে তাহাদের কোন মছলা গ্রহণ করা হয় নাই, তাহাদের আকায়েদ হানাফিদের আকায়েদ হইতে পৃথক। কাজেই তাহাদের মত হানাফি ফেক্‌হতে পরিপূর্ণ থাকার দাবি একেবারে বাতীল। আর যে পাঁচ তবকার আলেমগণের মত ফেকহের কেতাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা কেহই উপরোক্ত প্রকার বেদয়াত মতাবলম্বন করেন নাই। জারোল্লাহে-জামাখ্‌শারি মো'তাজেলা ছিলেন। ৪৬৭ হিজরীতে তাঁহার জন্ম ও ৫৩৮ হিজরীতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, তিনি হানাফিদের ছয় তবকার কোন আলেম নহেন, তাঁহার কোন মছলা হানাফী ফেকহের কেতাবে গ্রহণ করা হয় নাই।

কোন্‌ইয়া কেতাবের প্রণেতা মোখতার বেনে মাহমুদ জায়েদ মো'তাজেলা ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু ৬৫৮ হিজরীতে হইয়াছিল, ইনি ছয় তবকার কোন ফকিহ্ নহেন, অবশ্য তিনি বাহরে-মুহিত, হাবি, রেছালায় নাছিরিয়া হইতে কতকগুলি মছলা বাছিয়া লইয়া কোনইয়া নামে অভিহিত করিয়াছেন, মোল্লা আলি কারি ও এবনো-আবেদীন শামী বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি অনেক জইফ কথা লিখিয়াছেন, কাজেই তাহার কেতাবের মছলা গ্রহণীয় নহে, অবশ্য কোন বিশ্বাস যোগ্য কেতাবের মোয়াফেক হইলে, উহা গ্রহণীয় হইবে। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, জাহেদীর নিজের কোন কথা হানাফিগণ গ্রহণ করেন নাই।

মরজিয়া, খারিজি, মো'তাজেলা, জাহমিয়া ও রাফিজিদের মত কি কি, তাহা দুনইয়ার শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি, ও অন্যান্য ফেরকাদের কেতাবে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহাদের কোন মতটী

হনাফিদের ফেকহের কেতাবে হানাফিদের মত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়ার ভার খাঁ সাহেবের উপর থাকিল।

কাজি ছানাউল্লাহ পানিপাতি তফছিরে-মজহরির ৩৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছে .—

ان اهل السنة والجماعة قد افترق بعد القرون الثلثة او الاربعة على اربعة مذاهب ولم يبق مذهب فى فروع المسائل سوى هذه الاربعة فقد انعقد الاجماع المركب على بطلان قول يخالف كلهم ٥

"নিশ্চয় ছুন্নত-জামায়াত তৃতীয় বা চতুর্থ 'কর্ণে'র পরে চারি মজহাবে বিভক্ত হইয়াছেন। ফরুয়াত মাছায়েল সম্বন্ধে এই চারি মজহাব ব্যতীত অন্য মজহাব বাকী নাই, এই চারি মজহাবের বিপরীত কথা বাতীল হওয়ার প্রতি মিশ্রিত এজমা হইয়াছে।"

তাহতাবি, ৪/১৫২/১৫৩ পৃষ্ঠা,—

فعليكم معاشر المؤمنين باتباع الفرقة الناجية المسماة باهل السنة والجماعة وهذ الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم فى مذاهب اربعة وهم الحنفيون والمالكيون والشافعيون والحنبليون رحمهم الله ومن كان خارجا عن هذه الاربعة فى هذا الزمان فهو من اهل البدعة والنار ٥

"হে ইমানদারগণ, তোমাদের পক্ষে নাজী ফেরকার তাবেদারি করা ওয়াজেব যাহারা ছুন্নত অল-জামায়াত নামে অভিহিত হইয়াছেন, এই বেহেশতী ফেরকা বর্ত্তমানে চারি মজহাবে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহারা হানফি, মালিকি, শাফেয়ি ও হাম্বলী। যে ব্যক্তি বর্ত্তমান

জামানাতে এই চারি মজহাব হইতে খারিজ হইবে, সে বেদয়াতি ও দোজখী হইবে।"

তফছিরে-আহমদী ৫২৬ পৃষ্ঠা,—

وقد وقع الاجماع على ان الاتباع انما يجوز لنا ربع

فلا يجوز الاتباع لمن حدث مجتهدا مخالفا لهم ٥

"কেবল চারি মজহাবের তাবেদারী করা জায়েজ হইবে এবং তৎপরে তাহাদের বিরুদ্ধমতাবলম্বী যে কোন মোজতাহেদ হইয়াছে, তাহার তাবেদারি করা জায়েজ হইবে না, ইহার প্রতি সত্যই এজমা হইয়াছে।"

শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব হোজ্জাতোল্লাহেল-বালেগা কেতাবের ১/১২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

ان هذه المذاهب الاربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الامة او من يعتد به منها على جواز تقليدها الى يومنا هذا ٥

"এই উম্মত কিম্বা এই উম্মতের বিশ্বাস যোগ্য বিদ্বানগণ এই লিপিবদ্ধ সংগৃহীত চারি মজহাবের তকলিদ করা জায়েজ হওয়ার প্রতি একাল পর্য্যন্ত এজমা করিয়াছেন।"

জওহরে-মনিকা, ১১ পৃষ্ঠা,—

والناس الان مطبقون على ان اصحاب الجماعة هم اهل المذاهب الاربعة مثل ابى حنيفة و مالك و الشافعي و احمد ٥

"আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ি ও আহমদ এই চারি এমামের মজহাবাবলম্বিগণ ছুন্নত-অল-জামায়াত, ইহার প্রতি বর্ত্তমানে লোকেরা এজমা করিয়াছেন।"

আল্লামা এবনো-হাজার হায়ছমি "ফৎহোল-মবিন, কেতাবের ১৯৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

اما فی زماننا فقال بعض ائمتنا لا یجوز تقلید غیر الائمة الاربعة الشافعی و مالك و ابی حنیفة و احمد بن حنبل" ٥

"কিন্তু আমাদের জামানাতে কতক এমাম বলিয়াছেন, শাফেয়ি, মালেক, আবু হানিফা ও আহমদ বেনে হাম্বল (রঃ) এই চারি এমাম ব্যতীত অন্য কাহারও মজহাব মান্য করা জায়েজ নহে।"

ফাওয়ায়েদে-মক্কিয়া, ৫৬ পৃষ্ঠা,—

لابد للمكلف غير المجتهد المطلق من التزام التقليد لمذهب معين عن مذاهب الائمة الاربعة ٥

"যে শরিয়তের হুকুম প্রাপ্ত ব্যক্তি মোজতাহেদ মোতলাক না হইয়াছে, তাহার পক্ষে চারি এমামের মজহাবের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট মজহাবের পয়রবি করা জরুরি।"

কাশফোজজনুন, ২/২০২ পৃষ্ঠা,—

والمذاهب المشهورة التی تلقتنا العقول بالصحة هی المذاهب الاربعة الائمة الاربعة ابی حنیفة و مالك والشافعی و احمد بن حنبل ٥

"যে প্রসিদ্ধ মজহাবগুলি ছহিহ্ হওয়া জ্ঞানিগণ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, উহা আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ি ও আহমদ বেনে হাম্বল এই চারি এমামের চারিটী মজহাব।"

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব একদোল-জীদের ৩১-৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

এই চারি মজহাব অবলম্বন করাতে মহা কল্যাণ হয় এবং

উহার সমস্ত অস্বীকার করাতে মহা অনিষ্ট হয়। রাছুলে-খোদা (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা বড় জামায়াতের তাবেদারি কর। যখন এই চারি মজহাব ব্যতীত সত্য মজহাব সকল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তখন এই চারি মজহাবের পয়রবি করিলে, বড় জামায়াতের পয়রবি করা হইবে। আর এই চারিটী মজহাব হইতে বহির্গত হইলে, বড় জামায়াত হইতে বহির্গত হইতে হইবে।

পাঠক, একটী মতের জন্য লোকে মো'তাজেলা, জাহমিয়া, মরজিয়া, খারিজি ও রাফিজি ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে, যদি হানাফী ফেকহের মধ্যে সহস্র সহস্র রাফিজি, খারিজি, জাহমিয়া ইত্যাদির মত থাকিত, তবে দুনইয়ার দারিত্বজ্ঞান সম্পন্ন বড় বড় আলেম হানাফী মজহাবকে ছুন্নত অল-জামায়াত ও সত্য মজহাব বলিয়া প্রকাশ করিলেন কেন? ইহাতে বুঝা যায় যে, খাঁ ছাহেবের উক্ত দাবি একেবারে মিথ্যা।

খাঁ ছাহেবের উক্তি ;—

মেনহাজোছ-ছুন্নাহ পুস্তকে লিখিত আছে;—

وكذلك الحنفى يخلط بمذهب ابى حنيفة شيأ من اصول المعتذلة والكراميته والكلابية ويضيفه الى مذهب ○

এইরূপ হানাফীরাও মো'তাজেলা, কারামিয়া প্রভৃতি বাতীল মজহাব অবলম্বীদিগের কতক কতক 'ওছুলকে হানাফী মজহাবের মধ্যে মিশাইয়া দিয়াছে, এবং সেগুলিকে তাহারা এমাম আবু হানিফার সিদ্ধান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে।"

আমাদের উত্তর ,—

খাঁ ছাহেব 'কোন হানাফি' স্থলে 'হনাফিরাও' জাল অনুবাদ করিয়াছেন।

এবনো-তায়মিয়া 'মেনহাজোছ-ছুন্নাহ' কেতাবে লিখিয়াছেন, কোন হানাফী ফরুয়াতে হানাফী মজহাব অবলম্বন করে, কিন্তু

আকায়েদে মোতাজেলা, কারামিয়া, কেলাযিয়া মত ধারণা করে এবং জাল করিয়া উহা এমাম আবু হানিফার আকিদা বলিয়া প্রকাশ করে। ইহা তাঁহার উপর মিথ্যা অপবাদ। ঠিক এইরূপ হজরত বড় পীর ছাহেব 'গুনইয়াতোত্তালেবিন' কেতাবে লিখিয়াছেন, এমাম আজমের কোন শিষ্য মরজিয়া হইয়া গিয়াছিল।

এইরূপ শরহে-মাওয়াকেফের ৭৬০ পৃষ্ঠায় আছে,—

মরজিয়া গাছছান কুফি বলিত, এমাম আবু হানিফা মরজিয়া মত ধারণ করিত এবং তাঁহাকে মরজিয়া বলিয়া প্রকাশ করিত, ইহা তাঁহার উপর মিথ্যা অপবাদ, তাহার উদ্দেশ্য ছিল, একজন প্রবীন প্রসিদ্ধ লোকের নাম লইলে তাহার মজহাব প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। এইরূপ শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব 'তফহিমাতে-এলাহিয়াতে লিখিয়াছেন, কোন কোন হানাফী মো'তাজেলা হইয়া গিয়াছিল, যথা—জাব্বারি, আবু হাশেম ও জামাখ শারি। কেহ মরজিয়া ইত্যাদি হইয়াছে।

মূল কথা, হজরত নবি (ছাঃ)এর লক্ষাধিক ছাহাবার মধ্যে কেহ কাফের হইয়া গিয়াছিল, সেইরূপ এমাম আজমের লক্ষ লক্ষ মতাবলম্বিদিগের মধ্যে দুই চারি জন মোতাজেলা, মরজিয়া হইয়াছিল, তাহাদের কোন মত হানাফী ফেক্‌হে গ্রহণ করা হয় নাই, ইহাতে হানাফী মজহাবের কি ক্ষতি হইবে?

(১) ছেহাহ ছেত্তার মধ্যে অনেক বেদয়াতি রাবির হাদিছ উল্লিখিত হইয়াছে, এস্থলে সবচেয়ে বড় ছহিহ হাদিছ গ্রন্থ বোখারি ও মোছলেমে এইরূপ বেদয়াতি রাবির হাদিছ আছে। একজন রাবির নাম আলি বেনে মদিনি, বোখারি, আবু দাউদ, তেরমেজি, নাছায়ি ও এবনো-মাজা তাঁহার হাদিছ নিজ নিজ কেতাবে উল্লেখ করিয়াছেন। এমাম বোখারি নিজের ছহিহ কেতাবে তাঁহার রেওয়াএত ৩০৩টী হাদিছ উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি শিয়া ও জাহমিয়া মত প্রকাশ করিতেন। তহজিবত্তহজিব ৭/৩৫৩-৩৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় এমাম এহইয়া বেনে মইন, ছেহাহ-ছেত্তাতে তাঁহার বহু হাদিছ উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু যেহেতু তিনি বিপদে পড়িয়া জাহমিয়া মত ধারণ করিয়া ছিলেন, এইহেতু এমাম আহমদ তাঁহার হাদিছ লিপিবদ্ধ করিতেন না। তহজ্রিব, ১১-২৮৭ ও মিজানোল-এ'তেদাল, ৩/৩০৪ পৃষ্ঠা।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে নিম্নোক্ত কয়েক জন মরজিয়া রাবির হাদিছ উল্লিখিত হইয়াছে,—

বেশর মরুজি, বশির বেনে মোহাজের কুফি, হাছান বেনে মোহাম্মদ হাশেমী, খালেদ বেনে ছালমা, খাল্লাদ বেনে এহইয়া, জার বেনে আবদুল্লাহ, ছালেম বেনে এজমান, শোয়াএব বেনে ইছহাক, তালক বেনে হবিব, আছেম বেনে কোলাএব, আবদুল হামিদ বেনে আবদুর রহমান, আবদুল হামিদ বেনে আবদুল আজিজ, ওছমান বেনে গেয়াছ বেনে জার, কয়েছ বেনে মোছলেম আবুবকর নইশলি ও আইউব বেনে এয়াজ। শাবাবা বেনে ছেওয়ার, ওমার বেনে জার হামদানি, আমর বেনে মোর্রা, মোহাম্মদ বেনে খাজেব। ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের নিম্নোক্ত রাবিগণ কাদরিয়া মতাবলম্বী ছিলেন,—

হারব বেনে ময়মুন, হাছান বেনে জকাওয়ান, জিকরিয়া বেনে ইছহাক, ছাহাল বেনে ইউছোফ, ছালাম বেনে মিছকিন, ছাএফ বেনে ছোলায়মান, শেবল বেনে এবাদ, শায়বান বেনে ফররুখ, ছাওর বেনে এজিদ, হেছান বেনে আতিয়া, ছইদ বেনে আবি আরুবা, ছালাম বেনে মিছকিন, ছয়েক বেনে ছোলায়মান, শেবল বেনে এবাদ, শরিক বেনে আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ বেনে আমর, আবদুল্লাহ বেনে আবি নাবিদ, আবদুল্লাহ বেনে আবি নোজাএহ, আবদুল ওয়ারেছ বেনে ছইদ, ওমার বেনে আবিজাএদা, ওমরান বেনে মোছলেম, ওমাএর বেনে হানি, কাহমাছ বেনে মেনহাল, মোহম্মদ বেনে ছেওয়া, মোহম্মদ বেনে আবদুর রহমান। নিম্নোক্ত কয়েকজন ছহিহ বোখারি ওমোছলেমের

রাবি রাফিজি ছিলেন—বোকাএর বেনে আবদুল্লাহ, এবাদ বেনে ইয়াকুব, আমার বেনে হাম্মাদ, হারুণ বেনে ছা'দ, খালেদ বেনে মোখাল্লাদ, ছইদ বেনে আমর, এবাদ বেনেল-আওয়াম, এবাদ বেনে ইয়াকুব, আবদুল্লাহ বেনে ইছা, আদি বেনে ছাবেত, আওফ বেনে আলি জামিলা, ফজল বেনে দোককান, মোহাম্মদ বেন ফজল। মোহাম্মদ বেনে হেজামি, নিম্নোক্ত কয়েক জন খারিজি ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের রাবি—এছমাইল বেনে ছমি, দাউদ বেনে হোছাএন, এমরান বেনে হেত্তাল, এমরান বেনে দাউয়ার, মোয়াম্মার বেনে মোছাল্লা, নাছার বেনে আছেম, হাজেব বেনে ওমার, অলিদ বেনে কছির, আবু হেছান, ছওর বেনে জয়েদ।

নিম্নোক্ত কয়েকজন নাছাবি উক্ত কেতাব দ্বয়ের রাবি, আহমদ বেনে আবাদা, ইছাহক বেনে ছোওয়াএদ, হোরাএজ বেনে ওছমান, হোছাএন বেনে নোমাএর, আবদুল্লাহ বেনে শকিফ, নয়িম বেনে আবি হেনদ, বেশর বেনেছ ছারি, এছমাইল বেনে এবরাহিম, এহইয়া বেনে ছালেহ জাহমিয়া ছিলেন।

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, ছেহাহ-ছেত্তার মধ্যে জাহমিয়া, কদরিয়া, মরজিয়া, নাছেয়ি ও খারিজিদের সহস্র সহস্র হাদিছ সন্নিবেশিত হইয়াছে, এক্ষণে দেখা যাক, খাঁ ছাহেব ইহার কি কৈফিএত দেন।

(২) এমম আবু জোরয়া, আবু হাতেম ও মোহাম্মদ বেনে এহইয়া এমাম বোখারিকে জাহমিয়া বলিয়াছিলেন। এবনে-খালকান, ২/৯১ পৃষ্ঠা, তহজি-বোত্তহজিব, ৯/৫১৪ পৃষ্ঠায় এমাম মোছলেমকে জাহমিয়া বলা হইয়াছে।

তাজকেরাতোল-হোফ্যাজ,৩/১১১ পৃষ্ঠা।

দারকুৎনিকে শিয়া বলা হইয়াছে। তাজকেরাতোল-হোফ্যাজ, ৩/২০০ পৃষ্ঠা।

এমাম নাছায়িকে শিয়া বলা হইয়াছে। —বোস্তানোল-

মোহাদ্দেছিন, ১১১ পৃষ্ঠা।

আলি মদিনিকে শিয়া ও জাহমিয়া বলা হইয়াছে।—তহজিব, ৭/৩৫৪/৩৫৫ পৃষ্ঠা।

এহইয়া বেনে মঈনকে জহমিয়া বলা হইয়াছে।—তহজিব, ১১/২৮৭ পৃষ্ঠা।

হাকেমকে রাফেজি বলা হইয়াছে।—তাজকেরা, ৩/২২৩ পৃষ্ঠা।

আবদুর রাজ্জাককে শিয়া বলা হইয়াছে। —মিজানোল-এ'তেদাল, ২/১২৭/১২৮, মা'রেফে-এবনে-কোতায়বা, ২০৬ পৃষ্ঠা।

ওকিকে শিয়া বলা হইয়াছে।—মিজান, ৩/২৭০, মায়ারেকে-এবনে-কোতায়বা ২০৬ পৃষ্ঠা।

এবনো-আবি হাতেমকে শিয়া বলা হইয়াছে।—মিজান, ২/১১৬ পৃষ্ঠা।

শো'বাকে শিয়া বলা হইয়াছে। উক্ত পৃষ্ঠা, মায়ারেফ, ২০৬ পৃষ্ঠা।

এখন দেখি, খাঁ ছাহেব কি বলেন?

(৩) খাঁ ছাহেব ও তাঁহার সম্প্রদায় যে মোহাম্মদী নামক মজহাব ধারণ করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাঁহারা শিয়া ও রাফেজিদের মত ধারণ করিয়াছেন,—

(১) গুনইয়া তোত্তালেবিন, ২১৮ পৃষ্ঠা,—"রাফিজিগণ হজরত আবু-বকর, ওমার প্রভৃতি ছাহাবাগণের নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন।" সেইরূপ নবাব ছিদ্দিক হাছান, মোল্লা মইন ও মোল্লা ঝাউ হজরত আবুবকর, ওমার প্রভৃতি ছাহাবাগণকে পাপী ও বেদয়াতি বলিয়াছেন।

(২) উক্ত গুনইয়া, ২১৮ পৃষ্ঠা,—

রাফিজিরা বলিয়া থাকে যে, বার এমাম অভ্রান্ত ও মা'ছুম (নিস্পাপ) ছিলেন।"

এইরূপ মজহাব অমান্যকারী মোল্লা মইন 'দেরাছা-তোল্লবিব' কেতাবের ২০৪/২০৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, বার এমাম ও হজরত ফাতেমা (রাঃ) নিষ্পাপ ও ভ্রান্ত ছিলেন।

(৩) গুনইয়াতোত্তালেবিন, ২১৯ পৃষ্ঠা,—

শিয়ারা বলিয়া থাকে যে, যাহারা এমাম মাহদীর খাঁটী প্রেম সহ মরিয়া গিয়াছে, তাহারা এমাম মাহদীর সময়ে পুনর্জীবিত হইবেন, ইহাকে রাজয়াত বলা হয়।

মোল্লা মইন 'দেরাছাতোল্লবিব' এর ২১৯/২২০ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত রাজয়াতের মত সমর্থন করিয়াছেন।

(৪) শিয়াদের মান্য ইয়াহ জোরহোল-ফকিহ পুস্তকের ১৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, যে কাপড়ে মদ লাগিয়াছে, উহা পরিধান পূর্ব্বক নামাজ পড়া জায়েজ হইবে। এইরূপ মজহাব অমান্যকারী কাজি শওকানি 'দোরারে-বাহিয়া'র ৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—মনুষ্যের মলমুত্র, কুকুরের লালা, গর্দ্দভ, অশ্বতর ও ঘোড়ার বিষ্ঠা, স্ত্রীলোকের রজঃ ও শূকর মাংস নাপাক, তৎসমস্ত ভিন্ন সমুদয় বস্তু পাক।"

মজহাব অমান্যকারী নবাব ছিদ্দিক হাছান ছাহেব মেছকোল-খেতামের ১/৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, কাজি শওকানির মতে মদ পাক।

(৫) শিয়াদের উক্ত পুস্তকের ১৩/১৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

"গো, ছাগল ইত্যাদি চতুস্পদ জন্তুর মলমুত্র পাক।" মজহাব বিদ্বেষী মৌলবি আব্বাছ আলি ছাহেব মাছায়েলে জরুরিয়া'র ১/১৫/১৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, উক্ত প্রকার চতুস্পদের মলমুত্র পাক এবং তিনি উহার উপর নামাজ পড়া জায়েজ বলিয়া লিখিয়াছেন।

(৬) শিয়াদের মতে নয়টী স্ত্রীলোকের সঙ্গে এক সঙ্গে নিকাহ করা হালাল।

এইরূপ নবাব ছিদ্দিক হাছান ছাহেব 'রওজা-নাদিয়া'র ১৯৬/১৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, নয়টী স্ত্রীলোকের সহিত এক সঙ্গে নেকাহ

করা হালাল, ইহা কেয়াছ অমান্যকারিদিগের মত।

(৭) তফছিরে-আহমদীর ৪০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "রাফিজিরা বলিয়া থাকে যে, একবারে তিন তালাক দিলে, এক তালাক হইবে।"

এইরূপ মজহাব বিদ্বেষী নবাব ছিদ্দিক হাছান ও মৌলবি মহইউদ্দিন ছাহেবদ্বয় উপরোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন।

(৮) শিয়াদের কোলায়নি কেতাবে আছে যে, কেয়াছ শরিয়তের দলীল নহে।

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব 'একদোল-জিদ' কেতাবের ৮৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, শিয়ারা কেয়াছ অমান্য করিয়া থাকে।

এইরূপ মজহাববিদ্বেষী মৌলবি এলাহি বখ্‌শ, মৌলবি রহিম বখ্‌শ, মৌলবি আব্বাছ আলি ও মাওলানা নজির হোছেন ছাহেবগণ কেয়াছকে শরিয়তের দলীল বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

ইহাতে বুঝা যায় যে, এদেশের মজহাব বিদ্বেষীদল প্রকৃত পক্ষে খাঁ ছাহেবের দল মোজাছছেমা, মোশাব্বেহা ও মরজিয়াদের মত ধারণ করিয়াছেন,—

(১) তফছিরে আহমদী, ৪০৭ পৃষ্ঠা,—

"মরজিয়ারা বলিয়া থাকে যে, আল্লাহতায়ালা আদমকে নিজের আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন। খোদাতায়ালার অবয়ব (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) আছে, তিনি কোন স্থানে থাকেন, আরশ তাঁহার থাকিবার স্থান।"

গুনইয়া তোত্তালেবিন, ২৩৭/২৩৮ পৃষ্ঠা,—

"রাফিজি ও কার্রামিয়া এই দুইদল মোশাব্বেহা হইয়া গিয়াছে, তাহাদের এক শ্রেণী মোকাতেলিয়া নামে অভিহিত, তাহারা মোকাতেলের অনুসরণ করিয়া থাকে, এই মোকাতেল বলিত যে, খোদাতায়ালা রূপধারি বস্তু, তাঁহার শরীর মনুষ্যের আকৃতির ন্যায় রক্ত মাংসধারী, তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মস্তক, রসনা ও গলা আছে, তিনি ঐ সমস্ত বিষয়ের জগতের বস্তুর তুল্য নহেন।"

মাওয়াকেফের টীকা, ৭৬০/৭৬১ পৃষ্ঠা,—

"মরজিয়াদের একদল বলে যে, খোদা আদমকে নিজের আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি মনুষ্যের ন্যায় আকৃতিধারী।

মোশাব্বেহারা বলিয়া থাকে যে, খোদা আকৃতিধারী, কিন্তু রক্তমাংসে ধারী নহেন, তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল আছে। খোদাতায়ালা আরশের উপর আছেন, উপরের দিক্ হইতে আরশের সহিত মিলিত হন, তিনি গমণাগমণ ও অবতরণ করেন।"

এবনোল-জওজি তলবিছে ইবলিছের ১২০/১২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"একদল জাহেরিয়া (কেয়াছ অমান্যকারী) বলিয়া থাকে যে, খোদা তায়ালা আকৃতিধারী, তন্মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, তিনি অন্যান্য আকৃতিধারী বস্তুর তুল্য, আর কেহ কেহ বলেন যে, অন্যান্য আকৃতিধারীর তুল্য নহেন। মোকাতোল বেনে ছোলায়মান, নইম বেনে হাম্মাদ ও দাউদ হাওয়ারি বলিতেন যে, খোদাতায়ালার আকৃতি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে। একদল মোজাছছেমা বলেন যে, আল্লাহতায়ালা আরশ স্পর্শ করিয়াছেন, যে সময় তিনি নাজেল হয়, একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করেন। যে হাদিছে আছে যে, আল্লাহ প্রথম আকাশের দিকে নজুল করেন, তাহারা এই হাদিছের নজুল শব্দের অর্থ অবতরণ করা গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহারা মোশাব্বেহা। তাহাদের কতক বলেন যে, খোদার চেহারা, হস্ত, অঙ্গুলী ও পা আছে, তাহারা নিজের বিবেক বলে কোরআন ও হাদিছের কতকগুলি শব্দের এই প্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত আয়ত ও হাদিছগুলি বিনা ব্যাখ্যা ও বিনা বাদানুবাদে পাঠ করাই সত্য মত।

তিনি উহার ২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, মরজিয়াদের একদল কেয়াছকে শরিয়তের দলীল বলিয়া স্বীকার করেন না।

মোছামারা কেতাবে আছে,—

"(ভ্রান্ত) কার্রামিয়া দল বলিয়া থাকে যে, খোদাতায়ালা আরশে

স্থিতিশীল না হইলেও উপরের দিকে আছেন এবং মোজাছছেমা ও হাশবিয়া নামক ভ্রান্ত সম্প্রদায় বলিয়া থাকে যে, খোদাতায়ালা আরশে স্থিতিশীল আছেন।

এমাম ফখরুদ্দিন রাজি 'তফছিরে-কবির'এর ৬/৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"মোশাব্বেহা দল উক্ত আয়ত উপলক্ষ করিয়া বলিয়া থাকে যে, তাহাদের উপাস্য (খোদা) আরশের উপর উপবিষ্ট আছেন, ইহা বিবেক বুদ্ধি ও দলীল অনুযায়ী বাতীল।"

আরও উক্ত তফছির, উক্ত খণ্ড, ৫৯০/৫৯১ পৃষ্ঠা,—

"খোদাতায়ালার আরশের উপর স্থিতিশীল ও উপবিষ্ট হওয়ার মত অনভিজ্ঞতা হওয়া সত্ত্বেও বেদয়াত মত ও কাফেরি হওয়ার সম্ভাবনা।

এমাম রাজি 'আছাছোত্তাক্‌দিছ' কেতাবের ২৩৯/২৪০ পৃষ্ঠায় লিখিয়ছেন,—

"যে ব্যক্তি খোদাতালাকে আকৃতিধারী কিম্বা কোন স্থানে বা নির্দ্দিষ্ট দিকে স্থিতিশীল বলিয়া দাবি করে, তাহাকে কাফের বলা হইবে কিনা, ইহাতে দুই প্রকার মত আছে, কাফের হওয়াই প্রকাশ্য মত।"

মজহাব অমান্যকারী দলের মস্ত নেতা নবাব ছিদ্দিক হাছান খাঁ ছাহেব 'এহতেওয়া' কেতাবের ৩/৯/১৪/২০/২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, আল্লাহতায়ালা একটী সিংহাসনের উপর বসিয়া আছেন। প্রত্যেক রাত্রিতে আরশ হইতে প্রথম আকাশে নামিয়া থাকেন, তাঁহার দুই পা কুরছির উপর আছে এবং তাঁহার দুই খণ্ড হাত, দুইটী চক্ষু ও একটী মুখ আছে।

মজহাব বিদ্বেষী মৌলবি বাবর আলি ছাহেব আহলে-হাদিছ পত্রিকার ৭ম ভাগের পৌষ সংখ্যার ১৫৩—১৫৬ পৃষ্ঠায় আল্লাহ তায়ালার স্বরূপ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"কোরআন, হাদিছে আল্লাহতায়ালার হস্তপদ ও আকৃতির কথা আছে, সেই জন্য আমরাও তাঁহার ঐ সমূহ স্বীকার করি। কোরআন হাদিছের শিক্ষা অনুসারে আল্লাহতায়ালা সাত আকাশের উপর আরশের উপর আছেন, আমরা ইহাই বলি। আল্লাহতায়ালা আরশের উপর নাই, তাহার আদৌ হস্তপদ বা আকৃতি নাই.....একথা বলিলে কোরআন হাদিছকে অমান্য করিয়া কাফের হইতে হয়। কোরআন হাদিছে আল্লাহতায়ালার যে গমণাগমণ ও অবতারণের কথা আছে আমরা তাহার প্রতি ইমান আনিয়াছি। আহলে হাদিছগণ প্রতিরাত্রে আল্লাহতায়ালার দুনইয়ার উপরিস্থ আকাশে অবতরণ সাব্যস্ত করিয়া থাকে।"

উপরোক্ত প্রমাণে মজহাব অমান্যকারিদলের মরজিয়া, মোশব্বেহা ও মোজাছছেমা হওয়া প্রমাণিত হইল।

খাঁ ছাহেবের দলের জাহমিয়া হওয়ার প্রমাণ।

গুনইয়াতোত্তালেবিন, ২৩৯ পৃষ্ঠা,—

"জাহমিয়া (ভ্রান্ত) সম্প্রদায় কোরআন শরিফকে সৃষ্ট পদার্থ বলিত।"

এইরূপ এবনো-জওজি 'তলবিছে-ইবলিছ' এর ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

এমাম বয়হকি 'কেতাবোন-অছ্ছেফাত' কেতাবের ১৮৯/১৯০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

এমাম বোখারি বলিয়াছেন, কোরআন আল্লাহতায়ালার কথা, উহা সৃষ্ট পদার্থ নহে, মক্কা, মদিনা, কুফা, বাসরা, শাম, মিসর খোরাছানের বিদ্বান্‌গণকে উপরোক্ত মতের উপর পাইয়াছি। আমি ঈহুদী, খ্রীষ্টান ও অগ্নি উপাসকদিগের মতের প্রতি গবেষণা করিয়াছি, কিন্তু কোন দলকে তাহাদের কাফেরিতে জাহমিয়া অপেক্ষা অধিকতর ভ্রান্ত দর্শন করি নাই। এমাম এবনো-হাজার আস্কালানি 'লেছানোল-মিজান' কেতাবের ১/৪২২/৪২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়ছেন,—

এমাম আজাদি, এমাম আহমদ ও মোহাম্মদ বেনে এহইয়া জোহালী বলিয়াছেন, কেয়াছ অমান্যকারী দাউদ কোরআন শরিফকে সৃষ্ট পদার্থ বলিয়াছেন। আমাদের দেশস্থ কেয়াছ অমান্যকারী মজহাব বিদ্বেষীদল তাঁহার তাবেদারি করিয়া থাকেন, কাজেই তাঁহাদের জাহমিয়া হওয়া প্রমাণিত হইল।

খাঁ ছাহেবের দলের ভ্রান্ত খারেজি হওয়ার প্রমাণ,—

গুণইয়াতোত্তালেবিন, ২১২ পৃষ্ঠা, তলবিছে-ইবলিছ, ২৪ পৃষ্ঠা ও মওয়াকেফের টীকা, ৭৫৮ পৃষ্ঠা,—

"খারেজিরা এমামগণকে তরবারি দ্বারা হত্যা করিয়াছিল, মুছলমানগণের রক্তপাত ও অর্থ লুণ্ঠন হালাল জানিত, নিজেদের বিরুদ্ধ মতাবলম্বিদিগকে কাফের বলিত এবং হজরতের ছাহাবা ও শ্বশুরগণের নিন্দাবাদ করিত। কোন ব্যক্তি নামাজ ও রোজা ত্যাগ করিলে, তাহাকে কাফের বলিত। আরও বলিত যে, ব্যক্তি খোদা ব্যতীত অন্যকে হাকেম স্থির করে, সে ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে।

তাজকেরাতোল-হোফ্ফাজ, ৩/৩৪৩ পৃষ্ঠা,—

"এবনো-হাজমের এই মত ছিল যে, খোদা ব্যতীত কাহারও হুকুম মান্য করা যাইতে পারে না। তিনি ইহা খারেজিদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। মজহাব বিদ্বেষী মৌলবি এলাহি বখ্শ ছাহেব দোর্রায়-মোহাম্মদীর ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্যের হুকুম মান্য করিলে, মোশরেক হইতে হয়। উক্ত দলের মৌলবি রহিমদ্দিন রদ্দৎতকলিদ এর ১৯ পৃষ্ঠায় আল্লাহ ব্যতীত অন্যের হুকুম বাতীল বলিয়াছেন।

উক্ত দলের মৌলবি মহইউদ্দিন 'ফেক্‌হে-মোহাম্মদীর ২ পৃষ্ঠায় ও মৌলবি এলাহি বখ্শ ছাহেব "দোর্রায়-মোহাম্মদীর ৫/৬/ ১২/১৬ পৃষ্ঠায় চারি মজহাবাবলম্বিগণকে মোশরেক ও কাফের বলিয়াছেন।

দিল্লী নিবাসী মাওলানা নজির হোছেন ছাহেব ফৎওয়ায়-নজিরিয়া'র ১/৩৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, নামাজ ইত্যাদি সৎকার্য্যকে

ইমানের অংশ বলা খারিজিদিগের মত।

মৌলবি আব্বাছ আলি 'মাছায়েলে-জরুরিয়া'র ৪২ পৃষ্ঠায় বে-নামাজীদিগকে কাফের বলিয়াছেন। মৌলবি এলাহি বক্শ ছাহেব দোর্রায়-মোহম্মদীর ৭০/৭১/৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"এক মজহাবের তকলিদকারিকে হত্যা করা ওয়াজেব।"

গায়ছোল-গামাম, ৭ পৃষ্ঠা,—

"নবাব ছিদ্দিক হাছান ছাহেব হাদিছোল-গাশিয়া কেতাবে লিখিয়াছেন, চারি মজহাবাবলম্বিদিগকে হত্যা করা ওয়াজেব।"

উপরোক্ত বিবরণে খাঁ ছাহেবের দলের খারিজি হওয়া প্রমাণিত হইল।

খাঁ ছাহেবের দলের মোতাজেলা হওয়ার প্রমাণ, গুণইয়াতো-ত্তালেবিন, ২৩৪ পৃষ্ঠা ও মাওয়াফেকের টীকা, ৭৪৯ পৃষ্ঠা,—

"মো'তাজেলাগণ এজমা ও কেয়াছ অমান্য করেন এবং বলেন, স্বেচ্ছায় নামাজ ত্যাগ করিলে, উহার কাজা আদায় করা জরুরি নহে।"

উক্ত দলের মৌলবিগণ এজমা ও কেয়াছ অমান্য করিয়া থাকেন।

এবনোল-কাইয়েম ছবিলোন্নাজাত কেতাবে লিখিয়াছেন,—

"স্বেচ্ছায় নামাজ ও রোজা ত্যাগ করিলে, উহার কাজা আদায় করিতে হইবে না।"

গায়ছোল-গামাম, ৪৬ পৃষ্ঠা ,—

কাজি শওকানি বলিয়াছেন, স্বেচ্ছায় নামাজ ত্যাগ করিলে, উহার কাজা আদায় করিতে হইবে না।

উপরোক্ত প্রমাণে বুঝা যাইতেছে যে, খাঁ ছাহেবের মজহাব অমান্যকারি দল খারিজি, শিয়া, রাফিজি , মো'তাজেলা, জাহমিয়া, মরজিয়া, মোজাছ্ছেমা ও মোশাব্বেহাদিগের মত ধারণ করিয়াছেন।

মাসিক মোহাম্মদী, ৮ম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ৪৫২ পৃষ্ঠা,—

জুবেল-ফরুজ বা অংশিদিগের সংজ্ঞা সম্বন্ধেই ঘোরতর মতভেদ দেখা যায়। "যাহাদের অংশ কোরআনে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, জুবেল-ফরুজ বা অংশী বলিতে তাহাদিগকে বুঝাইবে।"—ছিরাজী কিন্তু এমাম ছারাখ্ছি বলিতেছেন যে, রাছুলের হাদিছ বা এজমার দ্বারা যাহাদের অংশ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহারাও অংশী বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

আমাদের উত্তর,—

অংশিদিগের সংজ্ঞা সম্বন্ধে কোন রূপ মতভেদ নাই। দোর্রোল-মোহতারে আছে,—

يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب او السنة او الاجماع ٥

"অবশিষ্ট সম্পত্তি তাহার ওয়ারেছগণের মধ্যে কোরআন, হাদিছ কিম্বা এজমা অনুসারে বন্টন করা হইবে।"

তিনি যে ছিরাজীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহার ৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

ثم يقسم الباقى بين ورثته بالكتاب والسنة واجماع الامة ٥

"তৎপরে অবশিষ্ট সম্পত্তি কোরআন, হাদিছ ও উম্মতের এজমা অনুসারে বন্টন করা হইবে।"

তৎপরে তিনি সংক্ষেপ করা উদ্দেশ্যে উক্ত স্থানে কেবল কোরআনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

ছিরাজীর ১০ পৃষ্ঠায় নবী (ছাঃ)এর একটী হাদিছ উল্লেখ করতঃ জবিল-ফরুজদের অংশ যে কোরআন, কিম্বা হাদিছ, অথবা এজমা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে, ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই, খাঁ ছাহেবের ইহাকে ঘোরতর মতভেদ বলা একেবারে বাতীল কথা।

উহার ৪৫৩ পৃষ্ঠা ,—

"মোহামেডান-ল" সংক্রান্ত পুস্তকগুলির অংশী ও অবশিষ্টাংশী-দিগের উত্তরাধিকারের ক্রম নির্ণয় সম্বন্ধে দুইটী নীতির সমাবেশ করা হইয়াছে,—

(১) মৃত ব্যক্তির সহিত তাহার কোন আত্মীয়ের সম্বন্ধে স্থাপিত হইয়াছে যে ব্যক্তির মধ্যবর্ত্তিতায়, সেই মধ্যবর্ত্তী বাঁচিয়া থকিতে, ঐ আত্মীয় উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে।

(২) নিকট আত্মীয় বাঁচিয়া থাকিতে অপেক্ষাকৃত দূর আত্মীয়রা বঞ্চিত হইবে।

প্রচলিত উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে আমাদের প্রথম আপত্তি এই শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে।

আমাদের উত্তর,—

উক্ত নীতিগুলি ফারা'এজ তত্ত্ববিদ্ ফকিহগণ নির্ণয় করেন নাই, উহা তাহাদের সকপোল কল্পিত মত নহে। বরং কোরআন, হাদিছ ও এজমা দ্বারা উত্তরাধিকারিগণকে যে ভাবে অংশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখিয়া উক্ত নীতি দুইটীর সত্যতা প্রমাণিত হয়। মূল কথা, উত্তরাধিকারিগণকে উক্ত নীতিদ্বয় অনুসারে সত্ব দেওয়া হয় নাই, বরং কোরআন হাদিছ ও এজমা দ্বারা যে যেরূপ অংশ তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখিয়া উক্তরূপ কারণ علت নির্ণয় করা হইয়াছে। মনে ভাবুন, যদি উক্ত সত্বগুলির সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে উল্লিখিত কারণ علت খাপ না খায় এবং স্থল বিশেষ অন্যরূপ কারণ নির্দ্ধারিত হয়, তবে মূল ফারাএজি সত্ত্বেও অসারতা প্রমাণিত হইবে কেন? অবশ্য যদি উক্ত নীতিদ্বয় ফারাএজি সত্ত্বের মূলীভূত কারণ হইত, তবে খাঁ ছাহেবের প্রশ্ন সঙ্গত হইত? ছিরাজীতে প্রথম নীতি যাহা লিখিত আছে, খাঁ ছাহেব তাহার কতকটি বাদ দিয়া বাতীল প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, ছেরাজি কেতাবের ১৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

احدهما هو ان كل من يدلى الى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص سوى اولاد الام فانهم يرثون معها ٥

"উভয় নীতির প্রথমটা এই যে, মৃত ব্যক্তির সহিত তাহার কোন আত্মীয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে যে ব্যক্তির মধ্যবর্ত্তীতায়, সেই মধ্যবর্ত্তী বাঁচিয়া থাকিতে, বৈপিত্রেয় ভাই ভগ্নী ব্যতীত ঐ আত্মীয় উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে, কেননা তাহারা মাতার বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও উত্তরাধিকারি হইবে।"

ইহার অর্থ—কোরআন, হাদিছ ও এজমা অনুসারে বুঝা যায় যে, যাহার মধ্যবর্ত্তিতায় আত্মীয়তা স্থাপিত হইয়াছে, তাহার বর্ত্তমানে উক্ত আত্মীয় উত্তরাধিকারি হয় না, কিন্তু বৈপিত্রেয় ভাই ভগ্নীগণ উহা পাইয়া থাকে। প্রথম নীতিতে দুইটী কথা আছে, কিন্তু খাঁ ছাহেব উপরি অংশটুকু লিখিয়া শেষ অংশটুকু বাদ দিয়া এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন, বৈপিত্রেয় ভগ্নী মাতার বর্ত্তমানে মোহমেডন -ল অনুসারে অংশ পাইয়া থাকে, কাজেই তাহাদের প্রথম নীতিটা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, প্রিয় পাঠক, মধ্যবর্ত্তী মাতা থাকিতে বৈপিত্রেয় ভাই ভগ্নিদের উত্তরাধিকারি হওয়া প্রথম নীতির অন্তর্গত, কাজেই ইহাতে প্রথম নীতি ভঙ্গ হইল কিরূপে? কোরআন শরিফের ছুরা নেছাতে বৈপিত্রেয় ভাই ভগ্নীর উত্তরাধিকারি হওয়ার কথা লিখিত হইয়াছে, কাজেই ফারাএজ তত্ত্ববিদ্গণ এই استثنا এক্সেপসন্ বিশেষ ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। খাঁ ছাহেব বলিয়াছেন, এই একটী শর্ত্ত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহার সোজাসুজি উত্তর এই যে, এই শর্ত্ত খোদাতায়ালা কোরআন শরিফের ছুরা নেছাতে জুড়িয়া দিয়াছেন, ইহা আমি ছুন্নত অল-জামানাতের ৩য় বর্ষের ৮ম সংখ্যার ৩৭৮-৩৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছি। কিন্তু খাঁ ছাহেবের ইহা জানা উচিত যে, ইহা শর্ত্ত নহে, ইহা (এক্সেপসন) বিশিষ্ট ব্যবস্থা।

মা বর্ত্তমান থাকিতেও ভগ্নিরা অংশ পাইতেছে, ইহার হেতুবাদে ছিরাজীতে লিখিত আছে, কারণ সম্পত্তি পাওয়ার অধিকার মাতার নাই। খাঁ-ছাহেব বলেন, এই হেতুবাদ বাহির করিয়া নীতিভঙ্গের একটা কৈফিয়ৎ দেওয়ার চেষ্টা করা হইতেছে, কিন্তু খাঁ-ছাহেবকে জানিয়া রাখা উচিত যে, এস্থলে নীতিভঙ্গ করা হয় নাই, বরং খোদাতায়ালা ছুরা নেছা তে যে এক্সেপসন এর হুকুম করিয়াছেন, উহার হেতুবাদ যাহা ছিরাজীতে উল্লিখিত হইয়াছে, উহা ব্যাপক না হইলেও কোরআন, হাদিছ ও এজমা সমর্থিত ফারাএজি সত্ত্বের অসারতা প্রকাশিত হইবে কিরূপে? খাঁ-ছাহেবের এই প্রশ্ন যে, উত্তরাধিকার সম্পর্কিত ব্যাপারগুলি সংক্রান্ত নিয়ম ও নীতি নির্দ্ধারনের এবং দরকার মত সেগুলি পরিবর্ত্তন করিয়া চলার অধিকার এই গ্রন্থকারগণ কোথা হইতে লাভ করিলেন?

ইহার উত্তর এই যে, কোরআন, হাদিছ ও এজমায় উম্মত হইতে এই অধিকার তাঁহারা লাভ করিয়াছেন? খাঁ ছাহেব বলেন, যে অজুহাতে মা বর্ত্তমান থাকিতে ভগ্নিরা অংশ পাইতেছে, সেই অজুহাতে মাতা বর্ত্তমান নানীকে কেন অংশ দেওয়া হইল না। সুতরাং নুতন শর্ত্তটা জুড়িয়া দেওয়া সত্ত্বেও প্রথম নীতিটী অচল হইয়া যাইতেছে।

আমাদের উত্তর,—

মাতা বর্ত্তমান থাকিতে ভগ্নিরা অংশ পায়, ইহা কোরআনের হুকুম।

মাতা বর্ত্তমান থাকিতে নানি অংশ পায় না, ইহা ছহিহ হাদিছের ব্যবস্থা। ছোবোলোছ-ছালাম, ৩/৭৯/৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ইহা আমি ছুন্নত-অল-জামায়াতের ৩য় বর্ষ ১০ম সংখ্যার ৪৯১ পৃষ্ঠায় প্রমাণ সহ লিখিয়াছি। প্রথম নীতি এই ছিল যে, যাহার মধ্যবর্ত্তিতায় কোন আত্মীয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সেই মধ্যবর্ত্তী থাকা কালে সেই আত্মীয় অংশ পাইবে না, কেবল মাতার বর্ত্তমানে বৈপিত্রেয় ভাই ভগ্নিগণ অংশ পাইবে। এক্ষেত্রে মাতা বর্ত্তমানে নানীও অংশ পাইতে পারে না, ইহাতে উক্ত নীতি রক্ষিত হইল, ভঙ্গ হইল কিরূপে?

সম্পূর্ণ সম্পত্তি পাওয়ার অধিকার মাতার নাই, এই হেতুবাদটী কোন শর্ত্ত নহে, ইহাকে শর্ত্ত বলা খাঁ ছাহেবের ভ্রান্তিমূলক দাবি।

মা কখনও সম্পূর্ণ সম্পত্তির অধিকারিনী হয় না, খাঁ ছাহেব এই মূল সূত্রটী ভিত্তিহীন হওয়ার দাবি করিয়াছেন, কিন্তু দোর্রোল-মোখতারে আছে,—

لعدم استغراقها للتركة بجهة واحدة ٥

যেহেতু মাতা একই সূত্রে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিনী হয় না। শরিফিয়ার ৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, উহার অর্থ একই সূত্রে মাতা আছাবার ন্যায় সমস্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় না, বরং কতক অংশী হিসাবে এবং কতক 'রদ' হিসাবে সমস্ত সম্পত্তি পাইতে পারে।

শরিফিয়াতে নূতন কোন শর্ত্ত যোগ করিয়া দেওয়া হয় নাই, বরং ছেরাজীয়ার এবারতের প্রকৃত মর্ম্ম প্রকাশ করা হইয়াছে। খাঁ ছাহেব উহাকে শর্ত্ত বলিয়া একটী ভ্রম করিয়াছেন। দ্বিতীয় তিনি শরিফিয়ার মর্ম্ম প্রকাশে লিখিয়াছেন যে, মা সমস্ত সম্পত্তি লাভ করে কতকটা অংশী (জবিল-ফরুজ) হিসাবে এবং কতকটা অবশিষ্টাংশী (আছাবা) স্বরূপে, কিন্তু শরিফিয়াতে এস্থলে 'রদ' হিসাবে আছে, ইহা খাঁ ছাহেবের দ্বিতীয় ভ্রম।

উহার ৪৫৪ পৃষ্ঠা,—

এতিমকে উপেক্ষা করিয়া চলে যে নামাজী, তাহার নামাজগুলি ব্যর্থ বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নহে, ইহা কোরআনের স্পষ্ট ঘোষণা (মাউন)।

আমাদের উত্তর ,—

ছুরা মা'উনে ইহা নাই, ছুরা মাউনে যাহারা ধাক্কা দিয়া এতিমকে তাড়াইয়া দেয়, তাহাদের নিন্দাবাদ আছে। আর উদাসীন রিয়াকার নামাজীদের আজাবের কথা আছে, কিন্তু এতিমকে উপেক্ষা করিলে, নামাজগুলি ব্যর্থ হওয়ার কথা কোথায় আছে? এতিমকে উপেক্ষা করা গোনাহ হইলেও উহাতে নামাজ, রোজা উত্যাদি

এবাদত নষ্ট হইতে পারে না, অবশ্য শেরক কোফর করিলে, এবাদত নষ্ট হইয়া থাকে। শেরক কোফর ব্যতীত কোন গোনাহ কবিরা করিলে, এবাদত নষ্ট হওয়া খারিজিদের মত। আকায়েদে-নাছাফি, উক্ত সংখ্যা, ৪৫৫ পৃষ্ঠা,—

"দ্বিতীয় নীতির সংজ্ঞা নির্দ্ধারণে যত গোল বাধিয়াছে। ইহার যে অর্থ সাধারণতঃ গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। সকলক্ষেত্রে সর্ব্বাবস্থায় নিকটতর আত্মীয় বর্ত্তমানে সকল শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত দূরতর আত্মীয় বঞ্চিত হইয়া যাইবে—এই অর্থ গ্রহণ করিলে, ফারাএজের প্রচলিত বিধিব্যবস্থাগুলিতে এমন একটী বিপ্লব উপস্থিত হইয়া যাইবে যে, তাহা সামলান কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।"

আমাদের উত্তর,—

কোরআন, হাদিছ ও এজমায়-উম্মত দ্বারা যে সমস্ত স্থলে নিকটবর্ত্তীদের দ্বারা দূরবর্ত্তীদের আংশিক কিম্বা সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিত হওয়ার কথা সপ্রমাণ হইয়াছে, সেই সমস্ত স্থলে ফারাএজ তত্ত্ববিদগণ বঞ্চিত হওয়ার মত ধারণ করিয়াছেন। আর যে যে স্থলে উক্ত তিন দলীল দ্বারা দূরবর্ত্তীদিগের বঞ্চিত হওয়ার কথা সপ্রমাণ হয় নাই, সেই সেই স্থলে তাঁহারা তাহাদিগকে বঞ্চিত করেন নাই, এক্ষণে খাঁ ছাহেবের প্রশ্নটী ও তীব্র কণ্ঠে দোযারোপটী কোরআন, হাদিছ ও এজমায়-উম্মতের উপর হইল কি না?

কোরআন, হাদিছের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপনকারি দল যে—স্থল বিশেষে কাফের ও স্থল বিশেষে ভ্রান্ত গোমরাহ হয়, ইহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। আর এজমায়উম্মতের বিরুদ্ধবাদি যে গোমরাহ, জাহান্নামি, ইহার ভূরি-ভূরি প্রমাণ—কোরআন ও হাদিছে আছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে আমি ছুন্নত-অল-জামানাতে সপ্রমাণ করিয়াছি।

খাঁ ছাহেবের উদাহরণগুলি বর্ণনা স্থলে তাহা দেখাইয়া দিব।

খাঁ ছাহেবের প্রথম উদারহণ

মৃত আবদুল্লাহ।

দাদা	পুত্র
$\frac{১}{৬}$	$\frac{৫}{৬}$

পুত্র নিকটতর আত্মীয় বর্ত্তমান থাকিতে এস্থলে দাদাকে অংশ দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে দ্বিতীয় নীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

আমাদের উত্তর,—

পিতা জবিল-ফরুজদের অন্তর্গত, মৃতের পুত্র থাকিলে, একষষ্ঠাংশ পাইবে, আর কন্যা থাকিলে, জবিল-ফরুজ হিসাবে একষষ্ঠাংশ এবং আছাবা হিসাবে অবশিষ্টাংশ পাইবে। আর পুত্র কন্যা কিছুই না থাকিলে, কেবল আছাবা হইবে। ইহা আমি কোরআন, হাদিছ ও এজমা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি, ছুন্নত-অল-জামানাত, ৩য় বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ৩২০—৩২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দাদা পিতার স্থলাভিষিক্ত, পিতা না থাকিলে, দাদা একষষ্ঠাংশ পাইবে, ইহা জবিল-ফরুজ হিসাবে, ইহা ছহিহ তেরমেজির ২/৩১ পৃষ্ঠায় নবি (ছাঃ) এর একটী ছহিহ হাদিছে আছে। দাদা জবিল-ফরুজ হিসাবে পুত্র অপেক্ষা অগ্রগণ্য, কেননা পুত্রের কোন নির্দ্দিষ্টাংশ কোরআন ও হাদিছে নাই। আর পুত্র আছাবা হিসাবে প্রথম শ্রেণীর ওয়ারেছ এবং দাদা দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়ারেছ। কাজেই পুত্র দাদাকে আছাবা সংক্রান্ত অংশ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে।

এস্থলে পুত্র প্রথম শ্রেণীর আছাবা হইয়াও যেরূপ পিতাকে জবিল-ফরুজ হিসাবে অংশ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না, দাদাকেও সেইরূপ বঞ্চিত করিতে পারে না। এক্ষণে প্রশ্ন করিতে গেলে, হজরত নবি (ছাঃ) এর উপর আক্রমণ করা হইবে, ফারাএজ তত্ত্ববিদ্‌গণের প্রশ্ন করা সঙ্গত হইবে না।

খাঁ ছাহেবের দ্বিতীয় উদারহণ

মৃত আবদুল্লাহ

পিতা	পুত্র	নানীর মা
১/৬	৪/৬	১/৬

এস্থলে নানীর মাতা দূরবর্ত্তিনী হইয়া কেন বঞ্চিত হইল না?

আমাদের উত্তর,—

মাতা না থাকিলে, নানী সর্ব্বতোভাবে একষষ্ঠাংশ পাইবে, ইহা ছহিহ হাদিছে আছে, ছোবালোছ-ছালাম, ৩/৭৯/৮০পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নানী দূরবর্ত্তিনী হইলেও পুত্র ও পিতা তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না, ইহা হজরতের হাদিছ। আর নানীর স্থলে নানীর মাতার একই ব্যবস্থা। কাজেই যদি এস্থলে প্রশ্ন করিতে হয়, তবে নবি (ছাঃ) এর উপর দোষারোপ করা হইবে কি না?

খাঁ ছাহেবের তৃতীয় উদাহরণ

মৃত কুলছুম বিবি।

স্বামী,	মাতা,	২ জন বৈপিত্রেয় ভাই।	আপন ভাই,
৩/৬	১/৬	২/৬	০

মাতা বর্ত্তমান থাকিতে দূরবর্ত্তী বৈপিত্রেয় ভাই কেন বঞ্চিত হইবে না? আপন (আয়নি) ভাই থাকিতে তাহাকে বঞ্চিত করা হইল, আর তাহা অপেক্ষা একটু দূরবর্ত্তী বৈপিত্রেয় ভাই অংশ পাইল কেন?

আমাদের উত্তর,—

কোরআনের ছুরা নেছাতে বৈপিত্রেয় ভাই ভগ্নিদের অংশ, একজন হইলে একষষ্ঠাংশ ও একাধিক হইলে একতৃতীয়াংশ নির্দ্ধারিত

করা হইয়াছে, মাতা তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না, আর আয়নি ও বৈমাত্রেয় ভাইগণকে উক্ত ছুরাতে আছাবা বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, আছাবা জবিল-ফরুজদের অংশ লওয়ার পর কিছু বাকি থাকিলে, পাইবে, উল্লিখিত উদাহরণে তাহাদের অংশ গ্রহণের পর কিছুই বাকি থাকে না, কাজেই আয়নি ভাইরা কোরআনের আইন অনুসারে বঞ্চিত হইয়া গেল। ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের একটী হাদিছে এই কথা সমর্থিত হয়। ছুন্নত-অল-জামায়াতের ৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যার ৩৭৮-৩৮০ পৃষ্ঠায় ইহার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

যদি উল্লিখিত ব্যাপারে দোষারোপ করা খাঁ ছাহেবের ফরজ কার্য্য হইয়া থাকে, তবে আল্লাহতায়ালার কোরআন, নবি (ছাঃ)এর হাদিছ, তাঁহার স্বমতাবলম্বি নবাব ছিদ্দিক হাছান ও কাজি শওকানির উপর দোষারোপ করিতে হইবে। ফারাএজ তত্ত্ববিদ আলেমগণের উপর অযথা দোষারোপ করার রুচি খাঁ ছাহেবের হইল কেন?

আপন ভাই অনেক ক্ষেত্রে বৈপিত্রেয় ভাই অপেক্ষা বেশী অংশ পাইয়া থাকে, ইহার বহু উদাহরণ আছে।

(১) মৃতের কন্যা $\frac{১}{২}$ ভগ্নি $\frac{১}{২}$, বৈপিত্রেয় ভাই ২ জন ০। এখানে বৈপিত্রেয় ভাই সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত।

(২) মৃতের কন্যা $\frac{১}{২}$, আয়নি ভাই, $\frac{১}{২}$ বৈপিত্রেয় ভাই ২ জন ০। এখানে আপন ভাই আছাবা হিসাবে $\frac{১}{২}$ অংশ পাইয়াছে, কিন্তু বৈপিত্রেয় ভাই তিন জনই সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়াছে।

(৩) মৃতের দাদী $\frac{১}{৬}$ আয়নি ভাই $\frac{৩}{৬}$ বৈপিত্রেয় ভাই ৪ জন $\frac{২}{৬}$ এখানে নিজ ভাই সম্পত্তির অর্দ্ধেক পাইল, কিন্তু ৪ জন বৈপিত্রেয় ভাই নিজ ভাই অপেক্ষা কম পাইয়াছে। এইরূপ বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে— যাহাতে সপ্রমাণ হইবে যে, আয়নি ভাই সর্ব্বদা অধিক পাইয়া থাকে, কিন্তু বৈপিত্রেয় ভাই প্রায় বঞ্চিত হইয়া থাকে, কিম্বা সামান্য অংশ পাইয়া থাকে।

করা হইয়াছে, মাতা তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না, আর আয়নি ও বৈমাত্রেয় ভাইগণকে উক্ত ছুরাতে আছাবা বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, আছাবা জবিল-ফরুজদের অংশ লওয়ার পর কিছু বাকি থাকিলে, পাইবে, উল্লিখিত উদাহরণে তাহাদের অংশ গ্রহণের পর কিছুই বাকি থাকে না, কাজেই আয়নি ভাইরা কোরআনের আইন অনুসারে বঞ্চিত হইয়া গেল। ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের একটী হাদিছে এই কথা সমর্থিত হয়। ছুন্নত-অল-জামায়াতের ৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যার ৩৭৮-৩৮০ পৃষ্ঠায় ইহার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

যদি উল্লিখিত ব্যাপারে দোষারোপ করা খাঁ ছাহেবের ফরজ কার্য্য হইয়া থাকে, তবে আল্লাহতায়ালার কোরআন, নবি (ছাঃ)এর হাদিছ, তাঁহার স্বমতাবলম্বি নবাব ছিদ্দিক হাছান ও কাজি শওকানির উপর দোষারোপ করিতে হইবে। ফারাএজ তত্ত্ববিদ আলেমগণের উপর অযথা দোষারোপ করার রুচি খাঁ ছাহেবের হইল কেন?

আপন ভাই অনেক ক্ষেত্রে বৈপিত্রেয় ভাই অপেক্ষা বেশী অংশ পাইয়া থাকে, ইহার বহু উদাহরণ আছে।

(১) মৃতের কন্যা $\frac{১}{২}$ ভগ্নি $\frac{১}{২}$, বৈপিত্রেয় ভাই ২ জন ০। এখানে বৈপিত্রেয় ভাই সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত।

(২) মৃতের কন্যা $\frac{১}{২}$, আয়নি ভাই, $\frac{১}{২}$ বৈপিত্রেয় ভাই ২ জন ০। এখানে আপন ভাই আছাবা হিসাবে $\frac{১}{২}$ অংশ পাইয়াছে, কিন্তু বৈপিত্রেয় ভাই তিন জনই সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়াছে।

(৩) মৃতের দাদী $\frac{১}{৬}$ আয়নি ভাই $\frac{৩}{৬}$ বৈপিত্রেয় ভাই ৪ জন $\frac{২}{৬}$ এখানে নিজ ভাই সম্পত্তির অর্দ্ধেক পাইল, কিন্তু ৪ জন বৈপিত্রেয় ভাই নিজ ভাই অপেক্ষা কম পাইয়াছে। এইরূপ বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে— যাহাতে সপ্রমাণ হইবে যে, আয়নি ভাই সর্ব্বদা অধিক পাইয়া থাকে, কিন্তু বৈপিত্রেয় ভাই প্রায় বঞ্চিত হইয়া থাকে, কিম্বা সামান্য অংশ পাইয়া থাকে।

খাঁ ছাহেবের চতুর্থ উদাহরণ,—

৩টী কন্যা,	২ পৌত্রী	প্রপৌত্রী	পুত্রের প্রপৌত্রী,	পুত্রের প্রপৌত্র
$\frac{১২}{১৮}$	$\frac{২}{১৮}$	$\frac{১}{১৮}$	$\frac{১}{১৮}$	$\frac{২}{১৮}$

পুত্রের প্রপৌত্রী অপেক্ষা মৃতের প্রপৌত্রী অধিকতর নিকট, কিন্তু এই প্রপৌত্রী বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও পুত্রের প্রপৌত্রীকে অংশ দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ প্রপৌত্রী অপেক্ষা পৌত্রী নিকটতর, ইহা সত্ত্বেও উভয়কে সমান অংশ দেওয়া হইয়াছে। কন্যা বিদ্যমানে পৌত্রীকে অংশ দেওয়া হইয়াছে।

আমাদের উত্তর,—

কোরআনের ছুরা নেছাতে আছে, একটী কন্যার অংশ অর্দ্ধেক। ছহিহ বোখারির হাদিছে আছে যে, এক কন্যার সহিত একটী পৌত্রী থাকিলে, পৌত্রী এক ষষ্ঠাংশ পাইবে। এস্থলে কন্যা থাকিতে পৌত্রীকে অংশ দেওয়া হইয়াছে। আহমদ, আবুদাউদ, তেরমেজি ও এবনো-মাজার হাদিছে আছে, দুই কন্যা দুই তৃতীয়াংশ পাইবে, অবশিষ্টাংশ আছাবারা প্রাপ্ত হইবে। ইহাতে বুঝা যায় যে দুই কন্যা থাকিলে, পৌত্রী, প্রপৌত্রী ও পুত্রের পৌত্রী অংশ পাইবে না, কিন্তু যদি পৌত্র প্রপৌত্র কিম্বা পুত্রের পৌত্র থাকে, তবে তাহারা আছাবা হইয়া অংশ পাইবে, যথা উল্লিখিত হাদিছে চাচার আছাবা হিসাবে অবশিষ্টাংশে পাওয়ার কথা আছে। কোরআনের হুকুম মত পুত্রের সঙ্গে কন্যা থাকিলে, পুত্রের কন্যা আছাবা হইয়া যায়। প্রপৌত্রের সঙ্গে প্রপৌত্রী থাকিলে ও পুত্রের প্রপৌত্রের সঙ্গে তাহার প্রপৌত্রী থাকিলে, স্ত্রীলোকদিগকে আছাবা করিবে, ইহার উপর এজমা হইয়াছে।—ছুন্নত-অল-জামায়াত, ৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩৮২-৩৮৪ পৃঃ ৯ম সংখ্যা, ৪২৯ পৃঃ।

কাজেই উপরোক্ত ব্যবস্থা কোরআন, হাদিছ ও এজমা অনুসারে হইয়াছে যদি দোষ হইয়া থাকে, তবে আল্লাহ, রাছুল ও এজমার দোষ হইবে।

খাঁ ছাহেবের ৭নং উদাহরণ,—

মৃত আবদুল্লাহ,

কন্যা	কন্যা	পৌত্রী	নানীর মাতা	ভ্রাতুষ্পুত্র
১/৩	১/৩	০	১/৬	১/৬

কন্যা ও পৌত্রী উভয়ই অংশী শ্রেণী ভুক্ত, কিন্তু তত্রাচ কন্যারা পৌত্রী দিগকে বঞ্চিত করিতেছে।

আমাদের উত্তর,—

কোরআন ও হাদিছ হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, দুইটী কন্যা থাকিতে, পৌত্রীরা বঞ্চিত হইয়া থাকে, ইহাতে, ফারাএজ তত্ত্ববিদ্‌গণের কি দোষ হইল? খাঁ ছাবেহ কি এতদিবস পরে কোরআন ও হাদিছের সহিত লড়াই করিতে আরম্ভ করিলেন?

খাঁ ছাহেবের ৮ নং উদাহরণ,—

মৃত আবদুল্লাহ।

সহোদর ভগ্নী	সহোদর ভগ্নী,	বৈমাত্রেয় ভগ্নী,	ভ্রাতুষ্পুত্র
১/৩	১/৩	০	১/৩

সহোদরা ও বৈমাত্রেয়া ভগ্নীরা সকলেই অংশী, অথচ সহোদরা বৈমাত্রেয়াকে সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিত করিতেছে।

আমাদের উত্তর ,—

এই বঞ্চিত করার দলীল হাদিছ ও এজমাতে আছে। দারারিয়ে-মজিয়া, ২/২৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য, ইহার প্রমাণ ছুন্নত অল-জামায়াতের ৩য় বর্ষের ৯ম সংখ্যায় ৪৩১/৪৩২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

কাজেই এই সম্বন্ধে ছিরাজি প্রেণেতার কোন দোষ হয় নাই।

মাসিক মোহম্মদী, ৮ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩০৮ পৃষ্ঠা ,—

ছিরাজি লেখকের অভিমত এই যে, ''নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমানে দূর্বর্ত্তী বঞ্চিত'' —এই নিয়মটি কেবল আছাবা বা অবশিষ্টাংশীদিগের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, অংশী বা জবিল-ফরুজদিগের সম্বন্ধে এই নিয়মের প্রয়োগ হইবে না।

আমাদের উত্তর ,—

ইহা খাঁ ছাহেবের নির্জ্জলা মিথ্যা কথা, ছেরাজি লেখক একথা কোন স্থানে লেখেন নাই।

তিনি উক্ত কেতাবের ৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, সন্তান, পুত্রের সন্তান, পিতা ও দাদা থাকিলে, বৈমাত্রেয় ভাই ভগ্নীগণ বঞ্চিত হইবে।

আরও তিনি উহার ৭/৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, দুইটী কন্যা থাকিলে, পুত্রের কন্যারা বঞ্চিত হইবে, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে কিম্বা নিম্নে তাহাদের ভ্রাতা থাকিলে, স্বতন্ত্র কথা।

পুত্র থাকিলে, পৌত্রী বঞ্চিত হইবে।

আরও তিনি উহার ১০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, পুত্র, পৌত্র, পিতা এবং দাদা থাকিলে, আয়নি ও আল্লাতি ভগ্নিগণ বঞ্চিত হইবে।

আরও তিনি উহার ১১/১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, মাতা থাকিলে, দাদী ও নানী বঞ্চিত হইবে। পিতা থাকিলে, দাদী বঞ্চিত হইবে।

ইহাতে বুঝা জাইতেছে, কোরআন, হাদিছ ও এজমাতে যে যে স্থলে জবিল-ফরুজদের বঞ্চিত হওয়ার কথা সপ্রমাণ হইয়াছে, ছেরাজী লেখক সেই সেই স্থলে তাহাদের বঞ্চিত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আরও তিনি উহার ১৭ পৃষ্ঠায় বঞ্চিত হওয়ার অধ্যায়ে দূরবর্ত্তী জবিল-ফরুজের নিকটবর্ত্তী জবিল-ফরুজ দ্বারা বঞ্চিত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

আরও তিনি উহার ১৩ পৃষ্ঠায় নিকটবর্ত্তী আছাবা দ্বারা দূরবর্ত্তী আছাবার বঞ্চিত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, খাঁ ছাহেবের এই দাবি যে, ছিরাজি লেখকের অভিমতে উক্ত নীতিটা কেবল আছাবাদিগের জন্য প্রযোজ্য ইহা একেবারে খাঁটি মিথ্যা কথা।

আরও ৬১০ পৃষ্ঠা ,—

খাঁ ছাহেবের উক্তি ,—

পরবর্ত্তী লেখকেরা এই নিয়মটা অংশী ও অবশিষ্ঠাংশী উভয়ের প্রতিই প্রযোজ্য হইবে বলিয়া অগত্যা স্বীকার করিয়া বলিতেছেন "অংশীগণের মধ্যে ওয়ারেছ হওয়ার কারণ একরূপ হইলেই নিকটবর্ত্তী দ্বারা দূরবর্ত্তী বঞ্চিত হইবে", এরূপ অদল বদল ও যোগ বিয়োগ করা সত্ত্বেও নিয়মটা পূর্ব্বের ন্যায় অচল হইয়া রহিয়াছে। কারণ কার্য্য ক্ষেত্রে তাঁহার এই নিয়মটার মুণ্ডুপাত করিতেছেন যথা— ৯ নং উদাহরণ ,—

মৃত মাহমুদ আহমদ খাঁ

একজন কন্যা	পৌত্রী	ভ্রাতুস্পুত্র
$\frac{৩}{৬}$	$\frac{১}{৬}$	$\frac{২}{৬}$

কন্যা ও পৌত্রী উভয় জবিল-ফরুজ, উভয়ের উত্তরাধিকারের হেতু একই ইহা সত্ত্বেও পৌত্রী কেন বঞ্চিত হইল না ?

১০ নং উদাহরণ ,—

১ সহোদরা ভগ্নী $\frac{৩}{৬}$, বৈমাত্রেয়া ভগ্নী $\frac{১}{৬}$, ভ্রাতুস্পুত্র $\frac{২}{৬}$।

এখানে সহোদরা ও বৈমাত্রেয়া উভয়েই অংশী হওয়া হেতু অভিন্ন, ইহা সত্ত্বেও দূরবর্ত্তীনী বৈমাত্রেয়া কেন বঞ্চিত হয় না।

আমাদের উত্তর ,—

স্থল বিশেষে জবিল-ফরুজেরা বঞ্চিত হইয়া থাকে, ইহার কারণ নিদ্ধারণে যাহা বলা হইয়াছে, খাঁ ছাহেব উহাকে অদল-বদল যোগ বিয়োগ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা কোন শর্ত্তের অদল বদল নহে, আল্লাহ, রাছুল ও এজমায় উম্মত যে যে স্থলে কতক জবিল-ফরুজকে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাহার হেতু কি, ইহার আলোচনা করা হইয়াছে, এই হেতুবাদের জন্য কাহাকে বঞ্চিত করা হয় নাই, তবে ইহাকে অদল-বদল বলা কিরূপে সঙ্গত হইবে? খাঁ ছাহেব এইরূপ মস্তিষ্ক লইয়া মহা মহা বিদ্বানগণের সহিত যুদ্ধংদেহি শব্দ ঘোষণা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাহার বাক্পটুতার উপর ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় কিরূপে?

ছহিহ বোখারির ২/৯৯৭ পৃষ্ঠায় হজরতের হাদিছে আছে, একটী কন্যা থাকিলে, অর্দ্ধেক পাইবে, তাহার সঙ্গে একটী পৌত্রী থাকিলে, একষষ্ঠাংশ পাইবে। ছুন্নত-অল-জামায়াত, ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৪২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত স্থলে পৌত্রীকে বঞ্চিত করেন নাই।

এইরূপ একটী আয়নি অংশ অর্দ্ধেক, দুইটী আয়নি ভগ্নী দুই তৃতীয়াংশ পাইয়াবে, ইহা কোরআনের ব্যবস্থা। কিন্তু একটী আয়নি ভগ্নী থাকিলে, বৈমাত্রেয়া ভগ্নী একষষ্ঠাংশ পাইবে, ইহা অবিকল একটী কন্যা এবং একটী পৌত্র তুল্য ব্যবস্থা। ইহার উপর এজামায় উম্মত হইয়াছে—

ছুন্নত-অল-জামায়াত, উক্ত সংখ্যা, ৪৩২/৪৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

খাঁ ছাহেবের ১১ নং উদাহরণ,—

কন্যা— $\frac{১}{২}$ পৌত্রী— $\frac{১}{২}$

কন্যা বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও পৌত্রী বঞ্চিত হইতেছে না, বরং অর্দ্ধেক সম্পত্তির অধিকারিনী হইতেছে।

আমাদের উত্তর ঃ-

খাঁ ছাহেব এস্থলে হাদিছের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি ফারাএজ শাস্ত্রও বুঝেন না। একটী কন্যা থাকিলে, পৌত্রী— $\frac{১}{৬}$ ষষ্ঠাংশ পাইয়া থাকে,

ইহা ছহিহ বোখারি হইতে সপ্রমাণ করা হইয়াছে। এস্থলে $\frac{৩}{৬}+\frac{১}{৬}=\frac{৪}{৬}$ হইল, বাকী $\frac{২}{৬}$ অংশ রদ হইবে, রদ হইলে কন্যা বার আনা অংশ পাইবে এবং পৌত্রী চার আনা অংশ প্রাপ্ত হইবে।

কন্যা থাকিতে পৌত্রীর অর্দ্ধেকাংশ দেওয়া খাঁ ছাহেবের ভ্রান্তিমূলক মত।

খাঁ ছাহেবের ১২ নং উদাহরণ,—

কন্যা	কন্যা	ভগ্নী	ভ্রাতুস্পত্র
$\frac{১}{৩}$	$\frac{১}{৩}$	$\frac{১}{৩}$	০

এখানে দুইটী কন্যা বর্ত্তমান থাকিতে কেন তাহার ভগ্নী বঞ্চিত হইতেছে না, বরং কন্যাদের সমান অংশ পাইতেছে?

আমাদের উত্তর,—

কোরআনে দুই কন্যার হক দুই তৃতীয়াংশ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ভগ্নী জবিল-ফরুজ হিসাবে বঞ্চিতা, কিন্তু কন্যার সঙ্গে ভগ্নী থাকিলে, ছহিহ বোখারির দুইটী হাদিছ অনুসারে আছাবা হইয়া থাকে, ভগ্নী এই আছাবা হিসাবে অবশিষ্ট $\frac{১}{২}$ অংশ পাইয়াছে। ছুন্নত অল্‌-জামায়াত, ৯ম সংখ্যা ৪২৯/৪৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই।

খাঁ ছাহেবের ১৩ নং উদাহরণ ঃ—

কন্যা	বৈমাত্রেয়া ভগ্নী	ভ্রাতুষ্পুত্র
$\frac{৩}{৬}$	$\frac{১}{৬}$	$\frac{২}{৩}$

এস্থলে দ্বিতীয় নিয়মটী অচল।

আমাদের উত্তর,—

খাঁ ছাহেব ফারাএজ বুঝিতে না পারিয়া এস্থলে দুইটী ভুল করিয়াছেন, প্রথম তিনি বৈমাত্রেয়া ভগ্নীকে $\frac{১}{৬}$ অংশ দিয়া ভ্রম করিয়াছেন, কারণ ভগ্নী কন্যার সহিত আছাবা হইয়া অৰ্দ্ধেক অংশ পাইবে। ইহার প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয় ভ্রম এই যে, তিনি এস্থলে ভ্রাতুষ্পুত্রকে অংশ দিয়াছেন, কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্র দূরবর্ত্তী বলিয়া বঞ্চিত। এস্থলে দ্বিতীয় নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয় নাই।

উল্লিখিত বিবরণে বুঝা যাইতেছে, ফারাএজের ব্যবস্থাগুলি কোরআন হাদিছ ও এজমা অনুসারে সপ্রমাণ হইয়াছে। আর ফারাএজ-তত্ত্ব-বিদ্‌গণ উল্লিখিত দলীলত্রয়ের ভাবধারা হইতে দ্বিতীয় নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া ফারাএজ-তত্ত্ব প্রকাশ করা হয় নাই, কাজেই খাঁ ছাহেবের এত বাক্‌পটুতা সমস্তই বৃথা।

তৎপরে নিকটবর্ত্তীর যে অর্থ তিনি উহার ৬১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এইরূপ বাতীল অর্থ দুনইয়ার কোন্ দায়িত্ব জ্ঞান সম্পন্ন আলেম প্রকাশ করেন নাই, তিনি الاقرب এর এইরূপ অর্থ হাদিছ, তফছির বা অভিধান হইতে যত দিবস প্রমাণ করিতে না পারেন, তত দিবস উহা বাতীল ও অগ্রাহ্য হইবে।

খাঁ ছাহেব ৯নং পরিচ্ছেদে দাদা থাকিতে বাপ মারা গেলে, পৌত্রেরা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হওয়ার অনুকুলে ২টী হাদিছ উল্লেখ করিয়া অনেকগুলি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, প্রথম হাদিছটী এই।

ছহিহ বোখারি, ২/৯৯৭ পৃষ্ঠা,—

قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقى فهو لاولىٰ

رجل ذكر ٥

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা কোরআনের নির্দ্ধারিত অংশগুলি তৎসমুদয়ের হকদারদিগকে বন্টন করিয়া দাও, ইহার পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা সমধিক নিকটবর্ত্তী পুরুষের জন্য।'

এই হাদিছটী এমাম বোখারি দুইটী ছনদে 'মোত্তাছেল' ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে এবনো-আব্বাছ শব্দ আছে।

এমাম মোছলেম ছহিহ মোছলেমের ১/৩৪ পৃষ্ঠায় চারিটি ছনদে উহা মোত্তাছেল ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, এই হাদিছগুলিতে এবনো-আব্বাছ শব্দ আছে।

উহার এক ছনদে আছে,—

اقسموا المال بين اهل الفرائض علي كتاب الله فما

تركت الفرائض فلاولي رجل ذكر ٥

"তোমরা আল্লাহতায়ালার কেতাব অনুযায়ী নির্দ্ধারিত সত্ত্বাধিকারীগণকে অর্থ সম্পদ বন্টন করিয়া দাও, নির্দ্ধারিত অংশগুলি বাদে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা (মৃতের) সমধিক নিকটবর্ত্তী পুরুষের প্রাপ্য।"

আবু দাউদের ২/৪৪ পৃষ্ঠায় 'মোত্তাছেল' ভাবে এক ছনদে বর্ণিত আছে,—

اقسموا المال بين اهل الفرائض علي كتاب الله

تركت الفرائض فلاولى ذكر ٥

"হজরত বলিয়াছেন, তুমি নির্দ্ধারিত অংশিদিগের মধ্যে আল্লাহতায়ালার কোরআন অনুযায়ী অর্থ-সম্পদ বন্টন করিয়া দাও,

নির্দ্ধারিত অংশগুলি বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা (মৃতের) নিকটবর্ত্তী পুরুষের অংশ।"

ইহাতে "এবনো-আব্বাছ' শব্দ আছে। ছোনানে তেরমেজির ২/৩১ পৃষ্ঠায় মোত্তাছেল ভাবে একটী ছনদে উক্ত হাদিছটী বর্ণিত আছে, ইহাতে এবনো-আব্বাছ শব্দ আছে। এবনো-মাজার ২০১ পৃষ্ঠায় এক ছনদে মোত্তাছেল ভাবে উক্ত হাদিছটি বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে এবনো-আব্বাছ শব্দ আছে।

মোন্তাফাল-আখবারের হাশিয়াতে মুদ্রিত দারমি শরিফের ২৮৩ পৃষ্ঠায় এক ছনদে মোত্তাছেল ভাবে উহা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে এবনো আব্বাছ শব্দ আছে। বয়হকির ছোনানে-কোবরার ৬/২৩৮ পৃষ্ঠায় দুই ছনদে মোত্তাছেল ভাবে উক্ত হাদিছটী উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে এবনো-আব্বাছ শব্দ আছে।

হাকেমের মোস্তাদরেকের ৪/৩৩৮ পৃষ্ঠায় এক ছনদে মোত্তাছেল ভাবে উহা বর্ণিত হইয়াছে, তিনি উহা ছহিহ বলিয়াছেন। ইহাতে এবনো-আব্বাছ শব্দ আছে।

মছনদে-আহমদ বেনে হাম্বল, ১/৩১৩ পৃষ্ঠাতে উক্ত হাদিছটী মোয়াম্মারের রেওয়াএতে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে এবনো-আব্বাছ শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে।

জামেয়ে-ছগিরের ১/৩০৫ পৃষ্ঠায় হজরত ওবাই বেনে কা'বের ছনদে উক্ত হাদিছটী বর্ণনা করা হইয়াছে, এই হাদিছে হজরত এবনো- আব্বাছ স্থলে ওবাই বেনে কা'ব ছাহাবার নাম আছে।

কাঞ্জোল-ওম্মাম, ৬/২ পৃষ্ঠায় এবনো-আব্বাছ হইতে উহা উল্লিখিত হইয়াছে।

ছোনানে-দারকুৎনির ৪৫৫ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিছটী মোত্তাছেল ভাবে ৭/৮ ছনদে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক ছনদে এবনো-আব্বাছ শব্দ আছে।

খাঁ ছাহেব বলেন, হাদিছের প্রথমে আছে, তাউছ বলিতেছেন, এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন, হজরত বলিয়াছেন, এই হাদিছে এবনো-আব্বাছ শব্দটী প্রকৃত না প্রক্ষিপ্ত এসম্বন্ধে মোহাদ্দেছগণের মধ্যে ঘোরতর মতভেদ আছে, কারণ তাউছের বহু বর্ণনায় ঐ অংশটী নাই। এই জন্যই এমাম নাছায়ি ও তাহাবী এই হাদিছটী মোরছাল ও নির্ভরের অযোগ্য বলিয়াছেন। সুতরাং নিকটবর্ত্তী পুরুষকে অবশিষ্টাংশ দেওয়ার ব্যবস্থাটী হজরতের আদেশ নহে, বরং তাউছের উক্তি, ইনি একজন তাবেয়ি, হিজরীর দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তিনি হজরতকে দেখেন নাই সুতরাং হজরতের মুখে কোন হাদিছ শ্রবণ করেন নাই, যখন ফারাএজ সম্বন্ধে আমরা বিশিষ্ট ছাহাবাগণের মত বর্জ্জন করিয়া থাকি, তখন একজন তাবেয়ির মত বর্জ্জন করাতে কোন দোষ নাই।

আমাদের উত্তর,—

এমাম বোখারি, মোছলেম, আবুদাউদ, তেরমেজি, আহমদ, এবনো-মাজা, দারমি, দারকুৎনি, বয়হকি, হাকেম প্রভৃতি যখন হজরত এবনো-আব্বাছ শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন, তখন উক্ত হাদিছ মোরছাল হইবে না, মোত্তাছেল ছহিহ হইবে।

নিজে এমাম তাহাবী শরহে-মায়ানিয়ল-আছারের ২/৪২৩ পৃষ্ঠায় দুই ছনদে এবনো-আব্বাছ শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, এবনো-আব্বাছ শব্দটী ছহিহ হাদিছটী মোত্তাছেল ছহিহ, উহা মোরছাল নহে।

পাঠক মনে রাখিবেন, কোন ছাহাবা একটী কথা হজরতের কথা বলিয়া প্রকাশ করিলে এবং মধ্যবর্ত্তী রাবিগুলি উল্লিখিত হইলে, উহাকে মোত্তাছেল বলা হয়, এই হাদিছটী সর্ব্ববাদি সম্মত মতে ছহিহ।

আর কোন তাবেয়ি মধ্যবর্ত্তী ছাহাবার নাম উল্লেখ না করিয়া হজরত বলিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিলে, উহা মোরছাল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই মোরছাল হাদিছ ছহিহ হাদিছ বলিয়া গণ্য হইবে কি না, ইহার আলোচনা পরে আসিতেছে।

আল্লামা এবনো-হাজার ফৎহোল বারির ১২/৮ পৃষ্ঠায় তাহবীর প্রতিবাদে লিখিয়াছেন, ছুফইয়ান ও মোয়াম্মার অবদুল্লাহ বেনে-তাউছ হইতে যে রেওয়াএত করিয়াছেন, উহাতে এবনো-আব্বাছ শব্দ উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু একা ছুফইয়ান উহা বর্ণনা করেন নাই, পক্ষান্তরে ওহায়েব, রুহ বেনেল-কাছেম, এহইয়া বেনে আইউব, জিয়াদ বেনে-ছাদ ও ছালেহ এই ৫ জন আবদুল্লাহ বেনে তাউছ হইতে 'এবনো-আব্বাছ' শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন। আবদুল্লাহ বেনে মোবারক মোয়াম্মার কর্ত্তৃক যে রেওয়াএত করিয়াছেন, উহাতে এবনো-আব্বাছ শব্দ নাই, পক্ষান্তরে মোছলেম, আবুদাউদ, তেরমেজি ও এবনো-মাজাতে আবদুর রাজ্জাক মোয়াম্মার কর্ত্তৃক যে রেওয়াএত বর্ণনা করিয়াছেন ইহাতে এবনো-আব্বাছ শব্দ আছে। এমাম বোখারি ও মোছলেম এই হাদিছটী ছহিহ স্থির করিয়াছেন, ইহার কারণ এই যে, যদিও ছওরি সমধিক স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন ছিলেন, তথাপি বহু রাবি কর্ত্তৃক উল্লিখিত হওয়ায় উহার সমকক্ষ হইয়াছে। আর যখন হাদিছ মোত্তাছেল কিম্বা মোরছাল ইহাতে মতভেদ হয় এবং কোন পক্ষ প্রবল স্থির না হয়, তখন মোত্তাছেল হওয়ার হুকুম অগ্রগণ্য হইবে।

এইরূপ আল্লামা বদরুদ্দিন আয়নি হানাফী ছহিহ বোখারীর টীকার ১১/৯৫ পৃষ্ঠায় এবনো-আব্বাছ শব্দ ছহিহ হওয়া ও হাদিছটী মোত্তাছেল হওয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন।

এমাম নাবাবী ছহিহ মোছলেমের উপক্রমনিকার ১৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

اما اذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا وبعضهم مرسلا او بعضهم موقوفا و بعضهم مرفوع او وصله هو او رفعه في وقت او ارسله او وقفه فی وقت فالصحيح الذى قاله المحققون من المحدثين وقاله الفقهاء واصحاب الاصول و صححه الخطيب البغدادي ان الحكم لمن

وصله او رفعه سواء كان المخالف له مثله او اكثر او احفظ لانه زيادة ثقة وهى مقبولة ○

"যদি কতক বিশ্বাসী স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি উক্ত হাদিছকে মোত্তাছেল রেওয়াএত করেন, আর কতকে মোরছাল রেওয়াএত করেন কিম্বা কতকে উহা মওকুফ (ছাহাবার কথা বা কার্য্য) বলিয়া রেওয়াএত করেন, আর কতকে উহা মরফু' (হজরতের কথা বা কার্য্য) বলিয়া রেওয়াএত করেন, অথবা এক ব্যক্তি কখন উহা মোত্তাছেল কিম্বা মরফু রেওয়াএত করেন, অন্য সময়ে মোরছাল কিম্বা মওকুফ বলিয়া রেওয়াএত করেন, বিচক্ষণ মোহাদ্দেছগণ যাহা বলিয়াছেন এবং ফকিহগণ ও 'অছুল' তত্ত্ববিদ্গণ যাহা বলিয়াছেন এবং খতিব বগদাদী যাহা ছহিহ বলিয়াছেন তাহাই ছহিহ মত, উহা এই যে, যে ব্যক্তি উহা মোত্তাছেল কিম্বা মরফু বলিয়াছেন, তাহাই গ্রহণীয় ব্যবস্থা, প্রতিপক্ষ তাহার তুল্য হউক, বা তদপেক্ষা সংখ্যায় অধিকতর হউক, কিম্বা তদপেক্ষা সমধিক স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন হউক, কেননা উহা বিশ্বাসী ব্যক্তির অতিরিক্ত কথা আর উহা গ্রহণীয় (মকবুল) হইয়া থাকে।"

মোকাদ্দমার-এবনো ছালাহ, ২৭/২৮ পৃষ্ঠা,—

ومنهم من قال الحكم لمن اسنده اذا كان عدلا ضابطا فيقبل خيره وان خالفه غيره سواء كان المخالف له واحدا او جماعة قال الخطيب هذا القول هو الصحيح قلت وما صححه هو الصحيح فى الفقه واصوله - وسئل البخارى (الى) فحكم لمن وصله و وقال الزيادة عن الثقة مقبولة فقال البخارى هذا مع ان من ارسله شعبة و سفيان وهما جبلان لهما من الحفظ والاتقان الدرجة العالية ويلتحق بهذا ما اذا كان الذى وصله هو الذى ارسله

وصله فی وقت وارسله فی وقت فالحکم علي الاصح فی کل ذلك لما زاده الثقة من الوصل ০

কেহ কেহ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি উহা মোছনাদ (মোত্তাছেল) বর্ণনা করিয়াছেন—যদি তিনি ন্যায় পরায়ণ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন হন, তবে তাহার হুকুম গ্রহণীয় হইবে, কাজেই তাহার হাদিছ মকবুল হইবে, যদিও অন্যে তাহার বিপরীত মত ধারণ করিয়া থাকেন, উক্ত প্রতিপক্ষ একজন হউন, আর একদল হউন খতিব বলিয়াছেন, এই মতটী ছহিহ। আমি বলি খতিব যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ফেকহ ও অছুলে-ফেকহতে ছহিহ স্থির করা হইয়াছে। এমাম বোখারি এ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হওয়ায় তিনি বলিয়াছিলেন, যিনি মোত্তাছেল বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার মত গ্রহণীয় এবং বিশ্বাসী রাবির কথাটী বেশী গ্রহণীয় হইবে। ইহা গ্রহণীয় যদিও শো'বা ও ছুফইয়ান উহা মোরছাল বলিয়া থাকেন, অথচ তাহারা উভয়ে (হাদিছের) পাহাড় ছিলেন, স্মৃতিশক্তি ও দক্ষতাতে উচ্চ শ্রেণীর ছিলেন। এইরূপ হুকুম হইবে—যদি একজন একটী হাদিছকে এক সময় মোত্তাছেল বর্ণনা করিয়া থাকেন এবং অন্য সময়ে মোরছাল বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই সমস্ত ক্ষেত্রে সমধিক ছহিহ মতে যে বিশ্বাসী রাবি উহা 'মোত্তাছেল' বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মত ধর্ত্তব্য হইবে।

এইরূপ ফৎহোল-মোগিছের ৭১—৭৩ পৃষ্ঠায় অছে,—

ইহাতে সপ্রমাণ হইতেছে যে, উক্ত হাদিছটী ছহিহ, উহা তাবেয়ি শ্রেণী-ভুক্ত তাউছ হজরত এবনো-আব্বাছ হইতে এবং তিনি নবি (ছাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছন।

খাঁ ছাহেব যে দাবী করিয়াছেন যে, ইহা তাউছের কথা, নবি (ছাঃ) এর কথা নহে, ইহা তাঁহার বাতীল দাবী। যদি আমরা ক্ষণকালের জন্য উক্ত হাদিছটী মোরছাল বলিয়া ধরিয়া লই, তবে এইরূপ অর্থ হইবে, তাউছ বলিতেছেন, হজরত নবি (ছাঃ) এইরূপ বলিয়াছেন, ইহা তিনি নবি (আঃ) এর কথা বলিয়া প্রকাশ

করিতেছেন, নিজের কথা বলিয়া প্রকাশ করেন নাই, যদিও তিনি হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, তবুও যখন তিনি একজন বিশ্বাসী রাবি, তখন নিশ্চয় বিশ্বাসী লোকের মুখে শুনিয়া বলিতেছেন, কাজেই ইহা নিশ্চয়ই হজরতের কথা হইবে। যদি তিনি অবিশ্বাসী লোক হইতেন, তবে ইহা বলা সঙ্গত হইত যে, উহা মিথ্যা কথা, হজরতের কথা নহে। খাঁ ছাহেব যখন তাউছকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিতে পারেন নাই, তখন কি করিয়া বলিবেন যে, উহা একজন তাবেয়ির কথা।

কোন তাবেয়ি যদি বলেন হজরত এইরূপ বলিয়াছেন, তবে ইহাকে মোরছাল হাদিছ বলা হয়।

এমাম জালালুদ্দিন ছাইউতি তকরিবে নাবাবীর টীকা 'তদরিবোর-রাবীর ৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

وقال مالك وابو حنيفة فى طائفة منهم احمد فى المشهور عله صحيح الخ ٥

মালেক, আবু হানিফা, আর এক দল, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ রেওয়াএতে (এমাম) আহমদ আছেন—বলিয়াছেন যে, মোরছাল হাদিছ ছহিহ। নাবাবী মোহাজ্জেবের টীকায় লিখিয়াছেন, এবনো-আবদুল বার প্রভৃতি বলিয়াছেন, মোরছাল হাদিছ ছহিহ হওয়ার শর্ত্ত এই যে, এরছালকারী অবিশ্বাসী লোকের নাম এরছাল (উহ্য) না করেন। অন্যান্য বিদ্বান, বলিয়াছেন যে, যদি মোরছাল হাদিছ বর্ণনাকারী ছাহাবা, তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়ি এই তিন জামানার লোক হইলে, উহা ছহিহ হইবে না, কেননা হজরত বলিয়াছেন, ইহার পরে মিথ্যা প্রকাশ হইবে।

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন—

قال ابن جرير و اجمع التابعون باسرهم على قبول المرسل ولم يأت عنهم انكاره ولا عن احد من الائمة

بعدهم الى رأس المأئين قال ابن عبد البر كانه يعني ان الشافعى اول من رده فان صح مخرج المرسل بمجئيه من وجه آخر مسندا او مرسلا ارسله من اخذ العلم عن غير رجال المرسل الاول كان صحيحاً ٥

"এবনো-জরির বলিয়াছেন, মোরছাল হাদিছ গ্রহণীয় হওয়ার প্রতি সমস্ত তাবেয়ি এজমা করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ উহা এনকার করেন নাই এবং তাবেয়িদিগের পরে দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত কোন এমাম উহার উপর এনকার করেন নাই। এবনো-আবদুল বার্র বলিয়াছেন, প্রথমেই এমাম শাফেয়ি উহা রদ করেন। যদি অন্য ছনদে মোছনাদ ভাবে, কিম্বা মোরছাল ভাবে উল্লিখিত হয়, যাহা প্রথম মোরছালের ছনদের বিপরীত হয়, তবে ছহিহ হইবে।"

ফৎহোল-মোগিছ, ৫৫/৫৮ পৃষ্ঠা,—

এমাম মালেক, এমাম আবু হানিফা, তাঁহাদের অনুসরণকারীগণ একদল মোহাদ্দেছ মোরছাল হাদিছকে প্রামান্য দলীল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। নাবাবী, এবনোল-কাইয়েম ও এবনো-কছির বলিয়াছেন, এক রেওয়াএতে এমাম আহমদ উপরোক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন, নাবাবী মোহাজ্জের টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা অধিক সংখ্যক ফকিহগণের মত। এমাম গাজ্জালি উহা প্রায় সমস্ত ফকিহ বিদ্বানের মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

আবু দাউদ নিজ রেছালাতে বলিয়াছেন, ছুফইয়ান ছওরি, মালেক ও আওজায়ির ন্যায় প্রাচীন অধিকাংশ বিদ্বান্ উহা প্রামান্য দলীল বলিয়া গ্রহণ করিতেন। তৎপরে এমাম শাফেয়ি উহা রদ করেন এবং এমাম আহমদ উহার অনুসরণ করেন।

"যদি অন্য ছনদে মোছনাদ কিম্বা মোরছাল ভাবে উহা উল্লিখিত হয়, তবে উহা ছহিহ হাদিছ বলিয়া গৃহীত হইবে।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, এমাম আবু হানিফা, মালেক, প্রসিদ্ধ রেওয়াএতে এমাম আহমদ, ছওরি, আওজায়ি, বরং সমস্ত তাবেয়ি বিদ্বান এবং অধিকাংশ ফকিহ বিদ্বানের মতে তাউছের হাদিছটী মোছনাদ ভাবে উল্লিখিত না হইয়া কেবল মোরছাল ভাবে উল্লিখিত হইলেও হজরতের হাদিছ বলিয়া গণ্য হইবে। আর এস্থলে যখন মোছনাদ ও মোরছাল ভাবে অন্য রেওয়াএত বর্ত্তমান আছে, তখন উহা এমাম শাফেয়ি ও মোহাদ্দেছগণের মতে ছহিহ হইবে।

তদরিবোর-রাবি, ৭০ পৃষ্ঠা,—

قال يحيىٰ بن سعيد مرسلات سعيد بن جبير احب الى من مرسلات عطاء- قيل فمرسلات مجاهد احب اليك او مرسلات طاؤس قال ما اقربهما ٥

"এহইয়া বেনে ছইদ বলিয়াছেন, আতার মোরছাল হাদিছ আমার নিকট ছইদ বেনে জোবাএরের মোরছাল হাদিছগুলি অপেক্ষা সমধিক প্রীতিজনক। তাহাকে বলা হইল, আপনার নিকট মোজাহেদের মোরছাল হাদিছগুলি সমধিক প্রীতিজনক, অথবা তাউছের মোরছাল হাদিছগুলি? তদুত্তরে তিনি বলেন যে, উভয়টী নিকট নিকট।"

ইহাতে বুঝা গেল যে, তাউছ বিশ্বাসী, তিনি বিশ্বাসী রাবি ব্যতীত অন্যের নাম উহ্য করেন না। ইহাতে খাঁ ছাহেবের এই দাবী যে, ইহা হজরতের আদেশ নহে, বরং একজন তাবেয়ির উক্তি, একেবারে বাতীল হওয়া প্রমাণিত হইল।

মজহাব অমান্যকারিদের মানিত আমিরে-এমনি 'ছোবোলোছ-ছালামএর ৩/৭৮ পৃষ্ঠায়, তাহাদের মানিত কাজি শওকানি 'ফৎহোল-কদির' এর ১/৩৯৬ পৃষ্ঠায়, তাহাদের মানিত এবনো-তায়মিয়া 'মোন্তাকাল-আখবার'এর ১/২১০ পৃষ্ঠায় তাহাদের মানিত নুরোল-হাছান খাঁ 'ফৎহোল-আল্লাম' এর ২/৭৭ পৃষ্ঠায়, নবাব ছিদ্দিক হাছান

মারামের ১০৭ পৃষ্ঠায়। কজি শওকানি নয়নোল-আওতারে'র ৫/ সাহেব 'মেছকোল-খেতাম'এর ৩/২৭৭/২৭৮ পৃষ্ঠায় ও ময়নোল-৩০৫/৩০৬ পৃষ্ঠায় দারারিয়ে-মজিয়ার ২/২৬৪ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিছটী ছহিহ স্থির করিয়াছেন, আরও তাহারা উক্ত কেতাবগুলিতে মৃতের কোন পুত্র থাকিল, পৌত্রের নিষ্প্রাপ্য হওয়ার কথা স্বীকার করিয়াছেন।

খাঁ সাহেবের দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, এই হাদিছের শেয়াংশে ذكر (নর) শব্দটীর পরে رجل (পুরুষ) শব্দটীর বাহুল্য ব্যবহারে ভাষার বিশুদ্ধতা নষ্ট হইয়াছে। হজরতের মুখ দিয়া এইরূপ অশুদ্ধ ভাষা প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব এবং যে ভাষার শুদ্ধতা প্রমাণ করার জন্য টীকাকারগণের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ব্যাপি কৈফিয়ত দেওয়ার দরকার হয়, উহা হজরতের উক্তি বলা যায় না।

আমাদের উত্তর,—

উক্ত হাদিছে নর শব্দটীর বিশেষণরূপে পুরুষ শব্দটীর ব্যবহারে ভাষার অশুদ্ধতা প্রতিপন্ন হয় না, এইরূপ শব্দ তাকিদ ও তম্বির জন্য কোরআন ও হাদিছের বহু স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(১) কোরআনে আছে,— تلك عشرة كاملة

"উক্ত রোজাগুলি পূর্ণ দশ।"

দশ পূর্ণ হইয়া থাকে, পুনরায় পূর্ণ তাকিদের জন্য বলা হইয়াছে।

(২) কোরআন,— سبحان الذى اسرى بعبده ليلا

"উক্ত আল্লাহর তছবিহ পড়ি যিনি নিজের বান্দাকে রাত্রে লইয়া গিয়াছিলেন।"

এস্থলে اسري শব্দের অর্থ রাত্রে লইয়া গিয়াছিলেন, কাজেই পূনরায় ليلا 'রাত্রে' শব্দ উল্লেখ করার কোন দরকার ছিল না, ইহা তাকিদ ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

(৩) কোরআন,— ولى نعجة واحدة

"আর আমার জন্য একটী ভেড়ী।"

এস্থলে نعجة শব্দের অর্থ একটী ভেড়ী, পুনরায় واحدة 'একটী' শব্দ ব্যবহার করার আবশ্যক হয় না, কিন্তু তাকিদের জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে।

(৪) والكاظمين الغيظ "এবং ক্রোধ সম্বরণ কারিগণ" الكاظمين শব্দের অর্থ ক্রোধ সম্বরণকারিগণ, পুনরায় الغيظ 'ক্রোধ' শব্দ ব্যবহারের দরকার ছিল না, কিন্তু তাকিদের জন্য বলা হইয়াছে।

(৫) কোরআন— فتحرير رقبة مؤمنة 'ইমানদার দাস্ আজাদ করা।"

تحرير শব্দের অর্থ দাস আজাদ করা, পুনরায় رقبة 'গোলাম' শব্দ ব্যবহার করার আবশ্যক হয় না, ইহা তাকিদের জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে।

এইরূপ কোরআন শরিফে বহু স্থানে উক্তরূপ তাকিদ সূচক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

(১) মেশকাত, ১৭৫ পৃষ্ঠা,—

اذا اقبل الليل من ههنا وادبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم ٥

"যখন এই স্থান হইতে রাত্রি আগমন করিবে, এই স্থান হইতে দিবস পশ্চাতে যাইবে এবং সূর্য্য ডুবিয়া যাইবে, তখন রোজাদারের এফতার হইয়া যাইবে।"

এই হাদিছে রাত্রি 'আগমন-করিবে' বলিলে যথেষ্ট হইত, অবশিষ্ট দুইটী কথা বলার আবশ্যক ছিল না, কিন্তু ইহা তাকিদের জন্য বলা হইয়াছে।

(২) মেশকাত ১১৯ পৃষ্ঠা,—

خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ٥

"জুমার দিবস উৎকৃষ্ট দিবস যাহাতে সূর্য্য উদয় হইয়াছে।" দিবস বলিলে, পুনরায় সূর্য্য উদয় হওয়ার কথা বলার আবশ্যক থাকে না, কিন্তু উহা তাকিদ-সূচক শব্দ।"

لا اله الا الله وحده لا شريك له ٥

(৩) "আল্লাহ" এক যাহার কোন শরিক নাই, তাঁহা ব্যতীত উপাস্য কেহ নাই।" এক বলিলে, তাহার কোন শরিক নাই বলার দরকার হয় না, উহা তাকিদী শব্দ।

খাঁ সাহেবের মতে উক্ত শব্দগুলি অশুদ্ধ হইবে কিনা? তিনি যে বলিয়াছেন যে, হাদিছের ভাষায় বিশুদ্ধ প্রমাণ উদ্দেশ্যে টীকাকারগণ নানারূপ কৈফিএত দিয়াছেন, ইহাও অমূলক অভিযোগ।

ذكر পুরুষ শব্দ ব্যবহারে কি কি হেকমত (নিগুঢ় তত্ত্ব) আছে, এবং ব্যবহার না করিলে, কি কি সন্দেহ উপস্থিত হইত, টীকাকারগণ তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন।

তাহারা বর্ণনা করিয়াছেন, رجل শব্দ বলিলে, বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষকে বুঝায়। কিন্তু সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তান বুঝা যায় না, অথচ ফারাএজি সত্ব সদ্য প্রসূত সন্তানও প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এইহেতু ذكر পুরুষ শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে যে, কেহই যেন উহা হইতে বঞ্চিত না হয়। ফৎহোল-বারি, ১২/৯, আয়নি ১১/৯৬ ও কোস্তোলানি, ৯/৩৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

খাঁ সাহেবের ভক্তি ভাজন আমিরে-এমানি 'ছোবোলোছ-ছালাম' এর ৩/৭৮ পৃষ্ঠায়, তাঁহার এক গুরু ফৎহোল-আল্লামের ২/৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

واختلف فى فائدة وصف الرجل بالذكر والاقرب

انه تاكيد ٥

"নর শব্দকে পুরুষ শব্দ দ্বারা বিশেষণ করা হইয়াছে, কি জন্য ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, উহা তাকিদ হওয়া সমধিক উৎকৃষ্ট মত।

এস্থলে আবুদাউদের ২/৪৫ পৃষ্ঠা হইতে ও মছনদে-আহমদের ১/৩১৩ পৃষ্ঠা হইতে একটী হাদিছ উদ্ধৃত করিতেছে, উহাতে আছে فما تركت الفرائض فلاولى ذكر নির্দ্ধারিত অংশগুলি ব্যতীত যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা নিকট-বর্ত্তি পুরুষের জন্য।" এস্থলে رجل নর শব্দ নাই, কাজেই খাঁ সাহেবের অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন সাব্যস্ত হইল।

খাঁ সাহেবের তৃতীয় অভিযোগ,—

ছহিহ বোখারি ইত্যাদিতে আছে,—

কন্যাদিগের সঙ্গে থাকিলে, ভগ্নিদিগকে আছাবারূপে নির্দ্ধারিত করিবে, তাউছের হাদিছটী একেত সন্দেহ জনক, তাহার পর এই প্রামাণ্য হাদিছটীর সঙ্গে উহার ঘোর বিরোধ, একটীকে গ্রহণ করিলে, অপরটীকে ত্যাগ করিতে হয়, ইহা ব্যতীত উপায় নাই।

দুইটী হাদিছের মধ্যে এইরূপ বিরোধের সময় প্রবল ও প্রামাণ্য হাদিছটী গ্রহণ করিয়া দুর্ব্বল ও সন্দেহজনক রেওয়াতটী বর্জ্জন করিতে হইবে ইহাই ওছুল ও সাধারণ জ্ঞান ও বিবেকের নির্দ্দেশ, সুতরাং এইরূপ হাদিছ দ্বারা এতিম পুত্রকে বঞ্চিত করা কোন মতেই সঙ্গত হইবে না।

আমাদের উত্তর,—

উপরোক্ত তাউছের হাদিছটী যে কোন মতেই সন্দেহজনক নহে, তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে সপ্রমাণ করিয়াছি। অধিকন্তু মছনদে আহমদ ও আবু দাউদের হাদিছের কোন প্রকার আপত্তি থাকিতে পারে না, কাজেই তাউছের হাদিছটী প্রবল ও প্রামান্য।

কন্যাদের সঙ্গে থাকিলে, ভগ্নীকে আছাবা করিবে, ইহা হজরতের হাদিছ, ইহা আছাবা মায়া গায়রেহির প্রসঙ্গ, আর তাউছের হাদিছে আছাবা-বে-মাফছিহি সংক্রান্ত ব্যবস্থা, মূল কথা, কোরআন ও

হাদিছে তিন প্রকার আছাবার কথা আছে, প্রত্যেক প্রকারের ব্যবস্থা পৃথক। একের সহিত অন্যের কোন বিরোধ নাই।

ফৎহোল-বারি, ১২/৮ পৃষ্ঠা,—

وخرج من ذلك الاخ والاخت لابوين او لاب فانهم يرثون بنص قوله تعالىٰ وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين وكذا يخرج الاخ والاخت لام بقوله تعالىٰ فلكل واحد منهما السدس ٥

উক্ত হাদিছের ব্যাপক হুকুম হইতে সহোদর ভাই, ভগ্নি, কিম্বা বৈমাত্রেয় ভাই ভগ্নী বাহির হইয়া যাইবে, ইহার প্রমাণ এই আয়ত,—"যদি তাহারা ভাই ভগ্নী সকল হয়, তবে পুরুষের জন্য স্ত্রীলোকদের দ্বিগুণ অংশের তুল্য হইবে।"

এইরূপ বৈপিত্রেয় ভাই ভগ্নীর স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইবে। যথা এই আয়ত,— বৈপিত্রেয় ভাই ভগ্নীর প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ।"

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন,—

ويستثنى من ذلك من يحجب كالاخ لاب مع البنت واخت الشقيقة ٥

"এইরূপ বঞ্চিত হইয়া যায় যাহারা উক্ত হাদিছের ব্যাপক অর্থ হইতে সতন্ত্র হইবে যেরূপ কন্যা ও হাকিকি ভগ্নী থাকিলে, বৈমাত্রেয় ভাই।"

খাঁ সাহেব ১৪নং উদাহরণে কন্যা, ভগ্নী ও ভ্রাতুষ্পুত্রের যে অঙ্কটী উপস্থিত করিয়াছেন, ইহাতে ভ্রাতুষ্পুত্র একগোত্র দূর হওয়ায় বঞ্চিত হইয়া গিয়াছে, পক্ষান্তরে ভগ্নীকে হজরতের হাদিছ অংশী নির্দ্ধারিত করিয়াছে।

বড় জোর খাঁ সাহেব বলিবেন, এই হাদিছটী عام مخصوص منه البعض ইহার মূল মর্ম্ম এই যে, যেক্ষেত্রে কন্যাদিগের সঙ্গে ভগ্নী থাকিবে, সে ক্ষেত্রে ভগ্নীকে অবশিষ্টাংশী করিতে হইবে, ছহিহ বোখারির হাদিছ অনুসারে, আর যে ক্ষেত্রে ভগ্নী থাকিবে না, সে ক্ষেত্রে হাদিছটী প্রয়োগ করা হইবে।

তাউছের রেওয়াএত এতিম পৌত্রকে বঞ্চিত করিতেছে, যেহেতু সে মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী পুরুষ ওয়ারেছ নহে, আর ভ্রাতুষ্পুত্র বঞ্চিত হইতেছে, যেহেতু সে মৃতের নিকটবর্ত্তী ওয়ারেছ নহে, নিকটবর্ত্তী ওয়ারেছ হইতেছে ভগ্নী। এতিম পৌত্র বঞ্চিত হইতেছে তাউছের হাদিছ অনুসারে, আর ভ্রাতুষ্পুত্র বঞ্চিত হইতেছে, الاقرب فالاقرب এই এজমা অনুসারে।

খাঁ সাহেব কি عام مخصوص منه البعض এর কথা জনেন না? ইহাতে বিশিষ্ট হুকুম (একছেপশন) ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত সূত্রে ব্যাপক হইয়া থাকে, কোরআনের ছুরা বাকারের ২৮ রুকুর আয়তে আছে,—

والمطلقت يتربصن بانفسهن ثلثة قروء ۝

ইহাতে তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীলোক তিন ঋতু (হায়েজ) এদ্দত পালন করিতে আদিষ্ট হইয়াছে।

ইহা ব্যাপক হুকুম হইলেও তিনটী বিশিষ্ট হুকুম (একছেপশন) আছে,—

(১) ছুরা আহজাবের ৬ রুকুর আয়ত,—

يا ايها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنت ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ۝

ইহাতে বুঝা যায় যে, যে স্ত্রীলোকের সহিত নেকাহ করিয়া তাহার সহিত সঙ্গম করা হয় নাই, তাহাকে তালাক দিলে, এদ্দত পালন করতে হইবে না।

(২) ছুরা তালাকের ১ম রুকুর আয়ত,—

واللی یئسن من المحیض من نساء کم ان ارتبتم فعدتهن ثلثة اشهر واللی لم یحضن ٥

ইহাতে বুঝা যায় যে, বয়োবৃদ্ধা ঋতু রহিতা কিম্বা নাবালেগা ঋতু হীনা স্ত্রী লোকদিগের তালাক দিলে, তিন মাস এদ্দত পালন করিতে হইবে।

(৩) উক্ত ছুরা,—

واولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن ٥

ইহাতে বুঝা যায় যে, গর্ভবর্তী স্ত্রীকে তালাক দিলে, সন্তান প্রসব কাল পর্য্যন্ত এদ্দত পালন করিতে হইবে।

প্রথম আয়তের ব্যাপক হুকুমের মধ্যে এই তিনটী স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। খাঁ সাহেব স্বেচ্ছায় কি কোন একছেপশন বাহির করিতে পারেন? কি উক্ত ব্যাপক ব্যবস্থা সংক্রান্ত আয়তটী একেবারে নাকিছ করিতে পারেন?

এক্ষণে আসুন, তাউছের হাদিছের দিকে লক্ষ্য করুন,—

ইহাতে ত আছে, কোরআনের নির্দ্ধারিত অংশগুলি দেওয়ার পরে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা নিকটতম পুরুষকে দাও, এই ব্যাপক হুকুমের কয়েকটী একছেপশন আছে।

(১) কোরআনের ছুরা নেছা, ২৪ রুকু,—

وان کانوا اخوة رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الانثیین ٥

ইহাতে বুঝা যায় যে, সহোদর কিম্বা বৈমাত্রেয় ভাই ও ভগ্নী উভয় থাকিলে, তাহারা উভয় আছাবা হইয়া অংশ গ্রহণ করিবে।

এস্থলে একা নিকটবর্ত্তী পুরুষ ভাই অবশিষ্ট সমস্ত অংশ পাইবে না।

(২) কোরআন ছুরা নেছা ২রুকু,—

وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ٥

ইহাতে বুঝা যায় যে, বৈপিত্রেয় ভাই ভগ্নী থাকিলে, উভয়ে আছাবা হইয়া অংশ গ্রহণ করিবে, একা ভাই মৃতের নিকটবর্ত্তী পুরুষ বলিয়া অবশিষ্ট সমস্ত অংশ পাইবে না।

(৩) ছুরা নেছা ২ রুকু,—

يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ٥

ইহাতে বুঝা যায় যে, পুত্র কন্যা উভয় থাকিলে, উভয়ে আছাবা হইয়া অংশ গ্রহণ করিবে, একা পুত্র মৃতের নিকটস্থ পুরুষ হওয়ায় একা সমস্ত অংশ গ্রহণ করিবে না।

ফৎহোল-বারি, ১২/১২ পৃষ্ঠা,—

وقد اجمعوا ان بنى البنين ذكورا واناثا كالبنين عند فقد البنين اذا استروا فى التعدة فعلى هذا تخص هذه الصورة من عموم فلاولى رجل ذكر ٥

ইহাতে পৌত্রগণ অভাবে পৌত্র ও পৌত্রিগণের একই প্রকার ব্যবস্থা এজমা অনুসারে হইবে, ইহাও উক্ত হাদিছের একছেপশন হইবে।

(৪) ছহিহ বোখারি, ২/৯৯৮ পৃষ্ঠা,—

قال النبى صلعم للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللاخت ٥

"হজরত বলিয়াছেন কন্যা অর্দ্ধেক, পৌত্রী একষষ্টাংশ এবং অবশিষ্টাংশ ভগ্নীর।

আল্লাহ ও রছুল এই চারিটী একছেপশন স্থির করিয়াছেন। কাজেই এই সুত্রগুলি বাদ দিয়া তাউছের হুকুম প্রয়োজ্য হইবে, কিন্তু পুত্র থাকিতে পৌত্র পাইবে, এইরূপ কোন 'একছেপশন' (مستثنى) খাঁ সাহেব বাহির করিতে পারেন কি? বিদ্বান্‌গণ ও ফারাএজ তত্ববিদ্‌গণ এইরূপ কোন বিশিষ্ট হুকুম না পাইয়া এতিম পৌত্রকে পুত্র বর্ত্তমানে বঞ্চিত করিয়াছেন, হজরতের হাদিছের ব্যবস্থা অনুসারে, ইহাতে তাঁহাদের দোষ হইল কি? আর তাউছের হাদিছ অবশিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে প্রয়োগ করা হইবে, যেরূপ অন্যান্য عام مخصوص منه البعض আয়ত ও হাদিছের ব্যবস্থা, কাজেই তাউছের হাদিছ বাতীল হইবে কেন? খাঁ সাহেব কি নূতন খোদা ও রছুল হইলেন যে, তাঁহার অভিনব কল্পিত মত দুনইয়ার লোকেরা মানিতে বাধ্য হইবেন? তিনি যে ১৫নং উদাহরণে একটী অঙ্ক প্রকাশ করিয়াছেন, ইহার উত্তর এই মাত্র দিয়াছি।

তিনি যে বলিয়াছেন যে এমাম তাহাবী তাউছের হাদিছটী عام مخصوص منه البعض স্থির করিয়াছেন, ইহাতে তিনি তাউছের হাদিছ প্রমাণ্য স্থির করিয়া লইয়া উহার বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তিনিও ইহা বলিতে পারেন নাই যে, পুত্র থাকিতে পৌত্র ওয়ারেছ হইবে, কাজেই তাঁহার মত এস্থলে উদ্ধৃত করা খাঁ সাহেবের পক্ষে ফলোদয় হয় নাই, বরং তিনি যে তাউছের হাদিছটী উড়াইয়া দিতে চাহিয়া ছিলেন, তাহা ত হইল না, ইহাতে খাঁ সাহেবের ক্ষতিই হইল।

আমাদের দেশের হানাফী আহলে হাদিছ কেন, জগতের সমস্ত মুছলমান কন্যার সঙ্গে ভগ্নী থাকিলে ভ্রাতুষ্পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া ভগ্নীকে আছাবা রূপে অবশিষ্টাংশ দিতে হজরতের হাদিছ অনুযায়ী বাধ্য, ইহাতে তাউছের হাদিছটী অগ্রাহ্য করা হয় না, তাহা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।

ভগ্নী ও ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে ভগ্নীটী একেত নিকটতর, আবার কোরআনের নির্দ্ধারিত অংশী, আর ভ্রাতুষ্পুত্র ভগ্নী হইতে এক শ্রেণী দূরে আরও কোরআনেও তাহার কোন অংশ নির্দ্ধারিত নাই, কাজেই

দুই কন্যার প্রাপ্য দেওয়ার পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা জ্ঞান বিবেক মতেও ভগ্নীর ন্যায্য প্রাপ্য।

খাঁ সাহেবের কথায় বুঝা যায় যে, তাউছের হাদিছ গ্রহণ করিলে, এতিম পৌত্র সর্ব্বদা বঞ্চিত হইয়া যায়, ইহাও সত্য নহে, বরং এই হাদিছটী গ্রহণ করিলে বহু ক্ষেত্রে এতিম পৌত্র অন্যান্য ওয়ারেছ অপেক্ষা অধিক অংশ পাইয় থাকে,— (১) মৃতের কন্যা $\frac{১}{২}$ ও পৌত্র $\frac{১}{২}$। (২) মৃতের পিতা $\frac{১}{৬}$ ও পৌত্র $\frac{৫}{৬}$। (৩) মৃতের কন্যা ৫ জন $\frac{১০}{১৫}$ ও পৌত্র $\frac{৫}{১৫}$। (৪) মৃতের মাতা $\frac{১}{৬}$ ও পৌত্র $\frac{৫}{৬}$। সুতরাং তাউছের হাদিছ গ্রহণ করিলেই যে, এতিম পৌত্র বঞ্চিত হয়, ইহা ভুল। যে যে স্থানে এতিম পৌত্র বঞ্চিত হয়, সেই সেই স্থলে কোর-আনে সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ অছিএত করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, ফারাএজি সত্ব হইতে বঞ্চিত হইলেও এতিম পৌত্র ত অসিত্রয়ের অংশ হইতে বঞ্চিত হয় নাই, তবে খাঁ সাহেবের এত মাথা বেদনা কেন?

খাঁ সাহেবের উক্তি—

দাদা থাকিতে বাপ মরিয়া গেলে পৌত্র যে নিষ্প্রাপ্য হয়, ইহার অনুকুলে ছহিহ বোখারি হইতে দ্বিতীয় একটী হাদিছ উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিতেছেন যে, এই রেওয়াএতটী জায়েদ এবনে ছাবেতের অভিমত, ইহা হজরতের হাদিছ নহে। আবার বলিতেছেন যে, এই উক্তিকে জোর করিয়া শাস্ত্রীয় প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করিলেও ইহা আমাদের মতের প্রতিকুল কখনও নহে।

হাদিছটি এই ঃ-

قال زيد بن ثابت ولد الابناء بمنزلة الولد اذا لم يكن دونهم ذكر .... ولا يرث ولد الابن مع الابن ٥

তাহার গৃহীত অর্থ—জয়েদ বলিয়াছেন, পুত্রদিগের সন্তানগণ

সন্তানদিগের স্থানীয় যদি তাহাদের মধ্যকার পুরুষ সন্তান বিদ্যমান না থাকে, আর পুত্রের সন্তানেরা পুত্রের সঙ্গে উত্তরাধিকার পাইবে না।

ইহার অর্থ এই সেই পৌত্রেরা বঞ্চিত হইবে যাহাদের পিতা বাঁচিয়া আছে, যাহাদের পিতা বাঁচিয়া নাই তাহারা بمنزلة الولد মৃত ব্যক্তির পুত্রের স্থলাভিষিক্ত হইয়া তাহাদের পিতার প্রাপ্যটাকে গ্রহণ করিবে।

আমাদের উত্তর,—

তিনি ইহা ছাহাবার কথা বলিয়া মানিতে চাহেন না। কিন্তু হজরত বলিয়াছেন قال رسول الله صلعم افرضكم زيد بن ثابت "তোমাদের মধ্যে জায়েদ-বেনে ছাবেত সমধিক ফারাএজ তত্ত্ববিদ, বোলুগোল- মারাম, তেরমেজি এই হাদিছটী ছহিহ বলিয়াছেন।

ইহাতে বুঝা যায় যে, হজরত জায়েদ বেনে, ছাবেত ফারাএজি তত্ত্ব কোরআন ও হাদিছ অনুসারে বলিয়াছেন, কাজেই উহা আমাদের পক্ষে দলীল।

ছহিহ বোখারি, ২/৯৯৭ পৃষ্ঠা,—

باب ميراث ابن الابن اذا لم يكن ابن ٥

কোন পুত্র না থাকিলে, পৌত্রের উত্তরাধিকার পাওয়ার অধ্যায়।

ফৎহোল-বারি, ১২/১২ পৃষ্ঠা,—

اي للميت لصلبه سواء كان اباه او عمه ٥

মৃতের আপন ঔরষ জাত পুত্র (না থাকিলে), উহা—তাহার পিতা হউক, আর চাচা হউক, (পৌত্র অংশ পাইবে।")

তৎপরে লিখিত আছে,—

قال زيد بن ثابت ولد الابناء بمنزلة الولد اذا لم يكن دونهم ولد ذكر ٥

এস্থলে যে دون শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, উহার অর্থ ছোরাহ অভিধানের ৫/৯ পৃষ্ঠায় ও কামুছের ৪/১৭২ পৃষ্ঠায় ও মাজমায়োল বেহারের ১/৪২৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,— هذا دين ذلك اي اقرب منه ইহা উহার সমধিক নিকট। এই সুত্রে উল্লিখিত কথার এইরূপ মর্ম্ম হইবে,—

"জয়েদ বেনে ছাবেত বলিয়াছেন, পৌত্রগণ পুত্রগণের তুল্য যদি তাহাদের চেয়ে নিকটবর্ত্তী কোন পুরুষ সন্তান না থাকে, ولد ذكر এর অর্থ কোন পুরুষ সন্তান না থাকে, ইহাতে বুঝা যায় যে, পিতা ও চাচা কেহই থাকিলে, পৌত্রগণ ওয়ারেছ হইবে না। আয়নির ১১/৯৭ পৃষ্ঠায় উহার মুল অর্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

قوله اذا لم يكن دونهم اي بينهم وبين الميت ولد للصلب ذكر ٥

"যদি তাহাদের ও মৃতের মধ্যে কোন ঔরষজাত পুরুষ সন্তান না থাকে।"

ইহাতে ত ইহাই বুঝাইতেছে যে, পৌত্রের চাচা, পিতা কেহই থাকিলে, পৌত্র ওয়ারেছ হইবে না।

তৎপরে লিখিত আছে,—

ولا يرث ولد الابن مع الابن ٥

"(মৃতের) পৌত্র পুত্র থাকিতে ওয়ারেছ হইবে না।"

ফৎহোল-বারি, ১২/১২ পৃষ্ঠা আয়নি, ১১/৯৭ পৃষ্ঠা ও কোস্তোলানি, ৯/৩৪৫ পৃষ্ঠা,—

ذكر هذا تاكيدا لما تقدم ٥

"পূর্ব্বোক্ত কথার তাকিদ স্বরূপ ইহা বলা হইয়াছে।"

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, মৃতের কোন পুত্র থাকিলে, কোন

পৌত্র ওয়ারেছ হইবে না, ইহাই হজরত জায়েদ বেনে-ছাবেতের কথার মর্ম্ম।

তৎপরে এমাম বোখারি তাউছের হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা হজরত জায়েদের মতের সমর্থক, কেননা পৌত্রও চাচা থাকিলে, চাচাই মৃতের নিকটবর্ত্তী পুরুষ।

খাঁ সাহেব এইরূপ সরল সত্য কথা তহরিক করিয়া বলিতেছেন,—

প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,—

"পুত্রের সন্তানরা সেই পুত্র বর্ত্তমানে অংশ পাইবে না, এই দাবির প্রমাণ এই যে ابن পুত্র শব্দের পূর্ব্বে لام تعريف ব্যবহার করায় উভয় الابن শব্দ মা'রেফা হইয়াছে, আর আরবি সাহিত্যের নিয়ম এই যে, কোন মা'রেফা দুইবার উক্ত হইলে, উভয়টি এক ও অভিন্ন হইয়া থাকে। নুরোল-আনওয়ার।

সুতরাং আলোক উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, কোন পুত্র বর্ত্তমান থাকিতে সেই পুত্রের পুত্রেরা বঞ্চিত হইবে, কিন্তু যে ক্ষেত্রে পৌত্রের পিতা মরিয়া গিয়াছে, তথায় এই নিষেধাজ্ঞা তাহার প্রতি প্রয়োজ্য নহে।

আমাদের উত্তর,—

খাঁ সাহেব যে সূত্রটী "নুরোল-আনওয়ার" হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা 'আল-মেনার' লেখকের মত, নুরোল-আনওয়ার প্রণেতা মোল্লা জিউন উহার প্রতিবাদে বলিয়াছেন যে, এই নিয়মটি সর্ব্বত্র ও সকল সময় প্রযোজ্য নহে, বরং কখন কখন দ্বিতীয়টী প্রথমটির বিভিন্ন হইয়া থাকে, যথা কোরআনে আছে,—

وهو الذى ينزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب ○

"তিনিই তোমার উপর সত্য সহ কেতাব নাজেল করিয়াছেন যাহা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কেতাবের সত্যতা প্রমাণ কারি?"

এস্থলে উভয় কেতাব শব্দে লাম তারিফ দাখিল হওয়ায় উভয় কেতাব মা'রেফা হইয়াছে, কিন্তু প্রথম কেতাবের অর্থ কোরআন এবং দ্বিতীয় কেতাবের অর্থ ইঞ্জিল। নুরোল-আনওয়ার, ৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। মূল কথা, উক্ত নিয়মটী ,সর্ব্ববাদিসম্মত নিয়ম নহে, সুতরাং হাদিছটীর এইরূপ অর্থ হইবে, যে কোন পুত্র বাঁচিয়া থাকিতে পৌত্র ওয়ারেছ হইবে না, কারণ তিনি ত তাউছের হাদিছের ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র, উহাতে আছে, মৃতের যে কোন নিকটবর্ত্তী পুরুষ থাকে, সেই অবশিষ্টাংশ প্রাপ্ত হইবে। এমাম বোখারি এই হেতু ابن যে কোন পুত্র বলিয়া অধ্যায় বাঁধিয়াছেন।

এমাম মালেক মোয়াত্তার ৩২৩ পৃষ্ঠায়, এমাম কোরতবি মালেকি বেদয়াতোল-মোজতাহেদের ২/৩২৯ পৃষ্ঠায়, শেখ আবদুল কাদের হাম্বলী-নয়লো মারামের ২/৬২ পৃষ্ঠায়, ও এমাম-নাবাবী শাফেয়ী ছহিহ মোছলেমের দ্বিতীয় খণ্ডের টীকার ৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, যে কোন পুত্র থাকিলে যে কোন পৌত্র বঞ্চিত হইবে।

খাঁ সাহেবের উক্তি,—

"এতিম পৌত্রকে উত্তরাধিকার প্রদানের কোন দলিলও ত কোরআন ও হাদিছে নাই, এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, পুত্র না থাকায় সকলেই ত পৌত্র দিগকে প্রধান উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করা হইতেছে কোরআন ও হাদিছের যে প্রমাণ দ্বারা আমাদের প্রমাণ ও তাহাই।

কোরআনে যেখানে অলাদ বা আওলাদ শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা পুত্র ও পৌত্র প্রভৃতি অধস্তন সন্তানদিগকে সমান ভাবে বোঝাইয়া থাকে।

কোরআনে আছে, স্ত্রী বা স্বামী যদি লা-অলাদ অবস্থায় মরে, তবে তাহার স্বামী বা স্ত্রী যথাক্রমে $\frac{১}{২}$ ও $\frac{১}{৪}$ অংশ প্রাপ্ত হইবে। আর তাহাদের কোন অলাদ থাকিলে, যথাক্রমে $\frac{১}{৪}$ ও $\frac{১}{৮}$ অংশ পাইবে।

মৃত ব্যক্তির পুত্রের সন্তানরা তাহার অলাদ বা সন্তানের

পর্যায়ভুক্ত (শরিকীয়া)।" ফলতঃ কোরআনে যেখানে আওলাদের অংশের কথা আছে, সেইখানেই পৌত্র পৌত্রীদিগের কথা আছে।

আমাদের উত্তর,—

পুত্র না থাকিলে, পৌত্রকে প্রধান উত্তরাধিকারী বলিয়া কেহই স্বীকার করে না, কারণ তথায় কন্যাই প্রধান উত্তরাধিকারিনী হইবে। আর তাউছ ও জায়েদের হাদিছদ্বয়ের বিরুদ্ধে এই প্রবন্ধ, বিশেষতঃ ৯নং পরিচ্ছেদের অবতারণা, সেই হাদিছদ্বয় আমাদের প্রমাণ, ইহা দ্বারাই চাচা থাকিতে পৌত্র বঞ্চিত, আর বাপ ও চাচা না থাকিতে পৌত্র ওয়ারেছ হইয়া থাকে, যখন তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন যে, এই হাদিছ দুইটী হজরতের আদেশ নহে, তখন এতদু-ভয়কে প্রমাণ বলিয়া তাহার পেশ করার বাহুল্য কথা নহেত কি? তিনি যেন অন্য কোন আয়ত ও হাদিছ পেশ করেন। অলাদ ولد শব্দের পুত্র ও পৌত্র প্রভৃতি অধস্তন অর্থ হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা অপরকে বঞ্চিত করিতে বা তাহার অংশ হ্রাস করিতে, অধস্তনগণ উর্দ্ধস্তনগণের সংঙ্গে থাকিয়া সমান ভাবে অংশ পাওয়া কোন আয়ত ও হাদিছে নাই।

তিনি যে ছিরাজী ও শরিফিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন, এখন আবার উহাদেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন কেন?

শরিফিয়ার অর্থ এই যে, পুত্র থাকিলে, যেরূপ স্ত্রী অথবা স্বামীর অংশ কমিয়া যায়, পুত্রের অভাবে পৌত্র থাকিলেও তাহাদের অংশ কমিয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায় যে, পৌত্রের অংশ কোরআনের কোন স্থানে নাই, অন্য কোন হাদিছ নাই, কেবল তাউছ ও জায়েদের হাদিছে স্থান বিশেষ তাহার অংশী হওয়ার কথা আছে, খাঁ সাহেবের বাতীল মতে যখন উক্ত দুইটী হাদিছ, হাদিছ নহে, তখন পৌত্রের অংশ তাহার মতে দুনইয়ার কোথায় নাই।

খাঁ ছাহেবের উক্তি,—

অবশিষ্টাংশী বা আছাবাদিগের বিভাগ ও তারতম্য সম্বন্ধে ফায়াএজের কেতাবগুলিতে যে সব নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বত্র কোরআন ও হাদিছের নীতি ও ব্যবস্থা অনুযায়ী নহে, সেই জন্য অশেষ প্রকারের ভ্রম প্রমাদে পরিপূর্ণ, অদ্য দুইটী উদাহরন দিয়া শেষ করিব।

...যে, বিদ্বানগণ কোরআন
...বুঝিয়া ফারাএজ শাস্ত্র সঙ্কলন করিয়াছেন,
...ও হাদিছের তিলবিন্দু বিপরীত কিছুই নাই, তিনি
ভ্রমবশতঃ যাহাকে অশেষ প্রকারের ভুল ভ্রান্তিতে পূর্ণ
বলিতেছেন, উহা যে একেবারে ভ্রম শূন্য তাহা বহুকাল হইতে সহস্র
সহস্র আলেম স্বীকার করিয়া আসিতেছেন।

তিনি এই প্রবন্ধে একটী নির্ভুল প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন
নাই, এবং ৫,১১ ও ১৩ নং উদাহরণে ৬/৭টী ভুল করিয়াছেন,
তাহার পক্ষে এইরূপ কলম বাজি করা বৃথা কালি কলম ব্যয় করা
নহেত কি?

তিনি ১৭নং উদাহরণে স্বামী, পিতা, মাতা ও ২ পুত্রের একটি
ফারাএজ কসিয়া দেখাইয়াছেন যে, দুই পুত্রের । ছয় আনা ১৪ গণ্ডা
ক কড়া—অংশ প্রাপ্য হয়, এই অংশ কোরআনের নির্দ্দেশ, স্বামী,
তা ও মাতার অংশ কোরআনে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ২, পুত্র আছাবা
বশিষ্ট। ছয় আনা ১৪ গণ্ডা এক কড়া তাহাদের প্রাপ্য। তৎপরে তিনি
খিয়াছেন, দুইটী পুত্র স্থলে দুইটী কন্যা থাকিলে প্রচলিত আইন
সারে তাহাদের প্রাপ্য অনেক বেশী হইত। নিম্নের দুইটী উদাহরণ
ন। ১৮নং উদাহরণে স্বামী, পিতা, মাতা ও ২ কন্যা, এস্থলে দুই
র অংশ আট আনা ১০ গণ্ডা ২ কড়া ২ ক্রান্তি দুই পুত্রের চেয়ে
।

আমাদের উত্তর, স্বামী, পিতা, মাতার অংশ কোরআনে
ত হইয়াছে, আর দুই কন্যার অংশ কোরআন ও হাদিছ হইতে দুই
শ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ছুন্নত-অল-জামায়াত ৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা,
ষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জেই মোহামেডান ‘ল’ এর কি দোষ, খাঁ সাহেব কোরআন ও
উপর দোষ করিয়া কি নাস্তিক সাজিতেছেন।

৯ নং উদাহরণ। (ক) ৬ কন্যা, ১ পুত্র, এস্থলে পুত্র ও
মিলিত হইয়া আছাবা হইয়া যাইতেছেন, কাজেই পুত্র কন্যার

দ্বিগুণ পাইবে, ইহা কোরআনের ছুরা নেছাব ২ রুকুর يوصيكم الله
في اولادكم - الذكر مثل حظ الانثيين এই আয়তের হুকুম।

উক্ত সূত্রে ৬টী কন্যার বার আনা, প্রত্যেকের দু আনা করিয়া, আর পুত্রের চার আনা অংশ হইয়াছে।

যদি এস্থলে একটী কন্যা ও ৬টী পুত্র হইত, তবে কন্যা ৪ পাঁচ পয়সার কিছু কম পাইত, অবশিষ্টগুলি ৬ পুত্র পাইত।

(খ) ৬ কন্যা—	ভ্রাতুষ্পুত্র—
দশ আনা ১৩ গণ্ডা	পাঁচ আনা ৬ গণ্ডা
এক কড়া এক ক্রান্তি	দু কড়া ২ ক্রান্তি

এস্থলে কোরআন ও হাদিছে ৬টী কন্যাকে দুই তৃতীয়াংশ দেওয়া হইয়াছে, ভ্রাতুষ্পুত্র আছাবা হওয়ায় অবশিষ্টাংশ পাইয়াছে, ইহাও কোরআন হাদিছের আদেশ।

যদি ৩টী কন্যা, ১ পুত্র, ভ্রাতা কিম্বা ভ্রাতুষ্পুত্র থাকিত, তবে সমস্ত সম্পত্তি কোরানের ছুরা নেছার আদেশ অনুযায়ী ৩ কন্যা ও এক পুত্র পাইত, ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র, কিছুই পাইত না।

আর যদি ৩ কন্যা, স্বামী, মাতা থাকিত, তবে ভ্রাতুষ্পুত্র কিছুই পাইত না, যেহেতু কোরআনের নির্দ্ধারিত অংশগুলি দেওয়ার পরে এস্থলে কিছুই থাকে না, কাজেই ভ্রাতুষ্পুত্র কিছুই পাইবে না।

মূল্য কথা, ওয়ারেছ বেশী থাকিলে, অংশ কমপ্রাপ্য হয় আর অল্প থাকিলে অংশ বেশী প্রাপ্য হয়, ইহাতে ফারাএজ শাস্ত্র বা কোরআন হাদিছের কি দোষ হইল? মূল মন্তব্য ফারাএজ শাস্ত্র সম্পূর্ণ ভাবে কোরআন, হাদিছ ও এজমায় মুছলেমিন হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে, খাঁ সাহেবের এডিটরি করিতে গিয়া এই সমস্ত অনুসন্ধান করার সুযোগ বড় ঘটেনাই, তাহাই আবল তাবল কিছু লিখিয়া মাসিকের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন, এই প্রবন্ধে সুচিন্তিত কোন কথা তিনি লিখিতে পারেন নাই, খাঁ সাহেবের কলম সোডার বোতলের ন্যায় ঝোকে পড়িয়া কিছু লিখিয়া ফেলেন একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে উহার মধ্যে-সার সত্য কথা কিছুই খুজিয়া পাওয়া যায় না। বারান্তরে আবশ্যক হইলে, বিস্তারিত আলোচনা করিব। ইতি

সমাপ্ত